উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

সেনসেক্স : ৮০,৭২২.৯৪ (-১৫৪৬.৮৪)

নিফটি : ২৪,৮২৫.৪৫ (-৪৯৫.২০)

বাজেট '২৬

এই বাজেট নতুন ভারতের ভিত্তিপ্রস্তর গড়েছে।
-নরেন্দ্র মোদি

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

শিলিগুড়ি	জলপাইগুড়ি	কোচবিহার	আলিপুরদুয়ার
২৮° সর্বোচ্চ / ১৪° সর্বনিম্ন	২৮° সর্বোচ্চ / ১৩° সর্বনিম্ন	২৮° সর্বোচ্চ / ১৩° সর্বনিম্ন	২৮° সর্বোচ্চ / ১৪° সর্বনিম্ন

বাজেট '২৬

বাংলায় বড় বড় কথা বলেছে, কিচ্ছু দেয়নি।
-মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

বিশ্বকাপ খেললেও ভারত ম্যাচ 'বয়কট' ঘোষণা পাকিস্তানের

১২

শিলিগুড়ি ১৯ মাঘ ১৪৩২ সোমবার ৫.০০ টাকা 2 February 2026 Monday 12 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 46 Issue No. 254

মাঘীপূর্ণিমায় অমাবস্যা

বঙ্গে বাংলার প্রাপ্তি

- ডানকুনি থেকে সুরাট ফ্রেট করিডর
- বারাণসী থেকে শিলিগুড়ি হাইস্পিড রেল নেটওয়ার্ক
- দুর্গাপুরকে কেন্দ্র করে নতুন শিল্প করিডর, যা 'ইন্টিগ্রেটেড ইস্ট-কোস্ট করিডর'-এর গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র হিসেবে কাজ করবে

সরকারের আয়ের উৎসের শতকরা হিসাব

(১ টাকার নিরিখে)

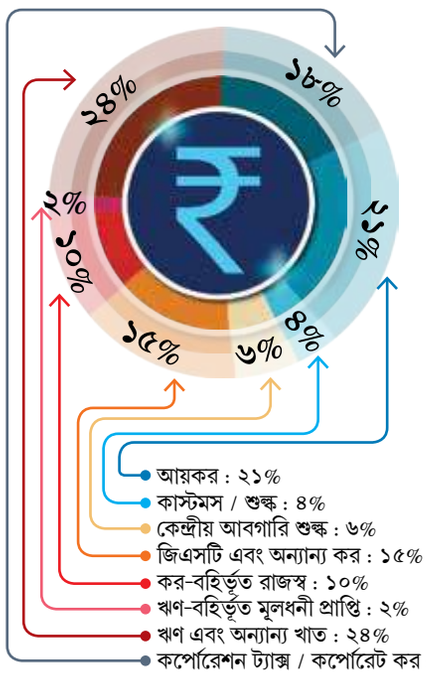

সরকারের ব্যয়ের খাতগুলোর শতকরা হিসাব

(১ টাকার নিরিখে)

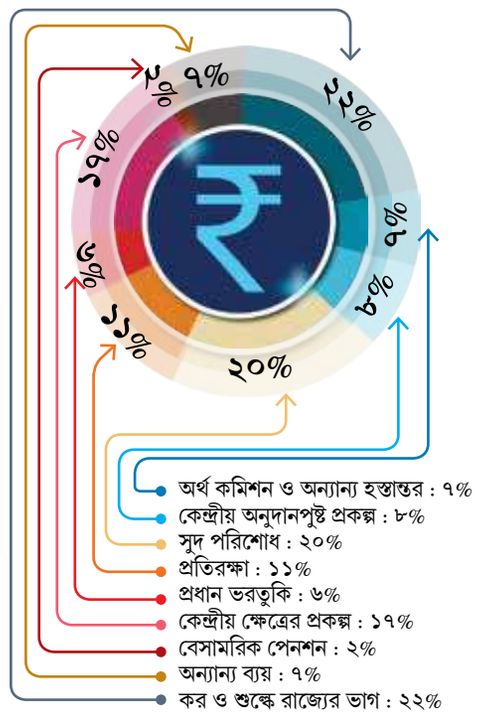

আয়কর

- ১ এপ্রিল থেকে নতুন আয়কর আইনে করদাতার হয়রানি কমাতে 'রি-অ্যাসেসমেন্ট'-এর পরও ভুল সংশোধনের সুযোগ
- বকেয়া করের ওপর বাড়তি ১০ শতাংশ জরিমানা দিয়ে 'আপডেটেড রিটার্ন' জমা
- কর নির্ধারণ ও জরিমানা, দুটি ক্ষেত্রেই আলাদা আলাদা নির্দেশের বদলে একটি 'সিঙ্গল কমন অর্ডার' জারি
- আপিলের ক্ষেত্রে আগাম জমার পরিমাণ ২০ শতাংশ থেকে কমে ১০ শতাংশ

প্রযুক্তি

- কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাচালিত ডেটা সেন্টারে বিশেষ গুরুত্ব
- যেসব বিদেশি সংস্থা ভারত থেকে বিশ্বজুড়ে ক্লাউড পরিষেবা দেবে, তাদের ২০৪৭ সাল পর্যন্ত 'ট্যাক্স হলিডে'-র সুবিধা

শিক্ষা

- উচ্চশিক্ষার প্রসারে নতুন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান তৈরির পাশাপাশি দেশে ১৬ হাজার সেকেন্ডারি স্কুল গড়ার প্রস্তাব
- প্রতিটি জেলায় একটি করে 'গার্লস হস্টেল' নির্মাণের পরিকল্পনা

স্বাস্থ্য

- ক্যানসারের ১৭টি জীবনদায়ী ওষুধ এবং ৭টি বিরল রোগের ওষুধের ওপর আমদানি শুল্ক কমছে
- ডায়াবিটিসের ওষুধের দাম কমানোর প্রস্তাব
- ৩টি নতুন 'এইমস' এবং ৩টি 'অল ইন্ডিয়া ইনস্টিটিউট অফ আয়ুর্বেদ' তৈরির ঘোষণা

ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প

- এমএসএমই ক্ষেত্রের প্রসারে ১০,০০০ কোটি টাকার 'চ্যাম্পিয়ন স্কিম' চালুর প্রস্তাব

বিরল খনিজ

- ওডিশা, কেরল, অন্ধ্রপ্রদেশ ও তামিলনাড়ুতে 'রেয়ার আর্থ মিনারেল করিডর'
- বিরল খনিজ ম্যাগনেট তৈরির কারখানা গড়তে ৭,২৮০ কোটি টাকার বিশেষ প্যাকেজ

সস্তা হচ্ছে

- জীবনদায়ী ওষুধ : ক্যানসারের ১৭টি ওষুধ এবং ৭টি বিরল রোগের ওষুধ
- মোবাইল : মোবাইল ফোন, চার্জার এবং মোবাইল তৈরির যন্ত্রাংশ
- গয়না : সোনা এবং রুপো
- তামার জিনিস
- চর্মজাত পণ্য
- সৌর প্যানেল
- বিমানের যন্ত্রাংশ
- খেলার সরঞ্জাম
- মাইক্রোওয়েভ ওভেন
- বিদেশ ভ্রমণ
- বিদেশে পড়াশোনা

দামি হচ্ছে

- তামাক, সিগারেট, মদ
- আমদানি করা গাড়ি, টায়ার
- প্লাস্টিকের জিনিসপত্র
- বিলাসবহুল আসবাব
- বিদেশি ঘড়ি
- টেলিকম সরঞ্জাম
- রাসায়নিক সার
- কফি মেশিন

রেল

- রেলের ভোল বদলে ২.৯৩ লক্ষ কোটি টাকা বরাদ্দ
- বারাণসী-শিলিগুড়ি সহ ৭টি নতুন হাইস্পিড করিডর
- ৩০০-র বেশি নতুন বন্দে ভারত ও অমৃত ভারত ট্রেন চালুর প্রস্তাব

প্রতিরক্ষা

- বরাদ্দ বাড়িয়ে ৭.৮৫ লক্ষ কোটি টাকা
- ১১৪টি রাফাল যুদ্ধবিমান কেনা হবে
- দেশীয় প্রযুক্তিতে অস্ত্র তৈরির লক্ষ্যে ২.৩১ লক্ষ কোটি টাকার মূলধনি ব্যয়

মহিলা

- মহিলাদের স্বাস্থ্যের জন্য জেলায় জেলায় নতুন কেন্দ্র ও আবাসন প্রকল্প

সংস্কারমুখী বাজেটে সংশয় সুফলে

নবনীতা মণ্ডল

নয়াদিল্লি, ১ ফেব্রুয়ারি : 'উন্নত ভারতের গ্যারান্টি' না 'কথার কারসাজি!' কেন্দ্রীয় বাজেট নিয়ে আমজনতার প্রশ্ন এটাই। এক ধাপ এগিয়ে বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বাজেটকে 'মিথ্যার ভাগাড়' বলেছেন। বাস্তবে জনমুখী নয়, সংস্কারের লক্ষ্যে বাজেট পেশ করেছেন নির্মলা সীতারামন। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পরিকাঠামো ও প্রযুক্তির ওপর জোর দিয়েছেন তিনি। আয়কর কাঠামোয় সংস্কারের বার্তাও রয়েছে। যদিও আয়কর ছাড়ের ঊর্ধ্বসীমা বাড়েনি।

বিজেপি নেতৃত্বের মতে ২০৪৭-এর মধ্যে 'বিকশিত ভারত' গঠনই ২০২৬-'২৭-এর বাজেটের উদ্দেশ্য। যাতে প্রতিরক্ষা ও রেলের আধুনিকীকরণে বরাদ্দ আগের সমস্ত রেকর্ড ছাপিয়ে গিয়েছে। বাজেটকে 'দেশের যুবশক্তি ও মধ্যবিত্তের স্বপ্নপূরণের ভিত্তিপ্রস্তর' বলে বর্ণনা করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। যদিও কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়্গের ভাষায়, 'এই বাজেট সাধারণ মানুষের জ্বলন্ত সমস্যা, যেমন বেকারত্ব ও মূল্যবৃদ্ধির সমস্যা সমাধানে কোনও দিশা দেখায়নি।'

কংগ্রেসের অভিযোগ, বড় শিল্পপতিদের তুষ্ট করতে এই বাজেট তৈরি করা হয়েছে। বাংলার মুখ্যমন্ত্রী 'হাম্পটি ডাম্পটি বাজেট' বলে কটাক্ষ করেছেন। বাজেট পেশের পর শেয়ার বাজারে ব্যাপক ধস নামে। আচমকা বিরাট পতন হয় সেনসেক্স ও নিফটি'র। যদিও বিশেষজ্ঞরা অভয় দিচ্ছেন, দীর্ঘমেয়াদি পরিকাঠামো উন্নয়নের লক্ষ্যে এই বাজেট ইতিবাচক। রবিবার ছুটির দিনে লোকসভায় পরপর নয়বার কেন্দ্রীয় বাজেটের রেকর্ডটিও নিজের ঝুলিতে পুরে ফেললেন নির্মলা সীতারামন।

কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রীর ৮৫ মিনিটের বাজেট বক্তৃতায় আয়কর নিয়ে অনেক কথা ছিল। তবে শেষপর্যন্ত মিলেছে আপাতত আশ্বাস। আয়কর কাঠামোয় আমূল পরিবর্তন করার কথা বলা হয়েছে। তবে তা কার্যকর হবে ১ এপ্রিল। নতুন আয়কর আইনে করদাতাদের হয়রানি কমাতে 'রি-অ্যাসেসমেন্ট'-এর পরেও রিটার্ন সংশোধনের সুযোগ থাকবে বলে ঘোষণা করেছেন সীতারামন। অতিরিক্ত সুযোগ হল, বকেয়া করের ১০ শতাংশ জরিমানা দিয়ে করদাতারা ভুল সংশোধন করতে পারবেন।

এরপর দশের পাতায়

নামমাত্র বরাদ্দ, বাংলা দুয়োরানি

নয়াদিল্লি, ১ ফেব্রুয়ারি : ২০২৪ সালে কেন্দ্রে ক্ষমতাসীন তৃতীয় বিজেপি সরকারের পরপর গত দুটি বাজেটে বিহারের জন্য ঝুলি উপুড় করা প্রকল্প ছিল। বিহারের ভোটের কথা মাথায় রেখে মোদি সরকার অতটা দরাজ হয়েছিল বলে মনে করা হয়। বাংলাও এবার ভোটমুখী। কিন্তু কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামনের রবিবার পেশ করা বাজেটে বাংলা দুয়োরানিই থেকে গেল।

পরিকাঠামো উন্নয়নে মাত্র তিনটি প্রকল্প ছাড়া অন্য কোনও ঘোষণা নেই বাংলার জন্য। ওই তিনটি প্রকল্প হল- শিলিগুড়ি-বারাণসী দ্রুতগতি রেল করিডর, ডানকুনি-সুরাট ফ্রেট করিডর এবং দুর্গাপুর শিল্প করিডর। যা গতবার বিহারের জন্য বরাদ্দের অর্ধেকেরও কম। গত বাজেটে বিহারে ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ ফুড টেকনলজি, পাটনা বিমানবন্দরের সম্প্রসারণ, চারটি নতুন গ্রিনফিল্ড এবং একটি ব্রাউনফিল্ড বিমানবন্দর নির্মাণ,

এরপর দশের পাতায়

কোথায় গেল শাহি প্রতিশ্রুতি, ক্ষোভ উত্তরবঙ্গে

অমিত শা শনিবার শিলিগুড়িতে চা শ্রমিকদের জন্য উন্নয়নের বুলি আউড়েছিলেন। উত্তরবঙ্গের উন্নয়ন নিয়ে তিনি রাজ্যের সমালোচনা করেন। তারপরই এবারের বাজেট নিয়ে আশায় বুক বেঁধেছিল উত্তরবঙ্গ। কিন্তু স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সফরের ২৪ ঘণ্টা কাটতে না কাটতেই সুর কাটল।

নিউজ ব্যুরো

১ ফেব্রুয়ারি : চা উত্তরবঙ্গের অন্যতম প্রাণভোমরা। সেটা বুঝেই ভোটবঙ্গে সভা করতে এসে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা শনিবার শিলিগুড়িতে চা শ্রমিকদের জন্য উন্নয়নের বুলি আউড়েছিলেন। অসমের মতোই এই রাজ্যেও চা শ্রমিকদের জমির অধিকার দেওয়া হবে বলে আশ্বাস দিয়েছিলেন। উত্তরবঙ্গের উন্নয়ন নিয়েও তিনি রাজ্য সরকারের সমালোচনা করেছিলেন। মোদি সরকারের সেকেন্ড ম্যানের এই ঘোষণায় এবারের বাজেট নিয়ে উত্তরবঙ্গ আশায় বুক বেঁধেছিল। কিন্তু তাঁর সফরের ২৪ ঘণ্টা কাটতে না কাটতেই সুর কাটল। রবিবাসরীয় কেন্দ্রীয় বাজেটে উত্তরবঙ্গের মানুষের প্রত্যাশা ও প্রাপ্তির সমীকরণ মেলেনি। এক ঘণ্টার উপরে বাজেট ভাষণে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রীর মুখে উত্তরবঙ্গের চা শিল্প নিয়ে একটি শব্দও শোনা যায়নি।

২০২৬-'২৭ অর্থবর্ষের কেন্দ্রীয় বাজেটে উত্তরবঙ্গের প্রধান অর্থনৈতিক স্তম্ভ চা শিল্পের পাশাপাশি রায়গঞ্জে এইমসের দীর্ঘদিনের দাবির পরিপ্রেক্ষিতে কোনও ইতিবাচক ঘোষণা না আসায় গোটা অঞ্চলজুড়ে চরম হতাশা ও ক্ষোভের পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে।

কেন্দ্রীয় বাজেটে চা শিল্প নিয়ে সম্পূর্ণ নীরবতাকে 'কেন্দ্রীয় বঞ্চনার আরেকটি প্রমাণ' বলে রাজ্যের শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেস ব্যাখ্যা করেছে। দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় সাফ বলেন, 'কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রীর ৮০ মিনিটের বাজেট বক্তৃতায় বাংলা

নিয়ে একটি শব্দও নেই। উত্তরবঙ্গকে বরাবরই বঞ্চিত করেছে কেন্দ্র।' তাঁর বক্তব্যে স্পষ্ট, উত্তরবঙ্গের চা শিল্প ও শ্রমিকদের সমস্যাকে ইচ্ছাকৃতভাবেই উপেক্ষা করা হয়েছে।

অন্যদিকে, বিজেপি এই অভিযোগ মানতে নারাজ। দলের রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য বলেন, 'উত্তরবঙ্গের মানুষের জন্য কেন্দ্র যা যা করার, তার অনেকটাই শিলিগুড়ির সভা থেকেই স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ঘোষণা করেছেন।' তাঁর দাবি, ভোটের আগেই উত্তরবঙ্গের মানুষ ও চা বাগানের শ্রমিকরা বুঝে যাবেন কেন্দ্র আসলে কী করতে চাইছে। তবে বাজেট বক্তৃতায় সেই ঘোষণাগুলোর উল্লেখ কেন নেই, এই প্রশ্নে কার্যত নীরবই থেকেছেন তিনি।

বিজেপির জলপাইগুড়ির সাংসদ জয়ন্তকুমার রায় আবার বঞ্চনার দায় রাজ্যের ঘাড়ে চাপিয়েছেন। তাঁর বক্তব্য, 'চা বাগানের নারী ও শিশু কল্যাণ প্রকল্পে কেন্দ্র ৩১২ কোটি টাকা দিলেও রাজ্য সরকার সেই টাকা এখনও খরচ করেনি। অথচ একই প্রকল্পে অসম সরকার পুরো টাকা ব্যবহার করেছে।' তাঁর মতে, 'এতেই পরিষ্কার বোঝা যায়, উত্তরবঙ্গের মানুষকে আসলে কে বঞ্চিত করছে।'

পাহাড় থেকে তরাই-ডুয়ার্স, চা বলয়ের মানুষের নজর ছিল এই বাজেটের দিকে।

এরপর দশের পাতায়

অস্ত্র পেল তৃণমূল, হতাশা পদ্মবনে

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ১ ফেব্রুয়ারি : মাঠে মারা গেল আয়োজন। যেন আঁধার নামল মুরলীধর সেন রোডে বিজেপির রাজ্য দপ্তরে। অথচ কেন্দ্রের বাজেট বক্তৃতা বড় স্ক্রিনে দেখানোর আয়োজনের খামতি ছিল না। মঞ্চ বেঁধে সেই স্ক্রিন রাখা। পিছনে বড় বড় ফেস্টুনে দলের লক্ষ্যের ঘোষণা- '২৬শের নির্বাচন তৃণমূলের বিসর্জন' ও 'পালটানো দরকার, চাই বিজেপি সরকার।' মঞ্চের সামনে আসর সাজিয়ে বসে তাপস রায়, সজল ঘোষের মতো বিজেপির উত্তর কলকাতার নেতারা।

কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামনের ভাষণ শুরু হওয়ার অল্পক্ষণের মধ্যেই কিন্তু 'ফিল গুড' ছবিটা বদলে যেতে লাগল। শুরু হল নেতাদের মধ্যে উশখুশ। কর্মীদের মধ্যে ফিশফিশানি, 'আরে, বাংলার কথা কোথায়!' ততক্ষণে নেতাদের অনেকে মঞ্চ ছেড়ে এদিক-ওদিক গিয়ে ফোনাফুনি শুরু করেছেন। কেউ কেউ মাঝে মাঝে ফিরে এসে স্ক্রিনে নজর রাখছেন, বাংলার জন্য কিছু বললেন কি নির্মলা?

মধ্যবিত্তের স্বস্তি কই? *আটের পাতায়*

সদ্য একটা ধাক্কা কাটিয়ে উঠেছেন বাংলার বিজেপি কর্মীরা। সিঙ্গুরের সভা থেকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির মুখে শিল্পবার্তা আশা করেছিলেন তাঁরা। যা বাংলার ভোটে প্রচারের বড় অস্ত্র হতে পারত। সেই আশা পূরণ হয়নি। সেই ড্যামেজ মেরামত করতে অনেক কাঠখড় পোড়াতে হয়েছিল বিজেপি নেতৃত্বকে। কেন্দ্রীয় বাজেটকে সামনে রেখে আবার তাই আশায় বুক বেঁধেছিল বিজেপির রাজ্য নেতৃত্ব।

এরপর দশের পাতায়

সর্ষে খেতে ট্রেনের গল্প। রবিবার কুশিয়ারবাড়িতে। ছবি : শ্রীবাস মণ্ডল

কাকার মাথায় কুড়ুলের কোপ

মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীর কীর্তি

সৌরভ রায়

কুশমণ্ডি, ১ ফেব্রুয়ারি : মাধ্যমিক পরীক্ষার আগে কাকার মাথায় কুড়ুলের কোপ মারল মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী ভাইপো। মানিকোর হাইস্কুলের ছাত্র রিজওয়ানের এমন কীর্তিতে হতবাক গ্রামের মানুষ। সোমবার থেকে শুরু হচ্ছে মাধ্যমিক পরীক্ষা। পলাতক রিজওয়ানের খোঁজে তল্লাশি শুরু করেছে পুলিশ। ঘটনাটি ঘটেছে শনিবার সন্ধ্যা সাড়ে ৭টা নাগাদ কুশমণ্ডির দেউল পঞ্চায়েতের মোল্লাপাড়া গ্রামে। রবিবার কুশমণ্ডি থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন গুরুতর জখম মক্তারুল ইসলামের ছেলে ইমরুল কায়েস। তিনি বলেন, ‘কাকা মনসুর ও কাকাতো ছেলে রিজওয়ান গত কয়েক বছর ধরে অত্যাচার করছে। লক্ষ্য একটাই যাতে আমি পড়াশোনা করে চাকরি না পাই। এছাড়াও বেশকিছু জমির ভাগ যাতে না দেওয়া হয়, সেই উদ্দেশ্যে আমাদের সঙ্গে ঝামেলা করছে।’

মূলত জমি বিবাদকে কেন্দ্র করে দুই পরিবারের বিরোধ। শনিবার দুপুরে কাকার বাড়ির সামনে গিয়ে চিৎকার জুড়ে দেয় রিজওয়ান। তাকে বকাবকি করেন কাকা মক্তারুল। তখনকার মতো চলে যায় মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী রিজওয়ান। সন্ধ্যা ৭টা নাগাদ ফের কাকার বাড়ির সামনে এসে চিৎকার চ্যাঁচামেচি শুরু করে। চলে আসেন তার বাবা মনসুর। দুই পরিবারের মধ্যে বচসা শুরু হয়ে যায়। এরপরেই হাতের কাছে একটি কুড়ুল পেয়ে সেটা তুলে কাকা মক্তারুলের মাথায় সজোরে দুইবার আঘাত করে রিজওয়ান। মাটিতে লুটিয়ে পড়েন মক্তারুল। জ্ঞান হারান। রক্তে ভেসে যায় বারান্দা। অজ্ঞান অবস্থায় তাঁকে রায়গঞ্জ মেডিকেল কলেজে ভর্তি করা হয়। বর্তমানে তিনি মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছেন।

মক্তারুলের স্ত্রী মর্জিনা বেগম বলেন, ‘প্রায়দিনই ওরা ঝামেলা করে। কিন্তু গতকাল তা চরম পর্যায়ে পৌঁছায়।’ মোল্লাপাড়া গ্রামের পঞ্চায়েত সদস্য মোতালেব আলি বলেন, ‘মক্তারুল ও তাঁর ছেলে মানসিকভাবে দুর্বল। সেই মক্তারুলের ওপর এমন নির্মম অত্যাচার মেনে নেওয়ার কোনও কারণ নেই। আশা করি পুলিশ আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।’ মানিকোর হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক বিশ্বরঞ্জন সরকার বলেন, ‘মাধ্যমিক পরীক্ষার আগে বিদ্যালয়ের ছাত্র পারিবারিক ঘটনায় জড়িত হয়ে বর্তমানে বাড়িতে নেই, এমন খবর পেয়ে খারাপ লাগছে।’

বাংলায় বিজেপির জয় নিয়ে সংশয় গ্রেটার নেতার

কমিশনকে তোপ নগেনের

শিবশংকর সূত্রধর ও গৌরহরি দাস

বাণেশ্বরের সিদ্ধেশ্বরী এলাকায় নগেন রায়ের অনুষ্ঠান। ছবি : জয়দেব দাস

কোচবিহার, ১ ফেব্রুয়ারি : এসআইআর নিয়ে বিরোধীদের সুরে নির্বাচন কমিশনকে কাঠগড়ায় দাঁড় করালেন বিজেপির রাজ্যসভার সাংসদ নগেন রায়। কমিশনের কর্মীদের ভুলেই সাধারণ মানুষকে ভুগতে হচ্ছে বলে অভিযোগ তাঁর। ওই কর্মীদের গ্রেপ্তার করে জেলে ঢোকানো উচিত বলে মন্তব্য করেন গ্রেটার কোচবিহার পিপলস অ্যাসোসিয়েশনের (জিসিপিএ) নেতা নগেন। রবিবার সিদ্ধেশ্বরী এলাকায় বীর চিলারায়ের জন্মজয়ন্তী অনুষ্ঠানে এসআইআর নিয়ে কমিশনকে একহাত নেন তিনি।

এদিকে, দ্য নিউ গ্রেটার কোচবিহার পিপলস অ্যাসোসিয়েশন উৎসব অডিটোরিয়ামে একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। নির্বাচনে বিজেপির সঙ্গ না ছাড়লেও পদ্ম শিবির যে নগেনকে পুরোপুরি পাশে পাবে না তা এদিন বুঝিয়ে দিয়েছেন নগেন নিজেই। বিজেপির নির্বাচনি প্রচারে তিনি কি থাকবেন? প্রশ্নের জবাবে নগেন স্পষ্ট বলেন, ‘প্রধানমন্ত্রী বা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সভা হলে যদি ব্যস্ত না থাকি তাহলে সেখানে যাব। বাকিদেরটা বলতে পারছি না।’ বিজেপি নেতারা যতই রাজ্যে ক্ষমতায় আসার দাবি করুন না কেন নগেন মনে করছেন, ‘আমি বিজেপির সঙ্গেই রয়েছি। তবে প্রতিটি মানুষের চিন্তাভাবনা আলাদা। প্রতিশ্রুতি পূরণ করতে না পারলে সমস্যা আছে।’ বীর চিলারায়ের ৫১৬তম জন্মদিন উপলক্ষ্যে এদিন সিদ্ধেশ্বরীতে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। চিলারায়ের মূর্তিতে মাল্যদান করেন নগেন সহ অন্যরা। অনুষ্ঠানের একটি অংশে এসে নগেন বলেন, ‘কোচবিহারের উত্তরাধিকারী হিসেবে আমিই রাজা।’

গ্রেটার নেতা পরেশ বর্মন চিলারায়ের জন্মজয়ন্তীর অনুষ্ঠানে বলেন, ‘আমরা এখানকার বাসিন্দা কি না সেটা তোরা আমাদের কাছে প্রমাণ চাস। তোরা বলিস বাবার নাম ভুল, ছেলের পদবি মেলে না, সার্টিফিকেট মেলে না। আমি নির্বাচন কমিশনের দায়িত্বে থাকা আধিকারিককে প্রশ্ন করতে চাই তোর জন্ম আগে না তোর ঠাকুরদার জন্ম আগে?’ এদিন পরেশের কর্মসূচিতে পরিষ্কার যে, বংশীবদন বর্মনের গ্রেটারের সংগঠনের মতো পরেশের এই সংগঠনও তৃণমূলের ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। কারণ উৎসব অডিটোরিয়ামে গ্রেটারের এই সভায় উদ্বোধনী অনুষ্ঠানেও কোচবিহার ও আলিপুরদুয়ারের বেশ কয়েকজন তৃণমূল নেতা উপস্থিত ছিলেন।

শিবরাত্রির প্রস্তুতি মন্দিরে

অভিরূপ দে

ময়নাগুড়ি, ১ ফেব্রুয়ারি : উত্তরবঙ্গের অন্যতম বড় শিবতীর্থ জল্পেশ মন্দির। কিন্তু শিবরাত্রি উদযাপন মানেই যে শুধু জল্পেশ, তা নয়। জল্পেশ তো বটেই, সেইসঙ্গে উৎসবের ছোঁয়া লেগেছে ময়নাগুড়ি ব্লকের আনাচে-কানাচে ছড়িয়ে থাকা অন্য প্রাচীন শিব মন্দিরগুলোতেও। এখন জোর প্রস্তুতি চলছে জটিলেশ্বর, বটেশ্বর আর ভদ্রেশ্বর শিব মন্দিরে।

জল্পেশ মন্দির থেকে মাত্র ৫ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত জটিলেশ্বর মন্দির। প্রত্নতাত্ত্বিকদের মতে, এই মন্দির নবম শতকে তৈরি হয়েছিল। জল্পেশের মতোই এখানেও শিবলিঙ্গ রয়েছে মন্দিরের মাটির নীচে। শ্রাবণ ও ফাল্গুন মাসে এখানে সবথেকে বেশি ভক্তের সমাগম হয়। শিবরাত্রির দিন স্থানীয় মানুষ তো বটেই, বাইরে থেকেও বহু পুণ্যার্থী জটিলেশ্বরে জল ঢালতে আসেন। পূজারি সুভাষচন্দ্র মিশ্র বলেন, ‘প্রতিবছর শিবরাত্রির দিন রেকর্ড ভিড় হয় এই মন্দিরে।’ সেই ভিড় সামলাতে এবার প্রশাসন বাড়তি সতর্ক। গোটা মন্দির আলো দিয়ে সাজানো হচ্ছে। ভক্তদের লাইন সামলাতে বানানো হচ্ছে বাঁশের ব্যারিকেড।

এদিকে, সারাবছর কিছুটা অবহেলায় পড়ে থাকে ঐতিহাসিক বটেশ্বর শিব মন্দির। তবে শিবরাত্রি এলেই ছবিটা বদলে যায়। জল্পেশ থেকে এই মন্দিরের দূরত্বও খুব বেশি নয়। কেউ বলেন, এটি পাল যুগের মন্দির, আবার কেউ বলেন গুপ্ত যুগের। ময়নাগুড়ির মাধবডাঙ্গার বাসিন্দারা চাঁদা তুলে পুজোর আয়োজন করেন। স্থানীয়দের উদ্যোগে প্রাণ ফিরে পায় প্রাচীন এই দেবস্থান। শিবরাত্রিতে কয়েক হাজার মানুষের ভিড় হয় এখানে। মন্দির চত্বর সাফাইয়ের কাজ এখন পুরোদমে চলছে।

নবম শতকের আরও এক প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন হল ভদ্রেশ্বর শিব মন্দির। এখানে শিবরাত্রিকে কেন্দ্র করে বসে দু’দিনের গ্রামীণ মেলা। পুজোর রাতে গ্রামবাসী ও পুণ্যার্থীরা রাত জেগে যজ্ঞ করেন। এই যজ্ঞের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়া হয়। মন্দির কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, যজ্ঞের জন্য বাইরে থেকে সাধুসন্ততিদের নিয়ে আসা হয়। শুধু পুজোই নয়, মেলা প্রাঙ্গণে পদাবলি ও বাউল গানের আসরও বসে এই দু’দিন।

জটিলেশ্বর মন্দির। (নীচে) বটেশ্বর মন্দির। -সংবাদচিত্র

বিপ্লবে, বৈষম্য রোধে বর্ণময় অর্ধশতাব্দী

নকশাল আন্দোলনের উত্তাল সময়ে প্রেমিককে বাঁচানো থেকে শুরু করে, ৫৩ বছর আগে অসবর্ণ বিবাহ করে সমাজের চোখরাঙানি সহ্য করা। অঞ্জলি রায় ও বংশীবদন বসাক সবই সামলেছেন হাতে হাত রেখে। তাঁদের গল্প, গল্প হলেও সত্যি।

হৃদয়পুর থেকে
প্রবীণ সেই বসন্তের খোঁজে

সপ্তর্ষি সরকার

ধূপগুড়ি, ১ ফেব্রুয়ারি : ভালোবাসা সমাজ মানে না। যে কোনও প্রাচীন সংস্কার ধুয়েমুছে যায় দুটো মানুষের সামনে। আবার প্রয়োজনে বিদ্রোহের মুখে একে অন্যের হাত ধরে শক্ত হয়ে। অঞ্জলি রায় ও বংশীবদন বসাকের গল্প বলতে শুরু করলে এমন ভূমিকা লেখাটাই যথাযোগ্য হবে। ২০২৬ সালে দাঁড়িয়েও যা খুব একটা সহজ নয় তা প্রায় আধা শতাব্দী আগে করে দেখিয়েছিলেন ওই দম্পতি। একে তো প্রেম, তা-ও অসবর্ণে, সব মিলিয়ে প্রায় সামাজিক সাইক্লোন সামলে জয়ী হয়েছিলেন পেশায় শিক্ষক স্বামী-স্ত্রী। অশক্ত দুই শরীরে স্মৃতি কিছুটা ঘোলাটে হলেও আজও সেই বাঁধন কিন্তু অটুট। ১৯৭৩ সালের ১৮ এপ্রিল চার হাত এক হওয়ার পর থেকে ৫৩ বছরের অধ্যায়টা যেমন ঘটনাবহুল এবং বর্ণময়। রাজবংশী অঞ্জলির সঙ্গে ভাটিয়া বংশীবদনের প্রেম এবং বিয়ের টানটান উত্তেজনার গল্প শোনা যায় পরিবারের সদস্যদের মুখেও। পড়তি শীতে সেই গল্পে জমে উঠল আসর।

অঞ্জলি রায়ের বাবা দেবেন্দ্রনাথ রায় ছিলেন পূর্ব মল্লিকপাড়া গ্রামের তৎকালীন মোড়ল এবং বেশ প্রভাবশালী। জাতীয় কংগ্রেসের তাবড় নেতাও ছিলেন তিনি। বিধায়ক, মন্ত্রী নেতাদের নিত্য আনাগোনা ছিল অঞ্জলিদের বাড়িতে। অঞ্জলি মাধ্যমিক পাশের আগে থেকেই পূর্ব মল্লিকপাড়া প্রাইমারি স্কুলে পড়াতে শুরু করেন। কিছুদিনের মধ্যে পাশের হাইস্কুলে শিক্ষকতা করতে এসেছিলেন ধূপগুড়ির বংশীবদন। স্মার্ট, শিক্ষিত ও সুন্দর বংশীবদনকে মন দিতে দেরি করেননি অঞ্জলি। এরমাঝে বংশীবদন শিক্ষকতার চাকরি ছেড়ে পুরোদস্তুর নকশাল আন্দোলনে জড়িয়ে পড়েন। একবার পুলিশ যখন তাঁকে হন্যে হয়ে খুঁজছে সেসময় অঞ্জলি নিজের বিশাল বাড়ির একটি ঘরে কাঠের সিন্দুকে বংশীবদনকে লুকিয়ে রেখে রক্ষা করেছিলেন। দূরত্ব বাড়লেও স্পষ্টবক্তা, সৎ এবং বিপ্লবী মানসিকতার পুরুষটির প্রতি অঞ্জলির আকর্ষণ কমেনি। একসময় ফের মোগলকাটা প্রাথমিক স্কুলে শিক্ষকতা করতে ফেরেন বংশীবদন। ততদিনে দুজনেই একসঙ্গে নিজেদের ভবিষ্যৎ ঠিক করে ফেলেছিলেন। মেয়ের ভালোবাসাকে অসম্মান করেননি দাপুটে দেবেন্দ্রনাথও। স্থানীয় মানুষের কটাক্ষের মধ্যে তিনি মেয়ের পাশে দাঁড়িয়েছেন। অন্য সম্প্রদায়ের পাত্রের সঙ্গে মেয়ের বিয়ের সিদ্ধান্তের জন্য সমালোচনা শোনার পাশাপাশি তাঁকে ঘেরাও অবধি হতে হয়েছিল। তবে শেষপর্যন্ত জমজমাট বিয়েবাড়িও হয়েছিল।

নাতি-নাতনির সঙ্গে বংশীবদন বসাক এবং অঞ্জলি রায়।

বহুবছরের দাম্পত্য কাটিয়ে কাজিপাড়া বিএফপি স্কুলের প্রধান শিক্ষক হিসেবে ২০০৮ সালে অবসর নিয়েছেন বংশীবদন। অঞ্জলিও ২০০৭ সালে অবসর নিয়েছেন গোঁসাইরহাট বিএফপি স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা হিসেবে। অঞ্জলির বক্তব্য, ‘কাগজে-কলমে স্বামীর থেকে এক বছরের বড়। প্রথম দিন থেকেই ওঁর ব্যক্তিত্ব, স্পষ্টবাদিতা আমাকে টানত। আমি চাইতাম ওর সঙ্গেই জীবনটা কাটাব।’

অ্যাফিডেভিট

কোচবিহার 5 পশ্চিম বিধানসভা নির্বাচন ক্ষেত্র তালিকা নং 2002, অংশ নং 205 ক্রমিক নং 941 আমার নাম ভুল থাকায় গত 29-01-26, C.J (Jr. Divn.) Addl. Court, সদর, কোচবিহার অ্যাফিডেভিট দ্বারা আমি Shyam Sankar Bose এবং Shyam Sundar Bose এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলাম। সর্বত্র আমার সঠিক নাম Shyam Sankar Bose প্রতিষ্ঠা করতে এই হলফনামা পেশ করলাম। H.N. Road, পাটাকুড়া, গোলবাগান, ওয়ার্ড নং 18, থানা-কোতোয়ালি, পো:+জেলা: কোচবিহার. প.ব. (C/119529)

●

আধার কার্ড নং 5658 5314 7046 আমার নাম ভুল থাকায় গত 31.01.2026 নোটারি পাবলিক, কোচবিহার অ্যাফিডেভিট দ্বারা আমি Aymati Barman এবং Ayamati Barman, স্বামী Buda Barman এক এবং অভিন্ন ম্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলাম। রুইয়ের কুঠি, পো: ভেটাগুড়ি, থানা: দিনহাটা, জেলা:কোচবিহার। (C/119531)

●

আমি Paritosh Das আমার মেয়ের আধার কার্ডে তার নাম ভুল থাকায় গত 29-01-26 তারিখে শিলিগুড়ি কোর্টে LD. E.M দ্বারা অ্যাফিডেভিট বলে, (মেয়ে) Price Das থেকে Priti Das নামে পরিচিত হল, উভয় একই ব্যক্তি। (C/120379)

●

আমার ছেলের স্কুলের বিভিন্ন কাগজপত্র, মাধ্যমিকের সার্টিফিকেট এবং ভোটার কার্ডে আমার নাম মজির উদ্দিন আহমেদ থাকায় কোচবিহার J.M (1st Class) কোর্টে 31/01/26 তারিখে অ্যাফিডেভিট বলে মজির উদ্দিন মিয়া হল। মজির উদ্দিন মিয়া ও মজির উদ্দিন আহমেদ একই ব্যক্তি বলে পরিচিত হল। মজির উদ্দিন মিয়া, সাং-গোকুলের কুঠি, কোচবিহার। (S.M)

●

আমি Aduri Khatun, W/o- Akbar Ali, গ্রাম-দাহুকা, পো:এইচ জালালপুর, থানা-চাঁচল, জেলা-মালদা আমার মেয়ে নাম Jasmin Parvin জন্ম শংসাপত্রে যার রেজিস্ট্রেশন নং B-2021: 19-00788-001465 তাং 11.03.2021 আমার নাম ভুল থাকায় গত 09.09.2025 তারিখে J.M. 2nd চাঁচল মালদা কোর্টে অ্যাফিডেভিট (নং-806) বলে আমি Adari Khatun থেকে Aduri Khatun করা হল যা উভয় এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি। (S/T)

কর্মখালি

Residential Housekeeper Required. Moble No. 9434050205, 9434064212. (C/120382)

●

আলিপুরদুয়ারবাসীদের বাড়ি থেকে নিজ এলাকায় পার্ট/ফুল টাইম কাজে দারুণ আয়ের সুযোগ। 9474875922 (K)

●

শিলিগুড়ি ঝঙ্কার মোড়/জংশনে শোরুমের জন্য সিকিউরিটি গার্ড চাই। বেতন 10,000। বয়স 20-50. M-8617036234 (C/120388)

●

মালদায় অবস্থিত ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানির নিয়োগ হেতু নিম্নলিখিত পদগুলির জন্য দরখাস্ত আহ্বান করা হচ্ছে। 1) Store In-charge (Computer জানা চাই), 2) Electician, 3) Supervisor (Civil Engineer), 4) Mechanical and Electrician Fitters, 5) Office Superintendent (Computer জানা চাই), 6) Driver (License প্রাপ্ত চারচাকার অভিজ্ঞ)। দরখাস্ত পাঠান-silcmx23@gmail.com, Mob.No.9433009667. (M/115457)

অ্যাফিডেভিট

I Iftikar Ahammed,S/o Md Idris Ali, residing at Vill-Gohalbari, PO-Ballalpur, PS-Farakka, Dist-Murshidabad, Pin-742202, declare that my mother name (Correct name) Fajletan Nesha and Fajlatun Bibi recorded in council for the Indian School certificate Examination New Delhi (Class-X year 2024) statements of marks Unique Id 8188479. is the same & one identical person vide affidavit sworn before the Executive Magistrate, Jangipur, Murshidabad, Dated 02/01/26/ (C/120386)

●

আমি Afiyar Rahaman স্ত্রী Rahima Khatun এবং কন্যার নাম Rithika Parvin. আমার কন্যার জন্মশংসাপত্রে ভুলবসত Afiar Rahaman, Rohima Khatun ও Rithika Pervin থাকায় গত ইং 29/1/26 তারিখে জলপাইগুড়ি J.M কোর্টে অ্যাফিডেভিট বলে Afiar Rahaman ও Afiyar Rahaman এবং Rohima Khatun ও Rahima Khatun এবং Rithika Pervin ও Rithika Parvin এক ও একই ব্যক্তি বলে পরিচিত হইল। ভোটপাড়া, ধূপগুড়ি। (A/B)

অ্যাফিডেভিট

আমি Dipali Basak Roy, স্কুল সার্টিফিকেটে Rupali Roy এবং DOB-10/8/1988 থাকায় তাং 27/01/26 তারিখে জলপাইগুড়ি E.M কোর্টে অ্যাফিডেভিট বলে নাম দুটি এক ও একই ব্যক্তি, DOB. 05/2/85 বলে পরিচিত হইল। ঘোষপাড়া, ধূপগুড়ি। (A/B)

●

গত 2002 ভোটার তালিকা, 8 কোচবিহার নাটাবাড়ি নির্বাচন কেন্দ্র, অংশ নং 86, ক্রমিক নং 14 আমার নাম ভুল থাকায় গত 30-01-26, C.J (Jr. Divn.) Addl. Court, সদর, কোচবিহার অ্যাফিডেভিট দ্বারা আমি Jarina Bibi এবং Mani Bibi, স্বামী Chhalam Miya এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলাম। আমার সঠিক নাম Jarina Bibi সর্বত্র প্রতিষ্ঠিত করতে এই হলফনামা পেশ করলাম। গ্রাম: ঝিনাইডাঙ্গা, পো: নীলকুঠি, থানা: কোতোয়ালি, জেলা: কোচবিহার, প.ব.। (C/119530)

ABRIDGE TENDER NOTICE

Sealed Tenders are hereby invited by the undersigned various work under Harirampur Panchayat Samity. Details please see official notice board. Ref. NIT - 45/OF/HRP/PS/DD to 54/OF/HRP/PS/DD, Dated- 29/01/2026 Last date of submission - 05-02-2026 upto 12.00 pm Date of Opening tender - 05-02-2026 after 3.00 pm

Sd/-
E.O.
Hrp PS. D/Dinajpur

Marriage Notice

My Client Sohaib Rahaman Sarkar, S/o- Mostafijur Sarkar & Rikta Parvin, of vill Sundarpur, Angina, Kumarganj, South Dinajpur, Pin : 733141, West Bengal, INDIA, Holding Passport No Y4270556, Aadhar No - 7556 1543 0738, Do Hereby Solemnly Affirm and Declare As Follows : On 18th January 2026, My Marriage Vide Regd. No-18/2026, A.D.23-A Vol. No. 23A, Page No. 48, date of Delivery 18/01/2026.A.D. Was Solemnized In Bangladesh, with REFA SHANJIDA RAISA, D/o Md Rashedur Rahaman & Nasrin Aktar, of Misonroad, Kotwali, Dinajpur Main Post Office, 5200, Dinajpur, Bangladesh, Holding Passport No A05525070 and Nid Card No 2867082279. Since That Date, We Have Been Living As Husband and Wife My Father Contact Number : +918945521508 and My Father-In-Law's Contact Number : +8801761702708
I Affirm that the above information is true and correct to the best of my knowledge and belief.

PARVEJ ALI DEWAN
Advocate
Dist.Judge's Court
Balurghat, Dakshin Dinajpur
F/755/694/2024

কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়, বী. সু. ব. বৈকুণ্ঠপুর | KENDRIYA VIDYALAYA, BSF BAIKUNTHPUR (Min. of Education, Govt. of India) Po. Salugara, Dist.: Jalpaiguri, West Bengal - 734008 | FIT INDIA

WALK-IN-INTERVIEW

Kendriya Vidyalaya BSF Baikunthpur, Salugara, Siliguri invites eligible candidates for interview as per the following details to prepare a panel of part-time contract teachers for the session 2026-27

1. Date and Time of Interview:
   (A.) Date:09.02.2026, 9:00 am onwards-TGT (English, Sanskrit, Maths & Science), Computer Instructor & Yoga Instructor.
   (B.) Date: 10.02.2026, 9:00 am onwards-Primary Teacher, Nurse & Special Educator.
2. Interview Venue: -Kendriya Vidyalaya BSF Baikunthpur (located in BSF Campus, just 01 Km from Salugara, Siliguri)
3. The prescribed proforma for application will be made available at the time of registration. Eligible applicants are requested to attend walk-in-interview with original certificates/documents and one set of self-attested Xerox certificates of essential qualifications and passport size photographs. It is mandatory to bring all original documents for verification.
4. No TA/DA or expenses will be paid for attending the interview.
5. The post is purely part time and will be valid for a maximum of one session or till a regular teacher joins, whichever is earlier.
6. The essential qualifications for part-time teachers will be the same as those prescribed by the Kendriya Vidyalaya Sangathan for the recruitment of permanent teachers. For complete details of the recruitment rules and prescribed educational qualifications, please visit www.kvsangathan.nic.in and for other information, visit https://bsfbaikunthpur.kvs.ac.in.

Principal

আজ টিভিতে

আদিশক্তি আদ্যাপীঠ সন্ধে ৭.০০ আকাশ আট

সিনেমা

জলসা মুভিজ : সকাল ১০.৪৫ সংঘর্ষ, দুপুর ২.০০ হামি, বিকেল ৪.৩০ বিয়ের লগ্ন, সন্ধে ৭.৩০ অরুন্ধতী, রাত ১০.৩০ ব্রহ্মা জানেন গোপন কম্মটি

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ১০.০০ সাথী আমার, দুপুর ১.০০ আই লভ ইউ, বিকেল ৪.০০ পরিবার, সন্ধে ৭.৩০ বড়বউ, রাত ১০.৪৫ অমানুষ

আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ ভালোবাসার ছোঁয়া

কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ নায়ক-দ্য রিয়েল হিরো

ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ পিতাপুত্র

স্টার গোল্ড : বেলা ১১.২৬ ডরনা মানা হ্যায়, দুপুর ১.২০ সুলতান, বিকেল ৪.৫৯ ক্র্যাক-জিতেগা তো জিয়েগা, সন্ধে ৭.৫০ টোটাল ধমাল, রাত ১০.১৬ মেগাস্টার গডফাদার

কালার্স সিনেপ্লেক্স : সকাল ৯.২০ রাজা হুলি, দুপুর ১২.২০ গাল্লি রাউডি, ২.০০ স্ত্রী, বিকেল ৫.০০ হারোম হারা, সন্ধে ৭.৫৫ এসিপি শিবা, রাত ১০.২০ পাওয়ার আনলিমিটেড

কালার্স সিনেপ্লেক্স বলিউড : বেলা ১১.৪০ বাগবান, বিকেল ৩.৩০ তলাশ-দ্য হান্ট বিগিনস, সন্ধে ৬.৫০ রাজা হিন্দুস্তানি, রাত ১০.৪০ হম দিল দে চুকে সনম

স্টার গোল্ড টু : সকাল ১০.১৮ বেদ, দুপুর ১.২৪ ম্যায় তেরা হিরো, বিকেল ৩.৪০ জিদ্দি, সন্ধে ৬.৫৫ হ্যাপি নিউ ইয়ার, রাত ১০.২৩ থিরান

সোনি ম্যাক্স ওয়ান : সকাল ১০.৩৮ কৃষ্ণার্জুনা যুদ্ধম, দুপুর ১২.৫৪ লাক, বিকেল ৩.২০ রাজমহল, বিকেল ৫.২৭ দ্য ক্যারাটে কিড, সন্ধে ৭.৫৫ এক সুনামি জ্বালামুখী, রাত ১০.০৯ মাইকেল

হ্যাপি নিউ ইয়ার সন্ধে ৬.৫৫ স্টার গোল্ড টু

লাইফ অফ পাই সন্ধে ৬.১০ স্টার গোল্ড থ্রিলস

ব্রহ্মা জানেন গোপন কম্মটি রাত ১০.৩০ জলসা মুভিজ

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : অধ্যাপক ও চিকিৎসকরা তাঁদের কোনও স্বপ্নপূরণ করতে পারবেন। মায়ের শরীর নিয়ে দুশ্চিন্তা কেটে যাবে। বৃষ : অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে প্রশংসিত হবেন। কোনও আত্মীয়ের সাহায্যে দাম্পত্যের সমস্যা কাটবে। মিথুন : অভিনয় ও সংগীতশিল্পীরা নতুন সুযোগ পাবেন। রাস্তাঘাটে সাবধানে চলাফেরা করুন। প্রেমে শুভ। কর্কট : সংসারে কোনও গুরুজনের শরীর নিয়ে উৎকণ্ঠা কাটবে। পথে চলতে সতর্ক থাকা দরকার। সিংহ : বাড়ি কেনার স্বপ্নপূরণ হতে পারে। নতুন কোনও অফিসে যোগ দিতে পারেন। কন্যা : রাজনীতির কোনও ব্যক্তির সঙ্গে তর্কে জড়িয়ে সমস্যায়। জমি কেনার আগে গুরুজনদের সঙ্গে পরামর্শ করে নিন। তুলা : কাউকে বিশ্বাস করে ঠকবেন। ছেলে বিদেশে যাওয়ার জট কাটবে। বৃশ্চিক : বন্ধ হয়ে থাকা কোনও কাজ চালু করলে সাফল্য পাবেন। বেশি খেয়ে শরীর খারাপ। ধনু : হারানো জিনিস ফেরত পেয়ে স্বস্তি। সন্ধের পর বাড়িতে আত্মীয়সমাগম। মকর : ঘাড় ও পিঠের ব্যথা ভোগাতে পারে। পৈতৃক সম্পত্তি নিয়ে ঝামেলা মিটবে। কুম্ভ : ব্যবসার কারণে দূরে যেতে হতে পারে। বাবার সঙ্গে নতুন ব্যবসা নিয়ে আলোচনা। মীন : যেচে কারও উপকার করতে গিয়ে অপমানিত হতে পারেন। গুরুত্বপূর্ণ নথি বাইরের কাউকে দেখাবেন না।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ১৯ মাঘ, ১৪৩২, ভাঃ ১৩ মাঘ, ২ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬, ১৮ মাঘ, সংবৎ ১ ফাল্গুন বদি, ১৩ শাবান। সূঃ উঃ ৬।২২, অঃ ৫।২০। সোমবার, প্রতিপদ রাত্রি ২।৫৮। অশ্লেষানক্ষত্র রাত্রি ১২।৭। আয়ুষ্মানযোগ দিবা ৮।৩১। বালবকরণ দিবা ৩।৩৪ গতে কৌলবকরণ রাত্রি ২।৫৮ গতে তৈতিলকরণ। জন্মে-কর্কটরাশি বিপ্রবর্ণ রাক্ষসগণ অষ্টোত্তরী চন্দ্রের ও বিংশোত্তরী বুধের দশা, রাত্রি ১২।৭ গতে সিংহরাশি ক্ষত্রিয়বর্ণ অষ্টোত্তরী মঙ্গলের ও বিংশোত্তরী কেতুর দশা। মৃতে- দোষ নাই, রাত্রি ২।৫৮ গতে একপাদদোষ। যোগিনী-পূর্বে, রাত্রি ২।৫৮ গতে উত্তরে। কালবেলাদি ৭।৪৪ গতে ৯।৭ মধ্যে ও ২।৩৬ গতে ৩।৫৮ মধ্যে। কালরাত্রি ১০।১৪ গতে ১১।৫১ মধ্যে। যাত্রা-নাই। শুভকর্ম-বিক্রয়বাণিজ্য ধান্যচ্ছেদন। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)-প্রতিপদের একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। অমৃতযোগ-দিবা ৭।৩৭ মধ্যে ও ১০।৪১ গতে ১২।৫৮ মধ্যে এবং রাত্রি ৬।২৪ গতে ৮।৫৪ মধ্যে ও ১১।২৫ গতে ২।৪৫ মধ্যে। মাহেন্দ্রযোগ-দিবা ৩।১৬ গতে ৪।৪৮ মধ্যে।

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

পর্ষদ ও সংসদের দুই নির্দেশিকায় বিভ্রান্তি

শিলিগুড়ি, ১ ফেব্রুয়ারি : পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ ও শিলিগুড়ি শিক্ষা জেলার প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদের তরফে জারি করা দুটো নির্দেশিকা ঘিরে বিভ্রান্তি ছড়িয়েছে শিক্ষক মহলে।

সোমবার থেকে শুরু হচ্ছে চলতি বছরের মাধ্যমিক পরীক্ষা। যেসব প্রতিষ্ঠানে একই প্রাঙ্গণে বা ভবনে প্রাথমিক কিংবা জুনিয়ার বেসিক স্কুলের পাশাপাশি মাধ্যমিক বা উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ক্লাস চলে এবং মাধ্যমিকের পরীক্ষাকেন্দ্র পড়েছে, সেখানে ক্লাস সাসপেন্ড রাখার নির্দেশ পর্ষদের তরফে দেওয়া হয়েছে। শিক্ষা জেলার প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদের নির্দেশিকা অনুযায়ী, স্কুলগুলো বন্ধ রাখতে হবে।

পর্ষদ ও সংসদের এই দুই ধরনের নির্দেশিকা নিয়েই বিভ্রান্ত হচ্ছেন শিক্ষকরা। শিক্ষকদের তরফে জানানো হয়েছে, পর্ষদের নির্দেশে বলা হয়েছে, ক্লাস সাসপেন্ড রাখতে। কিন্তু সংসদের তরফে দেওয়া নির্দেশিকায় বলা হয়েছে, স্কুল বন্ধ। ক্লাস সাসপেন্ড থাকলে পড়ুয়াদের স্কুলে আসতে না হলেও শিক্ষকদের আসতে হবে। কিন্তু স্কুল বন্ধ থাকলে কাউকেই আসতে হবে না। এ বিষয়ে শিলিগুড়ি নেতাজি বয়েজ প্রাথমিকের টিচার ইনচার্জ কাঞ্চন দাস বলেন, 'পর্ষদের নির্দেশিকা আমি দেখেছি। তবে আমাদের সংসদের দেওয়া নির্দেশিকা ফলো করতে হয়। তাই স্কুল বন্ধ থাকবে।'

শিলিগুড়ি শিক্ষা জেলার প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদের চেয়ারম্যান দিলীপ রায় বলেন, 'মাধ্যমিক পরীক্ষা সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য একই প্রাঙ্গণে থাকা প্রাথমিক স্কুলগুলো বন্ধ রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এখানে শিক্ষকদের বিভ্রান্তির কোনও কারণ নেই।' এবিটিএ-র দার্জিলিং জেলা সম্পাদক বিদ্যুৎ রাজগুরু বলেন, 'সাধারণত পর্ষদের দেওয়া নোটিশ সংসদের তরফে স্কুলের প্রধানদের কাছে ফরওয়ার্ড করা হয়। এক্ষেত্রে হয়তো কিছুটা ভুল বোঝাবুঝি হয়েছে।' পশ্চিমবঙ্গ তৃণমূল প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির দার্জিলিং (সমতল) জেলা সভাপতি তথা নেতাজি জিএসএফপি স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা অবর্ণা দাস দত্ত বলেন, 'স্কুল বন্ধ থাকলেও আমরা ঠিক করেছি, যদি পোর্টালের কোনও কাজ করতে হয়, তাহলে বিকেল তিনটের পরে গিয়ে করব।' যদিও এ ব্যাপারে রবিবার সন্ধ্যা ছয়টা ও সাড়ে ছয়টায় জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক (প্রাথমিক) তরুণকুমার সরকারকে ফোন করা হলেও সাড়া পাওয়া যায়নি।

জেল হেপাজত

ফাঁসিদেওয়া, ১ ফেব্রুয়ারি : বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে এক নাবালিকাকে ধর্ষণের অভিযোগে ধৃত তরুণকে ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দিল শিলিগুড়ি মহকুমা আদালত। ফাঁসিদেওয়া ব্লকের চটহাট বাঁশগাও গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় ১৭ বছরের এক নাবালিকাকে বিয়ের প্রলোভন দিয়ে একাধিকবার শারীরিক সম্পর্ক স্থাপন করার অভিযোগ ওঠে এলাকারই এক তরুণের বিরুদ্ধে। নাবালিকার পরিবারের দায়ের করা অভিযোগের ভিত্তিতে শনিবার ফাঁসিদেওয়া থানার পুলিশ অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করে। ধৃতের বিরুদ্ধে পকসো আইনে মামলা করা হয়। রবিবার অভিযুক্তকে জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন বিচারক।

দুর্ঘটনায় জখম

চাকুলিয়া, ১ ফেব্রুয়ারি : রোগীকে হাসপাতালে ভর্তি করাতে এসে বাইকের ধাক্কায় গুরুতর জখম হলেন মহম্মদ লোকমান আলি (৬৫) নামে এক বৃদ্ধ। রবিবার সন্ধ্যায় চাকুলিয়া থানার মিলনপাড়া এলাকায় দুর্ঘটনাটি ঘটে। তিনি গোয়ালপোখরের বনবাড়ির বাসিন্দা।

বিপাকে পড়তে হবে না হাতের লেখায়

ই-প্রেসক্রিপশন চালুর উদ্যোগ

নিতাই সাহা

শিলিগুড়ি, ১ ফেব্রুয়ারি : ডাক্তার দেখিয়ে প্রেসক্রিপশন মেলে ঠিকই, কিন্তু তাতে চিকিৎসকের হাতে লেখা ওষুধের নাম বা সেই ওষুধ খাওয়ার নির্দেশ অনেক সময়েই বুঝতে পারেন না রোগী বা তাঁর আত্মীয়রা। চিকিৎসকদের হাতে লেখা প্রেসক্রিপশন পড়তে গিয়ে কখনো-কখনো কালঘাম ছুটে যায় ফার্মাসিস্টদেরও। এই পরিস্থিতি থেকে রেহাই দিতে এবার ই-প্রেসক্রিপশন পদ্ধতি চালু করতে চলেছে শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতাল। এ বিষয়ে হাসপাতাল সুপার চন্দন ঘোষ বলেন, 'ই-প্রেসক্রিপশন পদ্ধতি চালু করার ক্ষেত্রে ইতিমধ্যে প্রায় ৫০ শতাংশ কাজ শেষ হয়ে গিয়েছে।'

রাজ্য স্বাস্থ্য দপ্তরের নিয়ম মেনেই হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ ই-প্রেসক্রিপশন পদ্ধতি চালু করার ক্ষেত্রে ইতিবাচক পদক্ষেপ করেছে। প্রায় এক বছরের চেষ্টায় সেই কাজ অনেকটা এগিয়েছে। ইতিমধ্যে সফল ট্রায়াল রানও সম্পন্ন হয়েছে। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের দাবি, বাকি কাজও শীঘ্রই সম্পন্ন হবে। ই-প্রেসক্রিপশন পদ্ধতি চালু করার ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষ ইতিমধ্যে রাজ্য স্বাস্থ্য দপ্তরের কাছে প্রয়োজনীয় কম্পিউটার চেয়ে পাঠিয়েছে। আধিকারিকদের দাবি, আগামী মাসদুয়েকের মধ্যে ১০টি কম্পিউটার এসে পৌঁছাবে। এরপরই পাকাপাকিভাবে ই-প্রেসক্রিপশন পদ্ধতি চালু করা সম্ভব হবে। প্রথম ধাপে ১২টির মধ্যে বাছাই করা কিছু বহির্বিভাগ সহ অন্তর্বিভাগে এই পদ্ধতি চালু করা হবে। পরবর্তী ধাপে বাকি বহির্বিভাগগুলিতেও ই-প্রেসক্রিপশন পদ্ধতি চালু করা হবে।

- ই-প্রেসক্রিপশন পদ্ধতি চালু করার ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষ ইতিমধ্যে রাজ্য স্বাস্থ্য দপ্তরের কাছে কম্পিউটার চেয়ে পাঠিয়েছে
- আধিকারিকদের দাবি, আগামী মাসদুয়েকের মধ্যে ১০টি কম্পিউটার এসে পৌঁছাবে
- তারপরই পাকাপাকিভাবে ই-প্রেসক্রিপশন পদ্ধতি চালু করা সম্ভব হবে

এ বিষয়ে ডাবগ্রামের বাসিন্দা ভজন ভাট্টাচার্য বলছেন, 'এটা ঠিকই যে আমরা চিকিৎসকদের হাতের লেখা বুঝতে পারি না। এক্ষেত্রে শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ যে উদ্যোগ নিতে চলেছে, তা সাধুবাদযোগ্য।'

এদিকে, দক্ষিণ ভারতনগরের বাসিন্দা স্বপন শীলের কথায়, 'নিঃসন্দেহে খুব ভালো পদক্ষেপ। কারণ, চিকিৎসকদের হাতের লেখা বোঝা সকলের পক্ষে সম্ভব হয় না। তবে, এই পদ্ধতি শুধুমাত্র জেলা হাসপাতাল নয়, উত্তরবঙ্গ মেডিকেলেও চালু হওয়া প্রয়োজন। তাতে আখেরে সাধারণ মানুষ উপকৃত হবেন।'

প্রাথমিকভাবে জানা গিয়েছে, ই-প্রেসক্রিপশন পদ্ধতি চালু হলে টিকিট কাউন্টার থেকে রোগীদের শুধুমাত্র টোকেন দেওয়া হবে। সেই টোকেন নম্বর ধরে কম্পিউটারে রোগীর জন্য প্রয়োজনীয় শারীরিক পরীক্ষা এবং ওষুধ লেখা হবে। হয় চিকিৎসকই তা লিখবেন কিংবা আলাদাভাবে কর্মী নিয়োগ করা হতে পারে এই কাজের জন্য। পরবর্তীতে রোগী কিংবা তাঁর পরিজনরা টোকেনটি দেখিয়ে হাসপাতালের ফার্মাসি থেকে প্রয়োজনীয় ওষুধ সংগ্রহ করতে পারবেন। সেখান থেকেই হাতে পাবেন ই-প্রেসক্রিপশনটি।

শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের দাবি, প্রতিদিন গড়ে দেড় হাজার রোগীর আনাগোনা হয়। এই পরিস্থিতিতে কর্তব্যরত চিকিৎসকদের হাতে লেখার গুণমান অনেকটাই তলানিতে পৌঁছে যায়। কর্তৃপক্ষের দাবি, ই-প্রেসক্রিপশন পদ্ধতি চালু হলে এই সংক্রান্ত আর কোনও সমস্যাই থাকবে না। এ বিষয়ে হাসপাতাল সুপার চন্দন ঘোষ বলেন, 'ই-প্রেসক্রিপশন নিয়ে স্বাস্থ্য ভবনের তরফে নির্দিষ্ট গাইডলাইন রয়েছে। শীঘ্রই প্রয়োজনীয় কম্পিউটার এসে পৌঁছাবে।'

মাল্লাবাড়িতে ধিমাল নৃত্যশিল্পীদের অনুষ্ঠান। রবিবার।

ধিমাল ডান্স ফেস্টিভাল

নকশালবাড়ি, ১ ফেব্রুয়ারি : তিনদিন ধরে চলল ধিমাল ডান্স ফেস্টিভাল। গত ৩০ জানুয়ারি শুরু হওয়া এই ডান্স ফেস্টিভালের শেষ দিন ছিল রবিবার। নকশালবাড়ি ব্লকের মণিরাম গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত ভারত-নেপাল সীমান্তের মাল্লাবাড়িতে এই ডান্স ফেস্টিভালের আয়োজন করা হয়। এলাকার ধিমাল জনগোষ্ঠীর বাসিন্দারা এই ফেস্টিভালের আয়োজন করেন।

শনিবার প্রথম দিন রক্তদান শিবির এবং চোখ পরীক্ষা শিবিরের আয়োজন করা হয়। শিবিরে এলাকার ১৬ জন ধিমাল জনজাতির বাসিন্দা রক্তদান করেন। রবিবার ডান্স ফেস্টিভালের মূল আকর্ষণ ছিল ফিশিং ডান্স। ৪০ জন ধিমাল তরুণ এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেন। মেচি নদীর তীরে গানের সুরে নৃত্যের মাধ্যমে এই ফিশিং ডান্স তুলে ধরেন ধিমাল তরুণ-তরুণীরা।

ধিমালদের নিজস্ব ভাষা, পোশাক এবং সংস্কৃতিকে বিশ্বের দরবারে পরিচিত করতে প্রতি বছর ধিমাল নৃত্য উৎসবের আয়োজন করা হয়। মূলত দার্জিলিং জেলার নকশালবাড়ি ও খড়িবাড়ি ব্লকের ধিমাল অধ্যুষিত গ্রামগুলোতে এই উৎসবের আমেজ দেখা যায়। স্থানীয় ধিমাল জনজাতির প্রধান গর্জন মল্লিক বলেন, 'আধুনিকতার ভিড়ে আমাদের নিজস্ব লোকনৃত্য এবং গান হারিয়ে যাওয়ার পথে। আমরা দীর্ঘদিন ধরেই সরকারের কাছে আমাদের সংস্কৃতি সংরক্ষণের দাবি তুলছি। কিন্তু আমাদের দাবি কেউই পূরণ করেনি। তাই আমরা এই ফেস্টিভালের মাধ্যমে নিজেদের দাবি তুলে ধরেছি। পাশাপাশি নতুন প্রজন্মের কাছে ধিমাল সংস্কৃতিকে পৌঁছে দিতে চাইছি। ধিমাল ভাষা ও বাদ্যযন্ত্রের চর্চা বজায় রাখাও এই ফেস্টিভালের লক্ষ্য।'

কার্নিভাল

শিলিগুড়ি, ১ ফেব্রুয়ারি : তিনদিনের বেঙ্গল হিমালয়ান কার্নিভালে গ্রামীণ পর্যটন ও অফবিট লোকেশনকে তুলে ধরা হল। ৩০ জানুয়ারি চালসাতে এই কার্নিভালের সূচনা হয়। ৩১ জানুয়ারি কাফেরগাঁওতে কার্নিভাল অনুষ্ঠিত হয়। রবিবার সিটিংয়ের হয় সমাপ্তি অনুষ্ঠান। কার্নিভালে যোগ দিতে দেশের বিভিন্ন প্রান্তের ট্যুর অপারেটররা আসেন। তাঁরা স্থানীয় সংস্কৃতি ও অফবিট পর্যটনকেন্দ্রগুলি ঘুরে দেখেন।

ষষ্ঠতম এই কার্নিভালের মূল উদ্দেশ্য ছিল উত্তরবঙ্গের পর্যটনের পরিকাঠামো শক্তিশালী করার পাশাপাশি স্থানীয় সংস্কৃতি সঙ্গে দেশ-বিদেশের পর্যটকদের পরিচয় করিয়ে দেওয়া। এছাড়াও ডুয়ার্স ও পাহাড়ের পর্যটনকেন্দ্রগুলিকে তুলে ধরে স্থানীয় তরুণদের হোমস্টে ব্যবসায় উৎসাহিত করা। রবিবারে কার্নিভালে উপস্থিত ছিলেন গোর্খা টেরিটোরিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (জিটিএ) চেয়ারম্যান অনীত থাপা, পর্যটন দপ্তরের জয়েন্ট ডিরেক্টর জ্যোতি ঘোষ সহ অন্যরা।

নদীর পাড়ে দলুয়ামেলা

চোপড়া, ১ ফেব্রুয়ারি : মাঘীপূর্ণিমাকে ঘিরে রবিবার জমে উঠল চোপড়া ব্লকের শতাব্দীপ্রাচীন দলুয়ামেলা। ডোক নদীর পাড়ে রয়েছে দলুয়া শিব মন্দির। আর মন্দিরের পাশেই বিস্তীর্ণ মাঠজুড়ে মেলা বসে। নদীতে স্নান সেরে মন্দির দর্শনের পর এই মেলায় দই, চিঁড়ে খাওয়ার রেওয়াজ রয়েছে। দিনভর দই, চিঁড়ের দোকানে ভিড় দেখা যায়। জয়দীপ দাস নামে এক প্রবীণ দর্শনার্থী বলেন, 'এখানে দই, চিঁড়ে খাওয়ার রেওয়াজ বহু পুরোনো।'

এই মেলার বিশেষত্ব হল, এখানে নানারকমের মাছ পাওয়া যায়। স্থানীয় ও বাইরের ব্যবসায়ীরা নানা ধরনের মাছ নিয়ে আসেন। রুই, কাতলা, ভেটকি থেকে শুরু করে চিতল বা বাঘা আড় কী নেই মেলায়। নদীর চরের অনেকটা জায়গাজুড়ে বসেছে মাছের বাজার। সেখানে ক্রেতাদের উপচে পড়া ভিড় লক্ষ করা যায়।

এদিকে, মেলা ঘিরে রাস্তায় যানজট এড়াতে এবার জাতীয় সড়কের আশপাশে পার্কিং জোন করা হয়। মন্দির ও মেলা পর্যন্ত পৌঁছানোর প্রায় দুই কিলোমিটার আগেই রাস্তায় বাইক, টোটো বা ছোট গাড়ি ঢুকতে দেওয়া হয়নি। চারদিক দিয়ে মানুষের আসা-যাওয়ার লম্বা লাইন পড়ে যায়। নদীতে জল বেশি থাকায় অতিরিক্ত সতর্কতা অবলম্বন করা হয়। এবারও মন্দিরের পেছনে নদীতে অস্থায়ী একটি বাঁশের সাঁকো বানানো হয়। অন্যদিকে, মেলা ঘিরে কড়া পুলিশি নিরাপত্তা ছিল। দিনভর চোপড়া থানার আইসি সুরজ থাপা, ডিএসপি রাহুল বর্মন মেলা চত্বরে উপস্থিত থেকে নজরদারি চালিয়েছেন। বিকালে মেলা পরিদর্শনে আসেন ইসলামপুর পুলিশ জেলার সুপার।

ইনটাকের প্রস্তুতি সভা

ইসলামপুর, ১ ফেব্রুয়ারি : ধর্মঘটের প্রস্তুতি সভা করল কংগ্রেসের শ্রমিক সংগঠন ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস (আইএনটিইউসি)। রবিবার দুপুরে ইসমাইল চকে সংগঠনের অফিসে নেতা-কর্মীরা বৈঠক করে বেশ কিছু সিদ্ধান্ত নেন। সংগঠনের উত্তর দিনাজপুর জেলা কমিটির সহ সভাপতি কামরুল আলম, আইএনটিইউসি'র ইসলামপুর ব্লক সভাপতি নাজিম শরিফ সহ অন্য নেতারা উপস্থিত ছিলেন। কামরুল বলেন, 'দেশে শ্রমিকদের অবস্থা ভালো নেই। চাষি উৎপাদিত ফসলের ন্যায্যমূল্য পাচ্ছেন না। ১০০ দিনের কাজের গ্যারান্টি ছিল, সেই কাজও নেই। এসবের প্রতিবাদে ১২ ফেব্রুয়ারি দেশব্যাপী শিল্প ধর্মঘটের ডাক দিয়েছে বিভিন্ন শ্রমিক সংগঠন। আমরাও সেই ধর্মঘটে আছি। আজ প্রস্তুতি সভা করা হয়।'

গ্রামবাসীর ভোটে জিতেছেন। কিন্তু সেই গ্রামবাসীরই অভিযোগ, এখন পঞ্চায়েতের কাজে দেখা পাওয়া যায় না তাঁর।

নামেই নেত্রী

পঞ্চায়েত সদস্যকে চেনেনই না গ্রামবাসী

সাগর বাগচী

শিলিগুড়ি, ১ ফেব্রুয়ারি : স্ত্রী গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য। তবে গ্রামের কোনও সমস্যা নিয়ে এলাকাবাসীকে ছুটতে হয় পঞ্চায়েত সদস্যর স্বামীর কাছে। আর এ নিয়েই ফুলবাড়ি ১ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের নাওয়াপাড়ার বাসিন্দাদের মধ্যে ক্ষোভ জমতে শুরু করেছে। এ বিষয়ে বিজেপির পঞ্চায়েত সদস্যর বিরুদ্ধে তোপ দেগেছে তৃণমূল। যদিও তাঁর কাজ স্বামী করে দেওয়া নিয়ে আপত্তির কিছু দেখছেন না পঞ্চায়েত সদস্য স্বপ্না সিংহ রায়। তিনি বলছেন, 'গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্যের কাজ আমি করি বা আমার স্বামী করুন, তা একই ব্যাপার।'

গ্রামবাসীর ভোটে নির্বাচিত হয়েছেন। তবে ফুলবাড়ি ১ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের নাওয়াপাড়ার গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য স্বপ্না সিংহ রায়কে কোনও কাজেই পাওয়া যায় না বলে অভিযোগ স্থানীয়দের। গ্রামবাসীর একাংশের দাবি, কোথাও কোনও ঘটনা ঘটলে সেখানে স্বপ্নার স্বামী তথা স্থানীয় বিজেপি নেতা অমল রায়ই পৌঁছে যান। সমস্যার সমাধান কীভাবে হবে, তাও স্বপ্নার বদলে ঠিক করে দেন অমল। স্বপ্না সংসার আর বাড়ি নিয়ে দিনভর ব্যস্ত থাকেন। অবশ্য স্বপ্নার সাফাই, 'গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্যের হাতে তেমন বড় কোনও ক্ষমতা নেই। সেখানে গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্যের কাজ আমি করি বা আমার স্বামী করুন, তা একই ব্যাপার।'

মহিলা সদস্যের এমন যুক্তিতে অবশ্য বিরোধীরা ক্ষুব্ধ। পঞ্চায়েতের কাজ যখন করবেনই না, তখন কেন স্বপ্না সিংহ রায় নির্বাচনে দাঁড়িয়েছিলেন, সেই প্রশ্ন তুলতে শুরু করেছেন স্থানীয় বাসিন্দাদের অনেকেই। এলাকার বাসিন্দা তৃষা রায়ের কথায়, 'এলাকায় কখনও পঞ্চায়েত সদস্যকে দেখি না। কোথায় রাস্তা বা নর্দমা হবে, তা পঞ্চায়েত সদস্যর স্বামী অমলই ঠিক করে দেন।' অমিত বর্মন নামে আরেক গ্রামবাসী বলছেন, 'যাঁকে মানুষ ভোট দিয়ে জিতিয়েছেন, তাঁকেই মানুষ দেখতে চাইবেন। কিন্তু এখানে উলটোটা হচ্ছে। মহিলা পঞ্চায়েত সদস্য তাঁর স্বামীকে যেন সব ক্ষমতা দিয়ে রেখেছেন। ওই ব্যক্তি নিজের পছন্দমতো সব কাজ করছেন।'

এদিকে, বিজেপির পঞ্চায়েত সদস্যকে কটাক্ষ করতে ছাড়ছে না তৃণমূল। এ বিষয়ে ফুলবাড়ি ১ নম্বর অঞ্চল তৃণমূল সভাপতি সঞ্জয় বিশ্বাস বলছেন, 'গ্রামের লোক স্বপ্না সিংহ রায়কে চেনেনই না। সবাই অমল রায়কে গ্রাম পঞ্চায়েত প্রতিনিধি হিসাবে জানেন। সেই কারণে গ্রামের বাসিন্দারা ঠিকমতো পরিষেবাও পাচ্ছেন না। এলাকার বাসিন্দারা আমাদের কাছে তা নিয়ে মাঝেমধ্যেই অভিযোগ জানাচ্ছেন। বিজেপিকে ভোট দেওয়া যে ঠিক হয়নি, তা এখন এলাকার মানুষ ভালোমতোই বুঝতে পারছেন।'

স্বপ্না সিংহ রায়।

অন্যদিকে স্ত্রীর বদলে যে তিনিই পঞ্চায়েতের সব কাজ করছেন, তা অবশ্য অমল রায় মেনে নিয়েছেন। তিনি স্পষ্ট বলেন, 'দুই ছেলে ছোট, তাই স্ত্রী সংসার সামলান। তাছাড়া, অসুস্থতার কারণে স্ত্রী সবসময় বের হতে পারেন না। আমি তাঁর কাজ দেখে দিই। তবে স্ত্রীও এলাকায় মাঝেমধ্যে ঘোরেন। বিরোধীদের অভিযোগ সঠিক নয়।'

বাজেয়াপ্ত গাড়ি রাখতে জায়গার আশ্বাস মেয়রের

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ১ ফেব্রুয়ারি : ভক্তিনগর থানা ও ট্রাফিক গার্ডের বাজেয়াপ্ত করা গাড়ি রাখার জন্য পৃথক জায়গার ব্যবস্থা করে দেওয়ার আশ্বাস দিলেন মেয়র গৌতম দেব। চিলারায়ের মূর্তির শিল্যানাস অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে শনিবার পুলিশের বাধার মুখে পড়েছিলেন পুরকর্মীরা। যদিও পরে দু'পক্ষের দীর্ঘ আলোচনার মধ্যে দিয়ে সমস্যার জট কাটে। রবিবার শিল্যানাস অনুষ্ঠানে ওই প্রসঙ্গ তুলে গৌতম বলেন, 'শনিবার একটা সমস্যা তৈরি হয়েছিল। আমার সঙ্গে পুলিশ কমিশনার সি সুধাকরের একাধিকবার কথা হয়। পুলিশ কমিশনার সহযোগিতা করেন এই জায়গার ক্ষেত্রে। তাদের জায়গার অভাব রয়েছে। আমরা দেখব, এই এলাকায় পুরনিগমের কোনও জায়গা রয়েছে কি না। অন্যথায় ইন্দিরা ময়দানের ওখানে আমরা জায়গা করে দেব, যাতে ভক্তিনগর পুলিশ সেখানে বাজেয়াপ্ত করা গাড়ি, মোটরবাইক রাখতে পারে।'

পুলিশ প্রথম থেকেই দাবি করেছিল, জায়গাটা তাদের। প্রশ্ন উঠছে, তাহলে সত্যিই কি জায়গাটা তাদের ছিল। অনুমতি না নেওয়ার কারণেই কি শনিবার দিনভর ধরে নাটক চলল? গৌতম অবশ্য শনিবার বলেছিলেন, 'জায়গাটা পুরনিগমেরও নয়, পুলিশেরও নয়।' তবে জায়গাটা কোন দপ্তরের, সেটা তিনি উহ্যই রেখে দিয়েছিলেন। এদিনের শিলান্যাস অনুষ্ঠানে নিজের বক্তব্যে রাজবংশী সম্প্রদায়ের মানুষের মন জয় করার চেষ্টার পাশাপাশি বিজেপিকে খোঁচা দেওয়ার চেষ্টাও করেছেন মেয়র। তিনি বলেন, 'আমরা যে কথা দিই, তা রাখি। কেন্দ্রীয় সরকার তো মূর্তি তৈরির টাকাতেও জিএসটি ছাড়ে না। বিশিষ্ট ভাস্কর গৌতম পালকে দিয়ে আমরা ফাইবার গ্লাসের এই মূর্তি তৈরি করছি। ঘোড়ার ওপর চিলারায় বসে রয়েছেন, এমন মূর্তি বানানো হচ্ছে। খরচ হচ্ছে, ২৩ লক্ষ ৪৫ হাজার ১৮৬ টাকা।' মূর্তির দুইপাশে বাংলা ও কামতাপুরি ভাষায় চিলারায়ের জীবনী লেখা থাকবে বলেও গৌতম জানান।

বক্তব্য রাখছেন মেয়র গৌতম দেব।

এয়ারভিউ মোড়ে ব্রোঞ্জের রবীন্দ্রমূর্তি বসবে বলেও জানান।

এদিনের অনুষ্ঠানে মাটিগাড়া পঞ্চায়েত সমিতির বিরোধী দলনেতা বিজেপির মানবেন্দ্র সিনহাও উপস্থিত ছিলেন। পুরনিগমের বিরোধী দলনেতা বিজেপির অমিত জৈন বলেন, 'মহানায়ক চিলারায়ের মূর্তি বসবে, এই সিদ্ধান্তকে স্বাগত। তবে এই চার বছরে কী এমন বড় বড় কাজ করেছেন মেয়র, যে তিনি অনেক কাজ করেছি বলে দাবি করেন? বর্ধমান রোডের ফ্লাইওভারই যার সবচেয়ে বড় উদাহরণ।' অনুষ্ঠান থেকেই মেয়র পারিষদ শোভা সুব্বা বলেন, 'পুরনিগম কী কী কাজ করেছে, সমস্তটাই রিপোর্ট কার্ড আকারে বের করা হবে।'

কালভার্ট নির্মাণ শুরু

চাকুলিয়া, ১ ফেব্রুয়ারি : দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর রবিবার চাকুলিয়ার বালিগোড়া এলাকায় বক্স কালভার্ট নির্মাণের কাজ শুরু হল। ২০১৭ সালে বন্যায় এই কালভার্টের একাংশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তারপর একাধিকবার দাবি জানানো হলেও দীর্ঘ আট বছরে সংস্কারের কোনও উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। ফলে ভাঙা কালভার্টের ওপর দিয়ে যাতায়াত করতে হত পড়ুয়া সহ স্থানীয়দের।

স্থানীয় রহিম উদ্দিন বলেন, 'নতুন কালভার্ট হলে বর্ষায় আর ভয় থাকবে না। দ্রুত কাজ শেষ হোক, এটাই চাই।' আরেক বাসিন্দা সুমিত্রা দেবী জানালেন, ছেলেমেয়েরা কালভার্ট হলে নিরাপদে স্কুলে যাতায়াত করতে পারবে। কাজ শুরু হওয়া নিয়ে চাকুলিয়া গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান বিবি তাজকেরা খাতুনের বক্তব্য, 'কয়েক দশক আগে হিউমপাইপ বসিয়ে কালভার্টের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। সেটি ২০১৭ সালে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। পরে গ্রাম পঞ্চায়েতের উদ্যোগে কোনওক্রমে যাতায়াতের ব্যবস্থা করা হয়। তবে প্রতি বছর বর্ষার সময় সমস্যা বাড়ছিল। বিষয়টি উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানানো হয়। পরে উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তর থেকে বক্স কালভার্ট নির্মাণের জন্য প্রায় ৫০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়।'

নাবালক উদ্ধার

শিলিগুড়ি, ১ ফেব্রুয়ারি : ২৪ জানুয়ারি থেকে টানা পাঁচদিন ফালাকাটা, লামডিং, কামাখ্যা সহ একাধিক রেলওয়ে স্টেশনে অভিযান চালিয়ে ৮ জন নাবালক সহ ১২ জন যাত্রীকে উদ্ধার করল আরপিএফ। উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে সূত্রে খবর, উদ্ধার হওয়া নাবালকদের কেউ অসহায় আবার কেউ বাড়ি থেকে পালিয়ে এসেছিল। তাদের চাইল্ডলাইন ইউনিট ও স্বীকৃত চাইল্ড কেয়ার অর্গানাইজেশনে পাঠানো হয়েছে। প্রাপ্তবয়স্কদের স্থানীয় পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে।

বাজেটে বরাদ্দে খুশি উত্তরের ক্রিয়েটররা

ক্রিয়েটরদের আক্ষেপ, যখন তাঁরা কাজ শুরু করেছিলেন, তখন শেখানোর কেউ ছিল না। তাঁরা শিখেছেন কাজ করতে করতে। তবে বর্তমান প্রজন্মের যারা কনটেন্ট ক্রিয়েশনের দুনিয়ায় পা রাখতে চায়, তাদের মধ্যে সেই আক্ষেপ হয়তো থাকবে না। কারণ স্কুল-কলেজের 'সিলেবাসে' জায়গা করে নিতে চলেছে কনটেন্ট ক্রিয়েশনও।

প্রিয়দর্শিনী বিশ্বাস

শিলিগুড়ি, ১ ফেব্রুয়ারি : ফুড ব্লগিংয়ের দৌলতে প্রীতি সিং এখন গোটা উত্তরবঙ্গেই জনপ্রিয়। 'টেস্ট অফ শিলিগুড়ি' পেজের মাধ্যমে তিনি আজ ঘরে ঘরে পরিচিত। প্রায় ৪ লক্ষ ২৫ হাজার ফলোয়ার রয়েছে তাঁর। সেই প্রীতির একটাই আক্ষেপ, তাঁরা যখন কাজ শুরু করেছিলেন, তখন শেখানোর কেউ ছিল না।

তাঁরা শিখেছেন কাজ করতে করতে। তবে বর্তমান প্রজন্মের যারা কনটেন্ট ক্রিয়েশনের দুনিয়ায় পা রাখতে চায়, তাদের মধ্যে সেই আক্ষেপ হয়তো থাকবে না। কারণ এখন শুধু ইতিহাস বা ভূগোলের পাঠ নয়, স্কুল-কলেজের 'সিলেবাসে' জায়গা করে নিতে চলেছে কনটেন্ট ক্রিয়েশনও।

রবিবারের কেন্দ্রীয় বাজেটে এমনই এক চমকপ্রদ ঘোষণা করলেন অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন। দেশের ১৫ হাজার স্কুল এবং ৫০০টি কলেজে তৈরি হবে বিশেষ 'কনটেন্ট ক্রিয়েটর ল্যাব'। মূলত অ্যানিমেশন, ভিজুয়াল এফেক্টস, গেমিং এবং কমিকস সেক্টরকে চাঙ্গা করতেই এই উদ্যোগ।

কেন্দ্রের এই সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়েছেন উত্তরবঙ্গের নামী কনটেন্ট ক্রিয়েটররা। সোশ্যাল মিডিয়ায় জনপ্রিয় মুখ 'মাউন্টেন গার্ল' সুবর্ণা মজুমদার। সোশ্যাল মিডিয়ায় তিনটে প্ল্যাটফর্ম মিলিয়ে বর্তমানে মাউন্টেন গার্ল সুবর্ণার অনুগামী রয়েছেন ৬ লক্ষ ৫ হাজারের কিছু বেশি। পেশায় শিক্ষিকা সুবর্ণা বলেন, 'সবাই যে পড়াশোনাতেই ভালো হবে, তার কোনও মানে নেই। এখন সবাই স্মার্টফোন চালাতে পারে। এই উদ্যোগ সফল হলে ফোন দেখা শুধু সময়ের অপচয় হবে না, বরং উপার্জনের মাধ্যম হয়ে উঠবে। গত বছর প্রধানমন্ত্রী নিজেই ক্রিয়েটরদের পুরস্কৃত করেছিলেন। সরকারের এই ভাবনা আমার ভীষণ ভালো লাগছে।'

প্রীতি যেমন বলছিলেন, 'আমরাও এই সুবিধা প্রথম থেকে পেলে আরও ভালো হত। এখন সবাই ডাক্তার-ইঞ্জিনিয়ার হতে চায় না। কেউ ঘুরতে বা খেতে ভালোবাসলে সেটা নিয়েও ভালো কনটেন্ট তৈরি করে আয় করা সম্ভব।'

জনপ্রিয় আরজে প্রিয়াংকাও এই উদ্যোগের প্রশংসায় পঞ্চমুখ। সমস্ত সমাজমাধ্যম মিলিয়ে ৫ মিলিয়ন ফলোয়ার্স থাকা এই ক্রিয়েটর বলেন, 'সবাই এখন আর চাকরি করতে চায় না। আমি নিজেও চাকরি ছেড়ে এখন পুরোপুরি কনটেন্ট ক্রিয়েশনে মন দিয়েছি। এটাকে যদি স্কুল-কলেজে একটা বিষয়ের মতো পড়ানো হয়, তবে তা দারুণ একটি ব্যাপার হবে।'

প্রায় ১৫ মিলিয়ন ফলোয়ার রয়েছে কোচবিহারের উজ্জ্বল বর্মনের। কনটেন্ট ক্রিয়েটরদের জগতে তিনি এক উজ্জ্বল নাম তো বটেই। সেই উজ্জ্বল আবার তুলে ধরলেন একটা অন্য দিকের কথা। তিনি মনে করেন, এতে বেকারত্ব কমবে। বলেন, 'বেকারত্বের জ্বালায় অনেকে ভুল সিদ্ধান্ত নেয়। এখন তাদের কাছে কনটেন্ট ক্রিয়েটিং একটা বড় বিকল্প হবে। ল্যাব চালু হলে সেখানেও শেখানোর জন্য লোক লাগবে। সরকার যে এত দ্রুত ক্রিয়েটরদের নিয়ে ভাববে, সেটা ভাবিনি।' সরকারের এই লক্ষ্য ছাত্রছাত্রীদের শুধু দক্ষ করে তোলাই নয়, বরং প্রথম থেকেই ভালো ও মন্দ কনটেন্টের তফাত বুঝতে শেখানো। এর ফলে ভবিষ্যতে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সৃজনশীল ও দায়িত্বশীল কাজের সুযোগ বাড়বে বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা।

স্লোগানকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা আশিঘরে

তৃণমূলের মিছিল থেকে 'আক্রমণ'

সাগর বাগচী

শিলিগুড়ি, ১ ফেব্রুয়ারি : ভোটের আগেই তপ্ত হয়ে উঠল ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি বিধানসভা কেন্দ্র। জয় শ্রীরাম স্লোগানকে কেন্দ্র করে রবিবার বিকেলে দুই তরুণকে মারধরের অভিযোগ উঠল তৃণমূলের বিরুদ্ধে। এই অভিযোগ তুলে দোষীদের গ্রেপ্তারের দাবিতে পুলিশ ফাঁড়িতে ছুটে গেলেন স্থানীয় বিধায়ক বিজেপি নেত্রী শিখা চট্টোপাধ্যায়। এদিন এসআইআর-বিরোধী মিছিল বের করেছিল রাজ্যের শাসকদল তৃণমূল। অভিযোগ, আশিঘর মোড়ের কাছে ওই মিছিলকে উদ্দেশ্য করে মোটরবাইকে থাকা তিন তরুণ জয় শ্রীরাম স্লোগান দেন। যা মেনে নিতে না পারায় তৃণমূল কর্মী-সমর্থকরা রে-রে করে ওঠেন। একজন পালিয়ে যেতে পারলেও বাকি দুজন ধরা পড়ে যান। তাঁদের তৃণমূলের লোকজন বেধড়ক মারধর করে বলে অভিযোগ। মুহূর্তে এলাকায় উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। এলাকায় পুলিশ পৌঁছে ওই দুই তরুণকে উদ্ধার করে। তাঁদের চিকিৎসার জন্য শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। ঘটনাটি জানতে পেরেই আশিঘর ফাঁড়িতে হাজির হন ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি বিধায়ক বিজেপির শিখা। মারধরের ঘটনায় যুক্ত তৃণমূল নেতা-কর্মীদের গ্রেপ্তারির দাবি জানান তিনি। এই মিছিলে ছিলেন শিলিগুড়ির মেয়র দৌতম দেব, ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার।

শিখা বলেন, 'জয় শ্রীরাম বলাতে ওই তরুণদের মারধর করা হয়েছে। জয় শ্রীরাম বলার ক্ষেত্রে কেন তৃণমূলের এত অ্যালার্জি বুঝতে পারছি না। দোষীদের গ্রেপ্তারির দাবি জানাচ্ছি।' তৃণমূলের তরফে কোনও মারধর করা হয়নি বলে দাবি করে দলের ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি ব্লকের সভাপতি দিলীপ রায় বলেন, 'রাস্তার মহিলাদের দেখে কয়েকজন কটূক্তি করেছে। অভিযুক্তদের সাধারণ মানুষ পিটিয়েছে। এরসঙ্গে তৃণমূলের কোনও যোগ নেই।' ঘটনাপ্রসঙ্গে শিলিগুড়ি কমিশনারেটের ডিসিপি (পূর্ব) রাকেশ সিং বলেন, 'অভিযোগ পেলে গোটা বিষয়টি তদন্ত করে দেখা হবে।'

- বিধায়ক শিখা চট্টোপাধ্যায় নিখোঁজ, এনজেপি থানায় অভিযোগ দায়ের তৃণমূলের
- তৃণমূলের মিছিলকে উদ্দেশ্য করে জয় শ্রীরাম স্লোগান, বেধড়ক মার দুই তরুণকে
- দোষীদের গ্রেপ্তারের দাবিতে আশিঘর ফাঁড়িতে শিখা, অভিযোগ অস্বীকার তৃণমূলের

এসআইআর-এ হয়রান হচ্ছেন ভোটাররা কিন্তু খোঁজ নেই এলাকার বিধায়কের, এমন অভিযোগ তুলে এদিন দুপুরে এনজেপি থানায় ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ির বিধায়ক শিখার নামে নিখোঁজ ডায়েরি করে তৃণমূল। পাশাপাশি, একই অভিযোগে এদিন বিকালে ইস্টার্ন বাইপাস এলাকায় একটি মিছিল ও পথসভা করে রাজ্যের শাসকদল। মিছিলে অংশ নিয়েছিলেন শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেব, ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার সহ তৃণমূল নেতৃত্ব। শেষপর্যন্ত ওই মিছিলকে উদ্দেশ্য করে জয় শ্রীরাম স্লোগান দেওয়া এবং পালটা দুই তরুণকে মারধরের ঘটনায় তপ্ত হল স্থানীয় এলাকা। এদিনের ঘটনাকে কেন্দ্র করে নতুন করে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটতে পারে বলে আশঙ্কা করছেন স্থানীয়দের অনেকেই।

এদিন তাঁর সম্পর্কে নিখোঁজের অভিযোগ ও তৃণমূলের মিছিল প্রসঙ্গে শিখার বক্তব্য, 'তৃণমূল যখন থানায় গিয়েছে তখন আমি কোথায় ছিলাম, তা পুলিশ ওদের জানাক। এসআইআর-এর শুনানিকেন্দ্রে হইহট্টগোল করা কি রাজনৈতিক দলগুলির কাজ? তাছাড়া এসআইআর-এর শুনানিকেন্দ্রে যাওয়া না যাওয়ার ক্ষেত্রে আমার গণতান্ত্রিক অধিকার রয়েছে।' তাঁর অভিযোগ, 'এবারের নির্বাচনে তৃণমূল আবার হারবে। তাই রাজগঞ্জ থেকে লোক এনেছে।' মিছিলে রাজগঞ্জ ব্লকের তৃণমূল নেতা কৃষ্ণ দাসকেও থাকতে দেখা গিয়েছে। কৃষ্ণর সঙ্গে বেশকিছু সমর্থক মিছিলে এসেছিলেন, সেকথা অবশ্য স্বীকার করেছেন দিলীপ। যদিও দিলীপের দাবি, 'কিছু নেতা ও হাতেগোনা মানুষ ছাড়া মিছিলের সমস্ত মানুষ ডাবগ্রাম ও ফুলবাড়ির চারটি গ্রাম পঞ্চায়েতের। মিছিল দেখে বিজেপি ভয় পেয়েছে, তাই রাজনীতি করার জন্য মিথ্যার আশ্রয় নিচ্ছে।'

ট্রেলারের কেবিনে আটকে মৃত্যু চালকের

গ্যাস কাটার পেল না দমকলকেন্দ্র

শুভাশিস বসাক

ধূপগুড়ি, ১ ফেব্রুয়ারি : দুই ঘণ্টা ধরে গ্যাস কাটার আনতে পারল না দমকল কর্তৃপক্ষ। আর তার জেরেই দুর্ঘটনার পর কেবিনে আটকে মৃত্যু হল ট্রেলারচালকের। প্রশ্নের মুখে ধূপগুড়ি দমকল বিভাগের পরিকাঠামো। শনিবার গভীর রাতে ধূপগুড়ি ব্লকের জলঢাকার ময়নাতলিতে এই দুর্ঘটনাটি ঘটে। যা নিয়ে নিন্দার ঝড় উঠেছে বিভিন্ন মহলে। ঝুমুরের বাসিন্দা আব্দুল কায়েম এরশাদের কথায়, 'কেবিনে আটকে চালকের মৃত্যু মর্মান্তিক। তিনি ভুল লেনে গাড়ি নিয়ে যাওয়াই কাল হয়ে দাঁড়িয়েছে। তবে সড়কে সামনের দিক থেকে আসা গাড়ি চালকেরও খেয়াল রাখা উচিত ছিল।'

এবিষয়ে ধূপগুড়ি দমকলবাহিনীর আধিকারিক রিন্টু সরকার বিশেষ কিছু বলতে চাননি। তাঁর বক্তব্য, 'পরিকাঠামোগত উন্নয়নের জন্য ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানানো হয়েছে।' জলপাইগুড়ির ডেপুটি পুলিশ সুপার (ট্রাফিক) অরিন্দম পাল চৌধুরী জানালেন, প্রতিটি মৃত্যুই দুঃখজনক। তবে ভুল লেনে যাওয়ার জন্যেই দুর্ঘটনা ঘটেছে। বারবার সচেতন থাকার এবং সতর্কভাবে গাড়ি চালানোর পরামর্শ দিলেও অনেক চালকই তা মানেন না। যার ফলে দুর্ঘটনার মুখে পড়ছেন।'

স্থানীয় সূত্রে খবর, ঝুমুর এলাকায় রাতের খাবার খেয়ে শিলিগুড়ির দিকে রওনা হন ট্রেলারচালক। কিন্তু নিজের লেনে না গিয়ে ফোর লেনের ভুল রাস্তায় এগিয়ে যায় ট্রেলার। তখনই ময়নাতলি এলাকায় হিমঘরের সামনে মালদা থেকে আগরতলাগামী লরির সঙ্গে ট্রেলারটির মুখোমুখি সংঘর্ষ ঘটে। এরপরই ঝাড়খণ্ডের বাসিন্দা ট্রেলারচালক বিনয় কুমার (২৫) কেবিনে আটকে যান। খবর পেয়ে ধূপগুড়ি দমকলবাহিনী ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। কিন্তু উদ্ধারকাজে দমকলবাহিনী নিধিরাম সর্দারের ভূমিকা নেয়। কোনওরকম গ্যাস কাটার ছিল না। দমকলবাহিনী একপ্রকার নীরব দর্শক হয়েই পুরো ঘটনা দেখছিল। রাতেই খবর পেয়ে ধূপগুড়ি থানার পুলিশ ও ট্রাফিক গার্ডের আধিকারিকরা ঘটনাস্থলে পৌঁছান। কিন্তু দমকলের কাছে গ্যাস কাটার বা হাইড্রলিক কাটার না থাকায় অবাক হয়েছে পুলিশও।

শেষপর্যন্ত বেসরকারি সংস্থার ক্রেন আনিয়ে কেবিনে আটকে থাকা চালককে উদ্ধার করা হয়। পরপর দুটি ক্রেন দিয়ে সামনে এবং পেছনে ট্রেলারে লাগিয়ে কেবিন থেকে চালককে বের করা হয়েছে।

ধূপগুড়ির বাসিন্দাদের একাংশের বক্তব্য, দমকলবাহিনী জরুরি পরিষেবা দিলেও তাদের কাছে গ্যাস কাটার বা হাইড্রলিক কাটার আজ পর্যন্ত দেখেনি। এর আগে একইভাবে দুর্ঘটনার কবলে পড়ে ঠাকুরপাট এলাকায় কেবিনে আটকে চালকের মৃত্যু ঘটেছে। সেখানেও শুধুমাত্র বেসরকারি সংস্থার ক্রেনই ভরসা ছিল। মূলত ধূপগুড়ি দমকলবাহিনীর কাছে জরুরি পরিষেবা দেওয়া এবং আগুন নেভানোর জন্য তিনটি গাড়ি থাকলেও দুর্ঘটনা মোকাবিলার যন্ত্রাংশ নেই বললেই চলে। স্থানীয় বাসিন্দা সুজন ভট্ট বললেন, 'চাকা ফাটার বিকট শব্দ শুনে বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসি। তখনই দুই গাড়ির মুখোমুখি সংঘর্ষ ঘটেছে দেখতে পাই। কেবিনে চালক আটকে ছিল। ভুল লেনে গাড়ি এগিয়ে আনার কারণেই মুখোমুখি সংঘর্ষ ঘটেছে।' তাঁর আরও সংযোজন, ধূপগুড়ি দমকলবাহিনীর পরিকাঠামো অবিলম্বে উন্নীতকরণ প্রয়োজন।

- ময়নাতলির হিমঘরের সামনে মালদা থেকে আগরতলাগামী লরির সঙ্গে শিলিগুড়িগামী ট্রেলারের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়
- ধূপগুড়ি দমকলবাহিনীর কাছে গ্যাস কাটার না থাকায় বেসরকারি সংস্থার ক্রেন এনে আটকে থাকা চালককে উদ্ধার করা হয়

প্রাপ্তি শুধু হাইস্পিড করিডর

চক্ররেলের দাবি উপেক্ষিত, পর্যটনও

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ১ ফেব্রুয়ারি : বিধানসভা ভোটের আগে কেন্দ্রীয় বাজেটে উত্তরবঙ্গের শিলিগুড়ি থেকে বারাণসী পর্যন্ত হাইস্পিড রেলওয়ে করিডর ঘোষণার সিদ্ধান্ত ঘিরে মিশ্র প্রতিক্রিয়া তৈরি হয়েছে। বিজেপি এই বাজেটকে ঐতিহাসিক বলে ব্যাখ্যা করলেও, তৃণমূল কংগ্রেস গিমিক বলে দাবি করেছে। উত্তরবঙ্গের বণিক মহলের মত, এই রেল করিডর মূলত চিকেন নেক এবং উত্তর-পূর্ব ভারতের নিরাপত্তার কথা মাথায় রেখে করা হচ্ছে। এর বাস্তবায়ন হলে উত্তরবঙ্গের কিছুটা লাভ হতে পারে। তবে, পর্যটন ব্যবসায়ীদের মতে, শুধুমাত্র একটা হাইস্পিড রেল করিডরের ঘোষণায় উত্তরবঙ্গের পর্যটনে লাভ হবে না।

রবিবার কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন সংসদে ২০২৬-'২৭ আর্থিক বছরের প্রস্তাবিত বাজেটে শিলিগুড়ি থেকে বারাণসী হাইস্পিড রেলওয়ে করিডর তৈরির ঘোষণা করেছেন। যা বাস্তবায়িত হলে শিলিগুড়ি ও বারাণসীর মধ্যে চলাচল দ্রুততার হবে। তবে, কেন্দ্রের এই ঘোষণা উত্তরবঙ্গের বণিক মহলকে খুব বেশি খুশি করতে পারেনি। কনফেডারেশন অব ইন্ডিয়ান ইন্ডাস্ট্রিজের (সিআইআই) উত্তরবঙ্গ আঞ্চলিক কাউন্সিলের চেয়ারম্যান সতীশ মিত্রকার বক্তব্য, 'হাইস্পিড রেল করিডর উত্তরবঙ্গের জন্য বড় প্রাপ্তি। এর বাস্তবায়ন হলে উত্তরবঙ্গের সঙ্গে উত্তর ভারতের যোগাযোগ আরও সহজ হবে। তবে, এই রেল করিডর ছাড়া উত্তরবঙ্গের মানুষকে খুশি করার জন্য বাজেটে কিছু নেই।'

বাজেট নিয়ে হতাশা উত্তরবঙ্গের ব্যবসায়ী মহলেও। ফেডারেশন অব চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ, নর্থবেঙ্গলের (ফোসিন) সম্পাদক বিশ্বজিৎ দাসের বক্তব্য, উত্তরবঙ্গের গুরুত্ব অনুযায়ী হাইস্পিড ট্রেন এখানে একদিন দিতেই হত। এতে নতুন কিছু নেই। প্রাক বাজেট প্রস্তাবে আমাদের দাবি ছিল, শিলিগুড়ি থেকে বাগডোগরা, নকশালবাড়ি হয়ে আলুয়াবাড়ি পর্যন্ত চক্ররেল চালুর। যা হলে এখানকার অর্থনীতি আরও উন্নত হত। কিন্তু বাজেটে তার কোনও প্রতিফলন নেই। ফলে সাধারণ, মধ্যবিত্তের কোনও লাভই হল না।'

> হাইস্পিড রেল করিডর উত্তরবঙ্গের জন্য বড় প্রাপ্তি। এর বাস্তবায়ন হলে উত্তরবঙ্গের সঙ্গে উত্তর ভারতের যোগাযোগ আরও সহজ হবে।
>
> **সতীশ মিত্রকার**

কেন্দ্রের বাজেটে অবশ্য উল্লসিত বিজেপি। বিজেপির সর্বভারতীয় মুখপাত্র রাজু বিস্টের বক্তব্য, 'শিলিগুড়ি থেকে বারাণসী হাইস্পিড রেল করিডর বাস্তবে দিল্লির সঙ্গে উত্তরবঙ্গের যোগাযোগ আরও সহজ এবং দ্রুততম হবে। এই রেল করিডর একটা ঐতিহাসিক ঘোষণা। এর ফলে উত্তরবঙ্গ শুধু নয়, উত্তর-পূর্ব ভারতের অন্য রাজ্যগুলির মানুষের যাতায়াত এবং পর্যটনশিল্পের উন্নতি ঘটবে।'

রেল করিডরের ফলে পর্যটনশিল্পের কিছুটা যে সুফল মিলবে তা স্বীকার করছেন পর্যটন ব্যবসায়ীরা। হিমালয়ান হসপিটালিটি অ্যান্ড টুরিজম ডেভেলপমেন্ট নেটওয়ার্কের (এইচএইচটিডিএন) সম্পাদক সম্রাট সান্যাল মনে করেন, 'যোগাযোগ ব্যবস্থা যত উন্নত হবে, পর্যটনের ক্ষেত্রে ততই সুফল মিলবে। সেদিক থেকে শিলিগুড়ি-বারাণসী রেল করিডর উত্তরবঙ্গের পর্যটনের জন্য ভালো খবর। তবে, এর বাইরে পর্যটনশিল্পের জন্য বাজেটে কিছু নেই। বুদ্ধিস্ট সার্কিটে অরুণাচল, মণিপুরের উল্লেখ থাকলেও দার্জিলিংকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। পাশাপাশি হিমালয় সংলগ্ন কিছু পর্যটনস্থলে হাইকিং, ট্রেকিং, বার্ড ওয়াচিংয়ের উন্নয়নে বরাদ্দ করা হয়েছে। সেখানে উত্তরাখণ্ড, তামিলনাড়ু, গোয়া, জম্মু-কাশ্মীরের উল্লেখ থাকলেও দুর্ভাগ্যজনকভাবে দার্জিলিং নেই। অথচ এখানে এর যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে।'

হাইস্পিড রেল করিডরের ঘোষণাকে গিমিক বলে দাবি করেছে তৃণমূল কংগ্রেস। দলের দার্জিলিং জেলা চেয়ারম্যান সঞ্জয় টিক্রয়ালের বক্তব্য, 'উত্তরবঙ্গের মানুষকে বোকা বানানোর জন্য বাজেটে রেল করিডরের কথা বলা হয়েছে। কিন্তু উত্তরবঙ্গের পর্যটনের জন্য বাজেটে কোনও উল্লেখ নেই। এই বাজেটে আমরা হতাশ।'

প্রাক্তন পুরমন্ত্রী সিপিএমের অশোক ভট্টাচার্য বলছেন, 'হাইস্পিড রেলওয়ে করিডরের ঘোষণা হয়েছে, ঠিক আছে। উত্তরবঙ্গ এত সাংসদ ও বিধায়ক দিয়েছে বিজেপিকে, কিন্তু এখানকার বেসিক সমস্যার সমাধানের প্রতিফলন নেই বাজেটে।' নর্থবেঙ্গল ইকোনমিক অ্যাসোসিয়েশনের সচিব বিজন চক্রবর্তী বলেন, 'রাজ্যের জন্য আলাদা কোনও বরাদ্দ নেই। শিলিগুড়ি-বারাণসী হাইস্পিড রেল করিডরের সুবিধা পেতে পারে শিলিগুড়ি। তবে মোটের ওপর সদর্থক বাজেট।'

ঠান্ডা কমায় মন্দা ফুলচাষে

উদ্বেগ ফাঁসিদেওয়ায়

ফাঁসিদেওয়া, ১ ফেব্রুয়ারি : বছরের এই সময় যেরকম ঠান্ডা থাকার কথা সেরকম ঠান্ডা এবছর নেই। ফলে শিলিগুড়ি মহকুমার ফাঁসিদেওয়া এলাকার ফুলচাষিদের কপালে চিন্তার ভাঁজ দেখা দিয়েছে। উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জায়গায় ফুলের চাহিদা পূরণ হয় এই এলাকা থেকে। কিন্তু এবছর শীত কম থাকায় ফুল চাষের ওপর যেমন প্রভাব পড়ছে, তেমনি ফুলের দামও তুলনামূলক কম।

রাঙ্গাপানি সংলগ্ন কোদালিপাড়া থেকে গুয়াবাড়ি, টামবাড়ি, ঠাকুরপাড়া, দাসপাড়া, দেমদাখাঁড়ি সহ একাধিক গ্রামে প্রতিবছরের মতো এবছরও শীতের মরশুমে ফুল চাষ করা হয়েছে। কিন্তু, এবছর এই সময়ের আবহাওয়ায় গরমের ভাব বেশি থাকায় ফুল চাষে বিপরীত প্রভাব পড়ছে। গত কয়েকবছর ধরে এই এলাকার অনেকে ফুল চাষ করছেন। বাজারে চাহিদা কম থাকায় ফুলের দামও কমে গিয়েছে।

ফাঁসিদেওয়া ব্লকের এই ফুলচাষিরা তাঁদের ফুলগুলি রাতে তুলে নিয়ে ভোরে মহাবীরস্থানে পাইকারদের বিক্রি করেন। এরপর সেই ফুল শহর শিলিগুড়ি থেকে

পৌঁছে যায় সমগ্র উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জায়গায়। বাজারে ফুলের দামের ওঠাপড়া লেগেই থাকে। কোকড়াজোতের ফুলচাষি ভোলা ভক্ত বলেন, 'আমরা মহাবীরস্থানে পাইকারদের কাছে একশো পিস জবা ফুল ১০ থেকে ২০ টাকায় বিক্রি করছি। কুড়ি পিস গাঁদা ফুলের চেন বিক্রি করছি ১৫০ থেকে ২০০ টাকায়। দোপাটি ফুল ১০০ থেকে ১২০ টাকা কেজি দরে বিক্রি করছি।' কিন্তু, অন্য বছর এই সময় এইসব ফুলের দাম তুলনামূলকভাবে অনেকটাই চড়া থাকে বলে জানান তিনি।

অন্য বছর এই সময় বেশ শীত থাকলেও এবছর অনেকটা কমে গিয়েছে বলে এমন পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে বলে জানাচ্ছেন টামবাড়ির ফুলচাষি বাবান বিশ্বাস। তিনি বলেন, 'কলকাতার বেথুয়া, কাকদ্বীপ সহ যেসকল জায়গা থেকে ফুল আসে এবছর সেইসব জায়গা থেকে ফুল আসছে না। তাই বাজারে ফুলের চাহিদার অধিকাংশটাই পূরণ হচ্ছে ফাঁসিদেওয়াতে চাষ হওয়া ফুল দিয়ে।' শিলিগুড়ি হর্টিকালচারাল সোসাইটির সাধারণ সম্পাদক প্রশান্ত সেনের মতে, 'হঠাৎ করে ঠান্ডা পড়ছে। আবার, হঠাৎই টানা গরম। এই কারণে কড়ি ফুঁটছে না। ফুলের আকারও ভালো হচ্ছে না। চাষিরাও ঠিকমতো ফলন পাচ্ছেন না। আবহাওয়ার কারণে হয়তো এমনটা হচ্ছে।'

> একশো পিস জবা ফুল ১০ থেকে ২০ টাকায় বিক্রি করছি। কুড়ি পিস গাঁদা ফুলের চেন বিক্রি করছি ১৫০ থেকে ২০০ টাকায়। দোপাটি ফুল ১০০ থেকে ১২০ টাকা কেজি দরে বিক্রি করছি।
>
> **ভোলা ভক্ত,** *ফুলচাষি*

বেলাশেষে।। কোচবিহারের টুপামারি দেওয়ানবসে ছবিটি তুলেছেন দেবজিৎ বর্মন।

পাঠকের লেন্সে 8597258697 picforubs@gmail.com

এসআইআর নিয়ে তৃণমূলকে তোপ ভিক্টরের

গোয়ালপোখর, ১ ফেব্রুয়ারি : এসআইআর বিরোধী হলে তা বন্ধ করতে কেন বিধানসভায় বিল পাশ করল না তৃণমূল, প্রশ্ন তুললেন কংগ্রেস নেতা আলি ইমরান রমজ ওরফে ভিক্টর। রবিবার গোয়ালপোখর থানার গোতি গ্রাম পঞ্চায়েতের চারঘরিয়া এলাকায় কংগ্রেসের এক কর্মীসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে প্রদেশ কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক ভিক্টর বলেন, 'তৃণমূল দাবি করে তারা এসআইআর-এর বিরুদ্ধে লড়াই করছে। কিন্তু তৃণমূল ও বিজেপি আসলে একই সূত্রে গাঁথা। দুই দলই ক্ষমতায় থেকে জনগণের সঙ্গে প্রতারণা করছে।' বিজেপি ও তৃণমূলের মিথ্যা কথায় বিভ্রান্ত না হওয়ার আহ্বান জানান তিনি।

বর্তমান বঙ্গ রাজনীতিতে সবচেয়ে বেশি আলোচ্য বিষয় ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধনী বা এসআইআর। এদিনের সভায় এসআইআর-কে ইস্যু করেন ভিক্টর। তাঁর বক্তব্য, 'সাধারণ মানুষের কাছে এসআইআর এখন আতঙ্কের। শুনানিকেন্দ্রগুলিতে প্রতিদিন সাধারণ মানুষের হয়রানির ঘটনা সামনে আসছে। এর জন্য দায়ী তৃণমূল এবং বিজেপি।' তাঁর অভিযোগ, 'নির্বাচনের সময় কাগজপত্র ও নানা প্রক্রিয়ার জালে জনগণকে ব্যস্ত রাখার চেষ্টা করা হচ্ছে, যাতে সরকারের ব্যর্থতা ও অপকর্মগুলি প্রকাশ না পায়। সমস্ত কিছুর পিছনে রয়েছে চক্রান্ত।' ভিক্টরের এমন বক্তব্যের পালটা জবাব দিয়েছে তৃণমূল। তৃণমূলের গোয়ালপোখর ব্লক সভাপতি আহমেদ রেজা বলেন, 'ভোটের সময় ভিক্টরকে এলাকায় দেখা যায়। সাধারণ মানুষ বিপদে পড়লে তাঁর খোঁজ মেলে না।'

জখম ৪

চোপড়া, ১ ফেব্রুয়ারি : মাঝিয়ালি গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত ডোক ব্যারেজ এলাকায় রবিবার দুটি মোটরবাইকের সংঘর্ষে ৪ জন জখম হন। স্থানীয়রা আহতদের দলুয়া ব্লক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যান। প্রাথমিক চিকিৎসার পর আহতদের ছেড়ে দেওয়া হয়।

মশার কামড় খেয়ে মেডিকেলের করিডরে রাত্রিবাস

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ১ ফেব্রুয়ারি : উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে প্রতিদিন কয়েক হাজার মানুষ চিকিৎসার জন্য আসেন। অনেকে চিকিৎসা করিয়ে ফিরে গেলেও, অনেক রোগী এবং পরিজনকে চিকিৎসার কারণে রাত্রিবাস করতে হয়। কিন্তু এত রোগী এবং রোগীদের পরিজনদের রাত্রিবাসের জন্য তেমন পরিকাঠামো নেই মেডিকেলে। যার ফলে করিডরেই রাত কাটাতে হচ্ছে অনেক রোগী ও পরিজনদের। রবিবার রাতেও ঠান্ডার মধ্যে করিডরে বহু রোগী এবং তাঁদের পরিজনকে চাদর পেতে, কম্বল জড়িয়ে বসে, শুয়ে থাকতে দেখা গিয়েছে।

করিডরে রাত্রিবাস করা রোগী ও পরিজনরা বলছেন, একদিকে ঠান্ডা অন্যদিকে, মশার দাপটে শুয়ে, বসে থাকা খুব কঠিন। কিন্তু হোটেল বা লজে থাকার খরচ বহন করা সকলের পক্ষে সম্ভব নয়। তাই বাধ্য হয়ে এভাবে থাকতে হচ্ছে। বিষয়টি নিয়ে মেডিকেলের সুপার ডাঃ সঞ্জয় মল্লিকের বক্তব্য, 'বেশ কয়েকটি প্রতীক্ষালয় রয়েছে। সেখানে রোগী এবং পরিজনরা থাকতে পারেন।'

মেডিকেলে প্রতিদিন পাঁচ-ছ'হাজার মানুষ আসেন। কেউ বহির্বিভাগে, কেউ অন্তর্বিভাগে চিকিৎসা নেন। অনেক রোগী রয়েছেন যাঁরা সকালসকাল ডাক্তার দেখাতে আগের দিন দূরদূরান্ত থেকে মেডিকেলে চলে আসেন। এই মানুষগুলির রাত্রিবাসের জন্য কার্যত কোনও ব্যবস্থা নেই মেডিকেলে। আবার রোগীর সঙ্গে আসা পরিজনদেরও অনেক সময় রাত্রিবাস করতে হয়।

উত্তরবঙ্গ মেডিকেলে করিডরে রাত্রিযাপন রোগী ও পরিজনের। রবিবার।

শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদ, আবাসন দপ্তর, উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের তরফে বিভিন্ন সময়ে বেশ কিছু রাত্রিনিবাস তৈরি করা হয়েছিল। সেগুলিতে খুব কম খরচে রোগী এবং পরিজনদের থাকার ব্যবস্থা হবে বলে জানানো হয়েছিল। কিন্তু বর্তমানে সেগুলির একটিও রোগীদের জন্য নেই। কোভিড হাসপাতাল, গবেষণাকেন্দ্র এবং ন্যায্যমূল্যের ওষুধের দোকানের জন্য এই ভবনগুলি ব্যবহার করা হচ্ছে। এছাড়া বহির্বিভাগ এবং অন্তর্বিভাগের করিডরের মাঝে অন্তত ১০টি ছাউনি তৈরি করা হয়েছিল। যেখানে মানুষ দিনভর শুয়েবসে থাকতেন, রাতেও অনেকে সেখানে ঘুমোতেন। সেগুলিও একে একে ক্যান্টিন সহ অন্য কাজের জন্য নিয়ে নেওয়া হয়েছে। যে দু'তিনটি ছাউনি রয়েছে সেগুলিও দীর্ঘদিন সাফাই না হওয়ায় সেখানে ঢোকা দায়।

তাই বাধ্য হয়েই রোগী এবং পরিজনদের করিডরেই থাকতে হচ্ছে। রবিবার রাতে করিডরজুড়ে বহু মানুষকে শুয়ে, বসে থাকতে দেখা যায়। চোপড়ার সুফলগছ থেকে আসা বিজয় দাস নামে এক রোগী বললেন, 'সোমবার খুব সকালে ডাক্তার দেখানোর জন্য টিকিট কাটার লাইনে দাঁড়াব। সেজন্য এদিনই মেডিকেলে চলে এসেছি। কেননা সোমবার সকালে বাসে করে এসে লাইন দিলে অনেক দেরি হয়ে যাবে।' তিনি জানালেন, হোটেলে থাকার জন্য ৬০০ টাকা চেয়েছিল। তাই মেডিকেলের করিডরেই চাদর পেতে শুতে হয়েছে।

তাঁরই পাশে বসেছিলেন মঞ্জু মাহাতো। তিনি কোচবিহারের সিতাই থেকে এসেছেন। বললেন, 'বাবা মেডিসিন বিভাগে চিকিৎসাধীন। তাঁর দেখভাল করার জন্য পাঁচদিন ধরে এখানেই রয়েছি। মেডিকেলে গরিব মানুষের রাত্রিবাসের কোনও ব্যবস্থা নেই। তাই করিডরে দিনরাত মশার কামড় খাচ্ছি। মশার অত্যাচারে রাতে ঘুমোতে পারি না। বাবার চিকিৎসা করাতে এসে আমিও অসুস্থ হয়ে পড়ছি।'

দিল্লি ফিরেছেন মধ্যস্থতাকারী পঙ্কজ

শিলিগুড়ি, ১ ফেব্রুয়ারি : পাহাড়ের কয়েকটি রাজনৈতিক দলের সঙ্গে কথা বলেই দিল্লি ফিরেছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক মনোনীত মধ্যস্থতাকারী পঙ্কজকুমার সিং। চলতি মাসে ফের তিনি আসবেন এবং শিলিগুড়িতে এসে তরাই ও ডুয়ার্সের রাজনৈতিক দল ও সংগঠনগুলির সঙ্গে কথা বলবেন বলে বিজেপি সূত্রে খবর। অন্যদিকে, পাহাড়ের শাসক ভারতীয় গোর্খা প্রজাতান্ত্রিক মোর্চার (বিজিপিএম) সঙ্গে মধ্যস্থতাকারী বৈঠক না করায় বা তাদের মতামত না নেওয়ায় প্রশ্ন উঠেছে। বিজিপিএম সভাপতি অনীত থাপার বক্তব্য, 'মধ্যস্থতাকারী পাঠানোর ঘটনা আসলে বিজেপির ভোটমুখী পরিকল্পনা। ভোটের মুখে বিজেপির মধ্যস্থতাকারীর কথা মনে পড়েছে। বাস্তবে কাজ কিছুই হবে না। পাহাড়ের মানুষকে আবার ধোঁকা দিয়ে বোকা বানানোর চেষ্টা করা হচ্ছে। আমরা সেই ফাঁদে পা দেব না বুঝতে পেরেই হয়তো পঙ্কজকুমার সিং আমাদের মতামত নেননি।'

গত বছর অক্টোবর মাসে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক দার্জিলিং সমস্যার স্থায়ী রাজনৈতিক সমাধানের পথ খুঁজতে প্রাক্তন আমলা পঙ্কজকুমার সিংকে মধ্যস্থতাকারী হিসাবে নিয়োগ করে। ২৪ জানুয়ারি মধ্যস্থতাকারী এখানকার বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও সংগঠনগুলির মতামত নিতে পাহাড়ে পা রাখেন। তিনদিন দার্জিলিংয়ে এবং দু'দিন কালিম্পংয়ে থেকে তিনি বিজেপি এবং বিজেপির জোটসঙ্গী বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সঙ্গে বৈঠক করেন। তবে, শাসক বিজিপিএমকে বৈঠকে ডাকা হয়নি বলে অভিযোগ। জানা গিয়েছে, বুধবার সন্ধ্যায় পঙ্কজকুমার কালিম্পং থেকে শিলিগুড়িতে নেমে এসেছেন। তিনি কদমতলায় বিএসএফের উত্তরবঙ্গ ফ্রন্টিয়ারের সদর দপ্তরে থাকা অতিথিনিবাসে উঠেছিলেন। তারপর থেকেই তাঁর আর খোঁজখবর পাওয়া যাচ্ছিল না। কেননা, শিলিগুড়িতে থাকলেও তিনি কোনও রাজনৈতিক দলের সঙ্গে কথা বলেননি। বিজেপি সূত্রের খবর, বৃহস্পতিবারই মধ্যস্থতাকারী দিল্লিতে ফিরে গিয়েছেন। চলতি মাসেই ফের তিনি এখানে আসবেন এবং শিলিগুড়ি ও ডুয়ার্সের রাজনৈতিক দলের নেতা-নেত্রীদের সঙ্গে বৈঠক করবেন। যদিও তাঁর দিল্লি ফিরে যাওয়া নিয়ে প্রশাসনিক কোনও নিশ্চয়তা মেলেনি। সাংসদ রাজু বিস্টও এই নিয়ে কিছু বলতে চাননি।

শুনানিতে মৃত্যু

এসআইআর-এর শুনানির লাইনে দাঁড়িয়ে মৃত্যুর অভিযোগ উঠল শ্রীরামপুরে। ৬০ বছর বয়সি মহম্মদ সিরাজউদ্দিন দীর্ঘ অপেক্ষার পর অসুস্থ হয়ে পড়েন। প্রতিবাদে সরব তৃণমূল।

মধুচক্রের খোঁজ

জয়রামবাটিতে একের পর এক হোটেলে হানা দিয়ে মধুচক্র চালানোর অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হল সাতজনকে। সিল করা হয়েছে হোটেলগুলি। রবিবার ধৃতদের বিষ্ণুপুর মহকুমা আদালতে পেশ করা হয়।

খুন প্রেমিক

প্রেমিকার বাড়ির পাশের মাঠ থেকে উদ্ধার হল প্রেমিকের দেহ। মৃতের পরিবারের অভিযোগ, পরিকল্পনা করে ডেকে এনে ওই তরুণকে খুন করেছে প্রেমিকার পরিবার। নদিয়ার ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। তদন্ত চালাচ্ছে পুলিশ।

দখল সিপিএমের

মিছিল করে ভাড়াটে সরালেন পূর্ব বর্ধমানের সিপিএম নেতা-কর্মীরা। গুসকরার ৭ নম্বর ওয়ার্ডের লজপাড়া এলাকায় সিপিএমের দলীয় কার্যালয় থেকে ভাড়াটিয়া ব্যবসায়ীদের সরিয়ে ভবনের দখল নিল সিপিএম।

রক্ষীর কাছে সংগীত শিক্ষা! কভি নেহি

নয়নিকা নিয়োগী

কলকাতা, ১ ফেব্রুয়ারি : রবীন্দ্রনাথ কি সত্যিই সবার? নাকি তাঁর গান, ভাবনা আজও এক বিশেষ শ্রেণির চার দেওয়ালের মধ্যে বন্দি? কবিগুরু নিজেই বলে গিয়েছিলেন 'অচলায়তন' ভাঙার কথা। কিন্তু তাঁর কথা অক্ষরে অক্ষরে পালন করেন ক'জন? কলকাতার এক অভিজাত আবাসনের নিরাপত্তারক্ষী শোভন চক্রবর্তীর বর্তমান পরিস্থিতি এই প্রশ্নটাকেই নতুন করে উসকে দিয়েছে। শান্তিনিকেতনের পাঠভবনের প্রাক্তনী শোভন একসময় নিয়মিত রবীন্দ্র সংগীতের তালিম দিতেন। বাদ সাধে অতিমারী।

পেটের দায়ে যেদিন নিরাপত্তারক্ষীর উর্দি গায়ে জড়ালেন, সেদিন থেকেই 'শিক্ষক' পরিচিতি হারাতে হল শোভনকে। কারণ? একজন নিরাপত্তারক্ষীকে কখনই শিক্ষক হিসেবে মানায় না, এমনটাই মত অভিভাবকদের। আধুনিক নাগরিক পরিবেশে শিল্পীর পরিচয় কীভাবে পোশাকের মানদণ্ড দিয়ে বিচার হয়, সেই প্রশ্ন এখনও ঘুরছে শোভনের মাথায়। বছর গড়ালেও এখনও তার উত্তর হাতড়াচ্ছেন তিনি।

রবীন্দ্র সংগীত ও ক্লাসিক্যালে তাবড় তাবড় শিল্পীদের কাছে তালিমপ্রাপ্ত শোভন। ছোটবেলা কেটেছে শান্তিনিকেতনের লালমাটিতে। কলকাতায় ফিরলেও গান মিশে গিয়েছিল শিরায়। গান নিয়ে পড়াশোনা করতে ফের ছুটে গিয়েছিলেন বিশ্বভারতীতে। তারপর একে একে ইংরেজি, ইতিহাস ও ভূগোলের মতো বিষয়গুলিতে মাস্টার্স করেছেন। টেট ও এসএসসির মতো পরীক্ষায় বসলেও লাভ হয়নি। বাজাতে পারেন তবলা, সেতার ও সরদের মতো বাদ্যযন্ত্রও। কখনও নিজেকে 'বঞ্চিত' মনে হয়নি? হাসি মুখে শোভনের উত্তর, 'শুধু গান শেখানো নয়, ২০১৫ সাল থেকে আমি পড়াতামও। অভিভাবকদের অনুরোধে বাড়িতেও যেতাম গান শেখাতে। লকডাউন জীবন এভাবে শেষ করবে ভাবিনি। অতিমারীর সময় যখন একে একে শিক্ষার্থীর সংখ্যা কমছে, তখন বাধ্য হয়ে সংসারের চাপে এই আবাসনের নিরাপত্তারক্ষীর কাজে যোগদান করলাম। অদ্ভুত ব্যাপার, পরের দিন থেকেই আমার কাছে অভিভাবকরা ছেলেমেয়েদের পাঠানো বন্ধ করে দিলেন। বললেন, নিরাপত্তারক্ষীর পোশাকে গান শেখানোর পরিবেশ তৈরি হয় না!'

ভাইরাল ভিডিওতে নিরাপত্তারক্ষী শোভন চক্রবর্তী।

রবীন্দ্রনাথ বার বার বলেছেন, 'শিল্প মানুষের মুক্তির পথ'। কিন্তু সেই মুক্তি কি কেবল তথাকথিত 'ভদ্রলোক' সমাজের জন্য সংরক্ষিত? একজন নিরাপত্তারক্ষীর কাজ করলে তাঁর তালিমের মূল্য কি কমে যায়? এই প্রশ্ন তুলে শোভনের আক্ষেপ, 'গল্পটা শুধু আমার একার নয়, গল্পটা সমাজের। বাস্তবে শিল্পীকে মাপা হয় তাঁর আর্থিক অবস্থান ও সামাজিক স্টেটাস দিয়ে। অচলায়তনের দরজা আজও বন্ধ। শুধু রূপ বদলেছে।' এখন কর্তব্যরত অবস্থায় আবাসনের দরজায় বসে গুনগুন করে গান গেয়ে চলেন শোভন। সম্প্রতি উর্দি পরে তাঁর গান গাওয়ার ভিডিও সমাজমাধ্যমে ভাইরাল।

ওই আবাসনের বাসিন্দা শুভাশিস রায়চৌধুরীর কথায়, 'অবাঙালিরা যাঁরা রবীন্দ্র সংগীত খুব একটা বোঝেন না, তাঁরা অনেকেই শোভনবাবুর নামে অভিযোগ জানিয়েছেন। কিন্তু আমরা শিল্পীকে বাঁচানোর যথাসাধ্য চেষ্টা করছি। এক-দু'জন অভিভাবক এগিয়ে এসেছেন। শোভনবাবু তাঁদের বাচ্চাদের এখন তালিম দেওয়া শুরু করছেন।'

মা ও মামাদের নিয়ে টানাটানির সংসার শোভনের। বিভিন্ন স্কুলে গানের শিক্ষকতার জন্য আবেদন করলেও কোনওরকম সাড়া মেলেনি। অনুষ্ঠান নিয়ে ক্লাবকর্তারাও খুব একটা আশ্বাস দেননি। শোভনের আক্ষেপ, 'আমার এই জামাটাই জীবনের কাল। রাতের শিফট শেষে ফাঁকা সময়ে নিজের মনেই রবীন্দ্রনাথ গেয়ে উঠি। কারণ, যে যাই ভাবুক, গানই আমার আত্মপরিচয়। আর উর্দিই আমার পেটের ভাত।' যে সমাজে শিল্প বাঁচানোর প্রশ্ন ওঠে রোজ, সেই সমাজে প্রতি মুহূর্তে এভাবেই সত্যিই হয়ে উঠছে শোভনদের গল্প। 'অচলায়তন' ভেঙে কবে 'সভ্য' হয়ে উঠবে সমাজ, সেই প্রশ্নই এখন সমালোচকদের মুখে।

একঝাঁক ইচ্ছেডানা...

রবিবার বিশেষভাবে সক্ষমদের ক্রীড়া প্রতিযোগিতা। ছবি : আবির চৌধুরী

বাজেট নিয়ে তর্ক অমিত-অশোকের

সীতারামনের বক্তব্যে সমর্থন রাজ্যপালের

রিমি শীল

কলকাতা, ১ ফেব্রুয়ারি : ২০২৬-২৭ অর্থবর্ষের কেন্দ্রীয় বাজেট ঘোষণার পরেই অর্থনীতিতে পোড়খাওয়া দুই রাজনীতিবিদের মধ্যে তর্জা জমজমাট। একদিকে কেন্দ্রীয় বাজেটকে সরাসরি জনবিরোধী ও ছলনা বলে কটাক্ষ করেছেন রাজ্যের প্রাক্তন অর্থমন্ত্রী ড. অমিত মিত্র। পালটা বালুরঘাটের বিজেপি বিধায়ক অশোক লাহিড়ির যুক্তি, সামগ্রিক জাতীয় প্রবৃদ্ধির দিকে নজর এবং দীর্ঘমেয়াদি কর্মসংস্থানে জোর দেওয়াই এই বাজেটের মূল লক্ষ্য।

এদিন শুরু থেকেই বাজেটকে জনবিরোধী বলে তোপ দেগেছেন বিরোধীরা। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সুরেই সুর মিলিয়ে অমিত মিত্র বলেন, 'এই বাজেট যুববিরোধী, কৃষকবিরোধী এবং মধ্যবিত্তের পরিপন্থী।' কোন কোন জায়গায় খামতি রয়ে গেল, তা পরিসংখ্যান সহ তুলে ধরেন ড. মিত্র। কোন খাতে আগে কত বরাদ্দ ছিল এবং তা কমে কত দাঁড়িয়েছে, তথ্য সহ তুলে ধরে বিজেপিকে বিঁধলেন তিনি। বলেন, ' বিশ্বের উন্নত দেশগুলো যেখানে শিক্ষায় জিডিপির ৫-৬ শতাংশ খরচ করে, সেখানে ভারতের ছবিটা উল্টো। ২০১৫-১৬ সালে যেখানে বাজেটের ৩.৮ শতাংশ শিক্ষা খাতে ছিল, এবার তা কমে দাঁড়িয়েছে মাত্র ২.৬ শতাংশ।'

তিনি জানান, এক দশক আগে সার ভর্তুকি ছিল মোট ব্যয়ের ৪.০৪ শতাংশ, যা আজ নামিয়ে আনা হয়েছে ৩.১৯ শতাংশে। তপশিলি জাতি, উপজাতি ও ওবিসি-দের কল্যাণে বরাদ্দ ০.২১ শতাংশ থেকে কমিয়ে ০.১৯ শতাংশ করা হয়েছে। এছাড়া পিএম আবাস যোজনার (শহুরে)

> **এই বাজেট যুববিরোধী, কৃষকবিরোধী এবং মধ্যবিত্তের পরিপন্থী।**
> **-অমিত মিত্র**

> **বারাণসী থেকে শিলিগুড়ি পর্যন্ত হাই-স্পিড রেল করিডরের ঘোষণা কি বঞ্চনা?**
> **-অশোক লাহিড়ি**

হিসাব দিয়ে তিনি দেখান যে কীভাবে কেন্দ্র মানুষকে বিভ্রান্ত করছে। বাজেটে ৩০,১৭০ কোটি টাকার ঘোষণা থাকলেও বাস্তবে খরচ হয়েছে তার মাত্র ছয় ভাগের এক ভাগ অর্থাৎ ৫,৮১৫ কোটি টাকা।

বিজেপির পক্ষেও পালটা যুক্তি সাজিয়ে আসরে নামেন দেশের প্রাক্তন প্রধান অর্থনৈতিক উপদেষ্টা ডঃ অশোক লাহিড়ি। তিনি বলেন, এই বাজেট উত্তরবঙ্গের জন্য এক ঐতিহাসিক পাওনা। তাঁর পালটা প্রশ্ন, 'বারাণসী থেকে শিলিগুড়ি পর্যন্ত হাই-স্পিড রেল করিডরের ঘোষণা কি বঞ্চনা? এই প্রকল্প উত্তরের পর্যটন ও ব্যবসাকে আমূল বদলে দেবে।' তাঁর দাবি, কেন্দ্র পরিকাঠামো দিচ্ছে, কিন্তু তৃণমূল সরকার উত্তরবঙ্গে নতুন কোনও শিল্পতালুক গড়তে ব্যর্থ হচ্ছে। তথ্য পরিসংখ্যান তুলে ধরে তাঁর দাবি, কনজিউমার প্রাইস ইন্ডেক্স ২০২৫-২৬ অর্থবৎসরে ১.৭ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে, যা অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতার প্রমাণ। মূলধন ব্যয় ছিল ১১ লক্ষ কোটি টাকা। ২০২৬-২৭ অর্থবর্ষে বেড়ে হয়েছে ১২ লক্ষ কোটি টাকা। রাজ্যের জন্য চিকিৎসা, পর্যটন, মৎস্যক্ষেত্রে, প্রাণীসম্পদ উন্নয়নে বিশেষভাবে জোর দেওয়া হয়েছে।

রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোসের চোখেও এই বাজেট দেশের যুবসমাজ ও মহিলাদের জন্য। তিনি বলেন, 'বাজেটে স্থায়িত্বে বার্তা দেওয়া হয়েছে, দীর্ঘ মেয়াদি উন্নয়নে নজর দেওয়া হয়েছে।' যদিও বিরোধীরা কেন্দ্রকে তোপ দেগেছেন। প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শুভঙ্কর সরকারের কটাক্ষ, 'এরা বাজেটের ফর্মুলা মানে? বাংলা দখল করতে চাইছে, অথচ বাংলা বঞ্চিত।' সিপিএম নেতা সুজন চক্রবর্তী বলেন, 'এই বাজেট যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো বিরোধী।'

ভোটমুখী বাজেট ভাবনা মুখ্যমন্ত্রীর

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ১ ফেব্রুয়ারি : রবিবার কেন্দ্রীয় বাজেটে ভোটমুখী বাংলার ক্ষেত্রে উপুড়হস্ত হতে দেখা গেল না অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামনকে। এই পরিস্থিতিতে বিধানসভা ভোটের মুখে রাজ্যের আসন্ন অন্তর্বর্তী বাজেটে নবান্ন কোনপথে এগোবে, তা নিয়ে কৌতূহলের পারদ এদিন থেকেই চড়তে শুরু করেছে। রবিবার নবান্নে সরকারি সূত্রের খবর, চারদিন পর রাজ্যের অন্তর্বর্তী বাজেট 'ভোটমুখী'ই হবে। ৫ ফেব্রুয়ারি ভোটের কথা ভেবেই বঙ্গবাসীর স্বার্থে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ করবে 'মা-মাটি-মানুষ'-এর সরকার। সমাজের সব ক্ষেত্রের মানুষের দিকে তাকিয়ে তাঁদের স্বার্থে অন্তর্বর্তী বাজেটে কী কী সিদ্ধান্ত নেওয়া যায়, সে ব্যাপারে খুঁটিয়ে দেখার জন্য দিল্লি যাওয়ার আগে নবান্নের মুখ্যসচিব, অর্থসচিব ও অর্থ দপ্তরের শীর্ষ আধিকারিকদের নির্দেশ দিয়ে গিয়েছেন।

নবান্নকে তৈরি হতে জরুরি নির্দেশ

রাজ্যের আগামী অন্তর্বর্তী বাজেটে তুলনামূলকভাবে কেন্দ্রীয় বাজেটের পাশাপাশি কী কী নতুন পদক্ষেপ রাজ্য সরকার নিতে পারে, তা খতিয়ে দেখার জন্য তাঁর প্রধান আর্থিক উপদেষ্টা, প্রাক্তন অর্থমন্ত্রী অমিত মিত্রকেও বলে গিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। অমিত মিত্রের সঙ্গে এই নিয়ে আলোচনা করার জন্য তিনি নির্দেশ দিয়েছেন অর্থপ্রতিমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্যকে। দিল্লি থেকে ফিরে মুখ্যমন্ত্রী অন্তর্বর্তী বাজেটের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবেন।

কেন্দ্র না হাঁটলেও মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যের অন্তর্বর্তী বাজেটে বঙ্গবাসীর স্বার্থরক্ষার পথেই এগোবেন। বাজেট হবে ভোটমুখী। বহু প্রত্যাশিত লক্ষ্মীর ভাণ্ডার, স্বাস্থ্যসাথী এমনকি রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের মহার্ঘভাতা (ডিএ) বৃদ্ধির ক্ষেত্রেও আগের তুলনায় অনেকটাই দরাজ হতে চাইবেন মুখ্যমন্ত্রী। তবে এটাও জানা গিয়েছে, বাজেট পেশের আগে রাজ্য সরকারের ওপর লাগাতার আর্থিক চাপ ও ভাঁড়ারে টান নিয়ে অমিত মিত্র সহ সংশ্লিষ্ট সকলের সঙ্গেই মুখ্যমন্ত্রী কথা বলে নিতে চান।

দিল্লিতে জ্ঞানেশ কুমারের সঙ্গে দেখা করতে যাওয়ার পথে দমদম বিমানবন্দরে মুখ্যমন্ত্রী। রবিবার। -রাজীব মণ্ডল

রাজ্যসভায় প্রার্থী হতে তদ্বির নিশীথের

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ১ ফেব্রুয়ারি : পশ্চিমবঙ্গ থেকে রাজ্যসভায় আরও একটি আসন পাওয়ার সম্ভাবনা বিজেপির। সূত্রের খবর, ওই আসনে প্রার্থী হয়ে রাজ্যসভায় যেতে ইতিমধ্যে তদ্বির শুরু করে দিয়েছেন প্রাক্তন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী নিশীথ প্রামাণিক। চলতি বছরের এপ্রিলের শুরুতেই এরাজ্য থেকে রাজ্যসভার ৫টি আসনের মেয়াদ শেষ হচ্ছে। এর মধ্যে তৃণমূলের ৪টি আসন ও সিপিএমের একটি। কিন্তু বর্তমান বিধানসভায় সিপিএম শূন্য। বিধানসভায় বিজেপির আসন সংখ্যার বিচারে এবার ওই আসনটি বিজেপির পাওয়ার সম্ভাবনা। সেই অঙ্ক মাথায় রেখেই তৎপর নিশীথ।

রাজ্যসভায় এরাজ্যের মোট আসন ১৬। একটি শূন্য আসন বাদে বাকি ১৫টি আসনের মধ্যে তৃণমূলের ১২, বিজেপির ২ ও সিপিএমের ১ জন সাংসদ রয়েছেন। তিনি বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য।

রাজ্যসভায় বর্তমান বিজেপির সাংসদ শমীক ভট্টাচার্য ও নগেন্দ্র রায়। ২ এপ্রিল এরাজ্য থেকে রাজ্যসভার ৫ আসনের নির্বাচনে বিজেপি আরও একটি আসন পেলে রাজ্যসভায় এরাজ্য থেকে বিজেপির সাংসদ হবে ৩। রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনকে মাথায় রেখে মার্চের মাঝামাঝি রাজ্যসভার এই নির্বাচন হতে পারে বলে কমিশন সূত্রে ইঙ্গিত। সেই সূত্রেই রাজ্যসভার ওই আসনের প্রার্থী নিয়ে বিজেপিতে আলোচনা শুরু হয়েছে। উত্তরবঙ্গ বিজেপি সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রার্থী হতে দিল্লিতে দলের প্রভাবশালী নেতৃত্বের কাছে আর্জি জানিয়েছেন নিশীথ।

২০১৯-এ তৃণমূল ছেড়ে বিজেপিতে যোগ দেওয়ার পর কোচবিহার থেকে সাংসদ হন তিনি। এরপর ২০২১ থেকে ২০২৪ যুব ও ক্রীড়া দপ্তর এবং কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী হিসেবে খোদ অমিত শা'র ঘনিষ্ঠ ছিলেন নিশীথ। গত লোকসভা নির্বাচনে হেরে যাওয়ার পর দলের নতুন রাজ্য কমিটিতে উত্তরবঙ্গের বিশেষ দায়িত্ব দিয়ে তাঁকে রাজ্যের সাধারণ সম্পাদক করার চেষ্টা হয়েছিল। যদিও শেষপর্যন্ত নিশীথকে সহসভাপতি করা হয়।

উত্তরবঙ্গের এক বিধায়কের মতে, প্রাক্তন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রীর পদের মর্যাদা দিতে তাঁকে সংগঠনে গুরুদায়িত্ব দেওয়ার কথা ভাবা হলেও সংগঠন নিয়ে নিশীথের কোনও আগ্রহ নেই। প্রাক্তন সাংসদের জেলা কোচবিহার বিজেপিও নিশীথকে নিয়ে সন্তুষ্ট নয়। দল ও জনপ্রতিনিধি হিসেবে নিশীথের ভাবমূর্তি যা তাতে '২৬-এর বিধানসভা ভোটে তাঁকে প্রার্থী করা নিয়েও দ্বিধায় দল। এই পরিস্থিতিতে রাজ্যসভায় সাংসদ হওয়াই নিশীথের লক্ষ্য।

দলীয় বিধায়কদের ভোটেই নির্বাচিত হন রাজ্যসভার প্রার্থী। দলীয় রাজনীতিতে নিশীথ-বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর ঘনিষ্ঠ বলেই পরিচিত। ফলে রাজ্যসভার প্রার্থী হওয়ার দৌড়ে নিশীথ কিছুটা অতিরিক্ত সুবিধা পাবেন বলেই অনেকে মনে করেন। যদিও দলের সাংসদ প্রার্থী নির্বাচনে বিজেপির সংসদীয় নির্বাচন কমিটিই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেয়।

বঞ্চনা নিয়ে সরব শিক্ষক ও চিকিৎসকরা

রিমি শীল ও নয়নিকা নিয়োগী

কলকাতা, ১ ফেব্রুয়ারি : কেন্দ্রীয় বাজেট বাংলা-বিরোধী। এই অভিযোগে সকাল থেকেই তপ্ত বঙ্গ সহ জাতীয় রাজনীতি। এরই মধ্যে ক্ষোভ তৈরি হয়েছে নানা মহলে। রাজ্যের প্রতি বঞ্চনার অভিযোগ ছিলই। কিন্তু ২০২৬-এর বাজেট ঘোষণায় নেই চাকরি, কর্মসংস্থান, আধুনিক চিকিৎসা ব্যবস্থার দিশা। এই নিয়েই সমালোচনায় সরব শিক্ষক ও চিকিৎসকমহল।

পাঁচটি বিশ্ববিদ্যালয় টাউনশিপ, ১৫০০টি স্কুলে ও ৫০০টি কলেজে কনটেন্ট ক্রিয়েশন ল্যাব, দেশব্যাপী ১৬ হাজার নতুন সেকেন্ডারি স্কুল তৈরির কথা জানালেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী। চলতি আর্থিক বর্ষে ৭৮,৫৭২ কোটি টাকা ব্যয় করা হবে স্কুলের জন্য, যা এযাবৎকালে স্কুল শিক্ষার খাতে সর্বোচ্চ বরাদ্দ। যদিও ভ্রান্ত পরিকল্পনা করে তাতে ব্যয় করা হচ্ছে বলে সমালোচনা শিক্ষকদের একাংশের। শিক্ষানুরাগী ঐক্যমঞ্চের কিঙ্কর অধিকারী বলেন, 'সরকারি শিক্ষাব্যবস্থার আধুনিকীকরণে শিক্ষাখাতে ব্যয়বৃদ্ধির দীর্ঘদিনের দাবিকে ধারাবাহিকভাবে উপেক্ষা করা হচ্ছে। শিক্ষা ব্যবস্থাকে ক্রমাগত বেসরকারিকরণের দিকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।' স্কুল গ্র্যান্ট, কম্পোজিট গ্র্যান্ট বরাদ্দ বৃদ্ধি করা দরকার ছিল বলে মনে করছেন অল্প পোস্ট গ্র্যাজুয়েট টিচার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের চন্দন গড়াই। বৃহত্তর গ্র্যাজুয়েট টিচার্স অ্যাসোসিয়েশনের মানব দাস বলেন, 'প্রতি বছর সরকারি বিদ্যালয়গুলি পরিকাঠামো ও শিক্ষকের অভাবে একের পর এক বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। সেখানে দাঁড়িয়ে সরকারি শিক্ষা ব্যবস্থার পরিকাঠামো বাড়ানোর ওপর কেন্দ্রীয় বাজেটে জোর দেওয়া উচিত ছিল।'

> **মডার্ন মেডিসিন বাজেট কখনোই হয়নি। স্বাস্থ্য ব্যবস্থার বেসরকারিকরণ চলছে। সরকারি হাসপাতালগুলিতে রোবোটিক সার্জারির ব্যবস্থা রয়েছে?**
> **-কৌশিক চাকি**

এদিকে এইমসের মতো গোটা দেশে তিনটি অল ইন্ডিয়া ইনস্টিটিউট অফ আয়ুর্বেদ, আগামী পাঁচ বছরে ১ লক্ষ অ্যালায়েড হেলথ প্রফেশনাল, পাঁচটি আঞ্চলিক মেডিকেল হাব, ১.৫ লক্ষ কেয়ার গিভারকে প্রশিক্ষণ, জেলা হাসপাতালগুলিতে জরুরি ও ট্রমা কেয়ার সেন্টার তৈরি করে ৫০ শতাংশ ক্ষমতা বাড়ানোর ঘোষণা করা হয়েছে। তা নিয়ে সমালোচনায় সরব চিকিৎসকরাও। চিকিৎসক মানস গুমটার কথায়, 'বৈদিক যুগের পরিকাঠামোর দিকে বরাদ্দ হচ্ছে। আয়ুর্বেদিক, ইউনানি চিকিৎসার জন্য টাকা খরচ হচ্ছে। এদিকে মডার্ন মেডিসিনের জন্য কোনও কথা নেই। প্রান্তিক মানুষদের কাছে চিকিৎসা না পৌঁছে ব্যবসায়ীদের কাছে মুষ্টিবদ্ধ হচ্ছে।' চিকিৎসক উৎপল বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে, 'অনেক ধরনের বিরল রোগ রয়েছে। মানুষ ভুগছে। যে সমস্ত চিকিৎসার খরচ অনেক বেশি, এমন অনেক রোগে দীর্ঘদিন চিকিৎসা চালিয়ে যেতে হয়। এই বিষয়গুলিতে রাষ্ট্রের পরিপূর্ণ দায়িত্ব নেওয়া উচিত।'

ক্ষমা চেয়ে কর্মীর পাশে রেস্তোরাঁ

অভিযোগ প্রত্যাহার ইনফ্লুয়েন্সারের

কলকাতা, ১ ফেব্রুয়ারি : 'জাত গেল, জাত গেল' বলে যে রব সম্প্রতি ময়দানে জনৈক প্যাটিস বিক্রেতাকে মারধরের সময় উঠেছিল, সেই রবের সুর কলকাতা শহরে যেন থামছেই না। পার্ক স্ট্রিটের একটি জনপ্রিয় রেস্তোরাঁয় ভুল করে গোমাংস পরিবেশনের অভিযোগ তুলে সমাজমাধ্যমের জনৈক 'ইনফ্লুয়েন্সার' সায়ক চক্রবর্তী যে ভিডিও বানিয়েছিলেন, তার ওপর ভিত্তি করে জেলে গিয়েছেন সংশ্লিষ্ট রেস্তোরাঁ-কর্মী। পুরো ঘটনা আর শহরের গণ্ডিতে সীমাবদ্ধ নেই। ধর্মীয় ভাবাবেগের উসকানি একজন প্রভাবশালী ব্যক্তি কীভাবে সর্বসমক্ষে করতে পারেন, সেই নিয়ে সরব হয়েছেন অভিনেতা, ইনফ্লুয়েন্সার মহল থেকে শুরু করে বিশিষ্টজনেরা। অবশেষে সব জল্পনার অবসান ঘটিয়ে মুখ খুলল ওই রেস্তোরাঁও। রবিবার সমাজমাধ্যমে বিবৃতি জারি করে তারা স্পষ্ট জানিয়ে দিল, 'জাত-ধর্ম নির্বিশেষে সকলের প্রতি সম্মানই আমাদের মূল মন্ত্র। আমাদের ৮ দশকের ঐতিহ্যে আমরা গর্বিত। সমস্ত সহযোগী এবং কর্মীদের প্রতি আমরা যে শ্রদ্ধাশীল, সেই কথাও আমরা মনে করিয়ে দিচ্ছি।'

'অনিচ্ছাকৃত ভুল'-এর জন্য ক্ষমাও চাইল ওই রেস্তোরাঁ। কোনও ক্রেতার ধর্মীয় ভাবাবেগে আঘাতের উদ্দেশ্য যে তাদের ছিল না, সেই কথাও উল্লেখ রয়েছে তাদের পোস্টে। রেস্তোরাঁর তরফে ক্ষমা চাওয়ার কিছুক্ষণের মধ্যেই ওই রেস্তোরাঁ-কর্মীর বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রত্যাহার করে নিলেন সায়ক। তিনি বলেন, 'আমি জনগণের ওপর নির্ভরশীল। তাই জনগণ যা বলবেন, সেটাই ঠিক।' তবে কি চাপের মুখেই নতিস্বীকার করলেন ইনফ্লুয়েন্সার অভিনেতা? তাঁর পোস্টের পরেই সেই নিয়ে শুরু হয়েছে জোর চর্চা। অনেকেই বলছেন, 'নাটকের স্ক্রিপ্টটা খুব একটা জোরদার ছিল না।' সায়ক বলেন, 'স্ক্রিপ্ট বা ওই জাতীয় কিছু থিওরি আমাকে অবাক করছে। আমি কোনওদিনও গোমাংস মুখে নিইনি। এবার থেকে দেখেশুনে, বুঝে চলব না

হয়। আমার হিন্দু-মুসলিমের সমস্যা নেই। আমি নিজের কিছু আচার মানতে চাই শুধু। অনিচ্ছাকৃত ঘটনার জন্য দুঃখিত।' শনিবার রাতে এই ঘটনায় সরব হয়ে সায়কের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছিলেন নাট্যকর্মী জয়রাজ ভট্টাচার্য। সেই কথা নিজের সমাজমাধ্যমেই জানিয়েছিলেন জয়রাজ। সম্পূর্ণ ঘটনাকে কেন্দ্র করে মনোবিদদের পরামর্শ, 'মনে রাখতে হবে, জাত ছেলের হাতে নয়কো মোয়া। সমাজমাধ্যমে প্রভাবশালী ব্যক্তিদের নৈতিক কর্তব্য সমাজকে রক্ষা করা। বিদ্বেষ থেকে বাঁচানো। জনপ্রিয় হওয়ার ফিকির না খুঁজে দায়দায়িত্ব পালনই আসল কাজ।'

আনন্দপুরে মৃতদের ডিএনএ ম্যাচিং

কলকাতা, ১ ফেব্রুয়ারি : আনন্দপুরের অগ্নিকাণ্ডে উদ্ধার হওয়া দেহাংশগুলি ডিএনএ ম্যাচিংয়ের কাজ চলছে। হয়ে গেলে দ্রুতই পরিজনেদের কাছে দেহাংশ ফিরিয়ে দেওয়া হবে। এদিকে এই ঘটনায় ফের নিজের অবস্থান স্পষ্ট করেছেন দমকলমন্ত্রী সুজিত বসু। বিজেপিকে কটাক্ষ করে তাঁর বক্তব্য, 'মৃত্যু নিয়ে রাজনীতি করা উচিত নয়।' কেন তিনি ৩২ ঘণ্টা পরে পৌঁছেছিলেন, সেই বিষয়ে তিনি জানান, ঘটনাস্থলে দেরিতে গেলেও বাড়িতে প্রতি মুহূর্তে খবর নিচ্ছিলেন। রাত তিনটেয় খবর পাওয়ার পর থেকে দমকল কাজ করছে। এসব কথার উত্তর দেওয়ার প্রয়োজন রয়েছে বলে মনে করেন না তিনি।

উদ্ধার হওয়া দেহাংশগুলি মর্গে রাখা রয়েছে। সেখানে ডিএনএ ম্যাচিংয়ের কাজ চলছে। ইতিমধ্যেই পুলিশ কারখানাগুলির অগ্নিনির্বাপন ব্যবস্থা, বিদ্যুৎ সংযোগ, দাহ্য সামগ্রী মজুত সংক্রান্ত সমস্ত তথ্য খতিয়ে দেখছে। দমকল ও বিদ্যুৎ দপ্তরকে চিঠিও দেওয়া হয়েছে। এই বিষয়ে রাজ্যকে বার বার কটাক্ষের মুখে পড়তে হচ্ছে। এমনকি রাজ্যে এসে খোদ অমিত শা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে বিঁধেছেন। সেই প্রসঙ্গে নীরব মোদি ও মেহুল চোকসিকে টেনে বিজেপিকেও বিঁধতে ছাড়েননি তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি বলেন, 'যদি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আনন্দপুরের মৃত্যুর জন্য দায়ী হন, তাহলে প্রধানমন্ত্রী ও কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এসআইআর ইস্যুতে ১৪০ জনের মৃত্যুর জন্য দায়ী। নীরব মোদি ও মেহুল চোকসির ঘনিষ্ঠ কে, তার ব্যাখ্যা দিতে পারবেন প্রধানমন্ত্রী?'

আজ মাধ্যমিক, কড়া পর্ষদ

কলকাতা, ১ ফেব্রুয়ারি : স্কুল জীবনের প্রথম বড় পরীক্ষা। পড়ুয়াদের দুশ্চিন্তা কাটাতে উদ্যোগী প্রতিটি স্কুল। পরীক্ষা শুরু হবে সোমবার সকাল ১১টায়। শেষ হবে দুপুর ২টোয়। একগুচ্ছ নির্দেশিকা জারি করেছে মধ্যশিক্ষা পর্ষদ। সেই নির্দেশিকা না মানলে পরীক্ষা বাতিল হতে পারে পড়ুয়াদের। পাঠ্যক্রমের বাইরে সেই নির্দেশগুলি পড়ুয়াদের মাথায় রাখতে পরামর্শ দিয়েছে রাজ্যের স্কুলগুলিও। এই বছর পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ৯৭১৩৪০।

পরীক্ষা কক্ষে আসল অ্যাডমিট কার্ড ও রেজিস্ট্রেশন কার্ড নিয়ে আসা বাধ্যতামূলক। পরীক্ষাকেন্দ্রের ভিতরে কোনও অভিভাবকের প্রবেশ নিষিদ্ধ। পরীক্ষার্থীরা মোবাইল ফোন, স্মার্ট ওয়াচ, ক্যালকুলেটর, ক্যামেরা সহ কোনওরকম বৈদ্যুতিন যন্ত্র নিয়ে কক্ষে প্রবেশ করতে পারবে না। কেবলমাত্র কলম, স্কেল সহ অনুমোদিত সামগ্রী বহন করা যাবে। নিষিদ্ধ সামগ্রী পাওয়া গেলে তা সঙ্গে সঙ্গে বাজেয়াপ্ত করে পর্ষদে পাঠিয়ে দেওয়া হবে। বিদ্যালয়ের কর্মচারী বা পর্যবেক্ষকরাও পরীক্ষা কক্ষে মোবাইল ফোন বা স্মার্ট ওয়াচ ব্যবহার করতে পারবেন না। নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা পুলিশ ও স্বাস্থ্যকর্মীরা শুধুমাত্র জরুরি প্রয়োজনে মোবাইল ব্যবহার করতে পারবেন। বাকি সময় ফোন বন্ধ রাখতে হবে। প্রশ্নপত্র বিলি শুরু হবে ১০টা ৪৫ মিনিটে। প্রতিটি প্রশ্নপত্রের প্রথম পৃষ্ঠায় একটি সিরিয়াল নম্বর থাকবে, যা পরীক্ষার্থীকে উত্তরপত্রের প্রথম পৃষ্ঠায় নির্দিষ্ট স্থানে লিখতে হবে। উত্তরপত্র বিলি শুরু হবে সকাল ১০টা ৫৫ মিনিটে। পরীক্ষার্থী যাতে প্রশ্নপত্র, খালি উত্তরপত্র, লুজ শিট, ম্যাপ বা গ্রাফ পেপার বাইরে নিয়ে যেতে না পারে, সেই বিষয়ে বিশেষ নজর দিতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। পরীক্ষার্থীর ব্যবহৃত লুজ শিট, ম্যাপ বা গ্রাফ পেপারের সংখ্যা স্পষ্টভাবে প্রধান উত্তরপত্রের শীর্ষে লিখতে হবে। নকল করতে গিয়ে ধরা পড়লে পরীক্ষা বাতিল হতে পারে।

হেল্পলাইন নম্বর
সেন্ট্রাল কন্ট্রোল রুম-০৩৩ ২৩২১৩৮১৩, ০৩৩ ২৩৫৯ ২২৭৭ এবং ০৩৩ ২৩৩৭ ২২৮২
উত্তরবঙ্গ আঞ্চলিক কার্যালয়- ০৩৫৩২৯৯৯৬৭৭

পর্ষদ জানিয়েছে, পরীক্ষার স্বচ্ছতার স্বার্থে এই নির্দেশিকা জারি করা হয়েছে। পরীক্ষা ব্যবস্থা সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য চালু করা হয়েছে কেন্দ্রীয় হেল্পলাইন নম্বরও (০৩৩ ২৩২১ ৩৮১৩, ০৩৩ ২৩৫৯ ২২৭৭, ০৩৩ ২৩৩৭ ২২৮২)। এটি সচল থাকবে ২৪ ঘণ্টা। পরীক্ষার পূর্ণ সময় শেষের আগে কক্ষ থেকে প্রশ্নপত্র নিয়ে বেরোনো নিষিদ্ধ। কলকাতার রাস্তায় পরীক্ষার্থীদের যাতে কোনওরকম অসুবিধা না হয়, সেদিকে লক্ষ্য রেখে হেল্পলাইন নম্বর চালু করল কলকাতা পুলিশও। ৯৪৩২৬১০০৩৯ নম্বরে ফোন করলেই পরীক্ষার্থীদের যে কোনও সমস্যায় এগিয়ে যাবেন পুলিশকর্মীরা। ২, ৩, ৬, ৭, ৯, ১০ ও ১২ ফেব্রুয়ারি মাধ্যমিক পরীক্ষা চলবে।

■ ৪৬ বর্ষ ■ ২৫৪ সংখ্যা, সোমবার, ১৯ মাঘ ১৪৩২

নজরে মমতার ক্ষমতা

ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধনী (এসআইআর)-র শুনানিপর্বে সাধারণ মানুষের ভোগান্তি অব্যাহত। কোথাও দেখা গিয়েছে, হাঁটার ক্ষমতা নেই, তবুও হামাগুড়ি দিয়ে শুনানিকেন্দ্রে পৌঁছোচ্ছেন প্রৌঢ়। কোথাও ৯৩ বছরের অতিপ্রবীণাকে খাটিয়ায় চাপিয়ে শুনানির জন্য আনা হয়েছে নির্ধারিত কেন্দ্রে। কখনও নিজেকে প্রকৃত ভোটার প্রমাণে নথিভর্তি বিশাল ট্রাংক মাথায় নিয়ে শুনানিতে হাজির তরুণ।

আবার কোথাও ছেলেমেয়েকে একইদিনে শুনানির নোটিশ পাঠানোর পর হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে বাবার মৃত্যু ঘটেছে। লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে এরকম মৃতের সংখ্যা। এসআইআর-কে কেন্দ্র করে পশ্চিমবঙ্গে এখনও পর্যন্ত মৃতের সংখ্যা ১৪০ ছাড়িয়ে গিয়েছে। এই পরিস্থিতিতে মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের সঙ্গে বৈঠক করতে নয়াদিল্লি পৌঁছেছেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

সেই বৈঠক হবে নয়াদিল্লির নির্বাচন সদনে। তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় সহ ১৫ জনের দল নিয়ে ওই বৈঠকে যাবেন মুখ্যমন্ত্রী। অভিষেক অবশ্য এর আগেও একবার জ্ঞানেশ কুমারের সঙ্গে দেখা করেছেন। সদ্য সদ্য কমিশন রাজ্যের স্বরাষ্ট্রসচিব জগদীশ মিনা সহ ১৫ আইএএস এবং হাওড়ার প্রাক্তন পুলিশ সুপার প্রবীণ ত্রিপাঠী সহ ১০ জন আইপিএস অফিসারকে নির্বাচনি পর্যবেক্ষক হিসেবে অন্য রাজ্যে পাঠানোর নির্দেশ দিয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী এই প্রসঙ্গ আলোচনায় তুলবেন বলে ধরে নেওয়াই যায়।

আদতে এসআইআর নিয়ে শুরু থেকেই প্রতিবাদী মমতা। 'ইন্ডিয়া' জোটের মধ্যে এসআইআর নিয়ে প্রথম মুখ খুলেছিলেন তিনিই। দিনের পর দিন মানুষের ভোগান্তি বন্ধের দাবিতে জ্ঞানেশ কুমারকে একের পর এক ছ'টি চিঠি দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। সর্বশেষ চিঠিটি ৩১ জানুয়ারি পাঠানো। চিঠিতে মাইক্রো অবজার্ভার, রোল অবজার্ভার নিয়োগ নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন তিনি। নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে জনপ্রতিনিধিত্ব আইন লঙ্ঘনের অভিযোগ আনা হয়েছে ওই চিঠিতে।

এসআইআর নিয়ে মমতা ও জ্ঞানেশ কুমারের আলোচনা ঘিরে রাজনৈতিক মহলে তীব্র কৌতূহল এখন। নয়াদিল্লির নির্বাচন সদন চত্বরেও চাপা উত্তেজনা আছে। সেই উত্তেজনা নিরাপত্তা সম্পর্কিত। কারণ, পশ্চিমবঙ্গে এসআইআর আতঙ্কে মৃতদের পরিবার সেখানে ধর্নায় বসতে পারে। তারা দিল্লি পৌঁছেও গিয়েছে কয়েক দিন আগে। প্রথমে মুখ্যমন্ত্রীর দিল্লি যাওয়ার তারিখ নির্দিষ্ট ছিল ২৮ জানুয়ারি। সেইমতো এসআইআর সম্পর্কিত মৃতদের পরিবার দিল্লি পৌঁছোতে শুরু করেছিল।

রাজ্যের বিভিন্ন জেলা থেকে যাওয়া কয়েকশো মানুষ এই ক'দিন আছেন বঙ্গ ভবন এবং কয়েকটি হোটেলে। বিশেষ কারণে মমতার দিল্লি যাত্রা পিছোতে হয়। বস্তুত মুখ্যমন্ত্রীকে জ্ঞানেশ কুমারের সময় দেওয়ার খবর ঘোষণা হয় ওই ২৮ তারিখেই। নির্বাচন সদনে নির্ধারিত আলোচনা বৈঠকের একপক্ষ যেহেতু মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, তাই টানটান উত্তেজনা থাকা স্বাভাবিক।

উত্তেজনার পরিস্থিতি তৈরি হলে মুখ্যমন্ত্রী বৈঠকের মাঝপথে বেরিয়ে যাবেন কি না, তা নিয়ে আলোচনা চলছে। এসআইআর সম্পর্কিত মৃতদের পরিবারগুলিকে মিছিল করে যন্তরমন্তরে নিয়ে যাওয়া হবে। সেখানে ধর্না মঞ্চ তৈরি হয়েছে। ধর্না-অবস্থান কতক্ষণ চলবে, বিক্ষোভ শান্তিপূর্ণ থাকবে কি না- এইসব প্রশ্নও উঠেছে। এসআইআর-কে হাতিয়ার করে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জাতীয় স্তরে, বিশেষত 'ইন্ডিয়া' জোটে আরও একবার প্রচারের আলোয় চলে এসেছেন।

যুক্তিগ্রাহ্য অসংগতির তালিকা এবং নো ম্যাপিং-এর ভোটার তালিকা প্রকাশ, কোনও নথি জমা দিলে রসিদ দেওয়া, মাধ্যমিক অ্যাডমিট কার্ডকে স্বীকৃত নথি হিসেবে গ্রহণ- শীর্ষ আদালতের এইসব নির্দেশের মূলে রয়েছে তৃণমূলের ভূমিকা। তাড়াহুড়ো করে এসআইআর প্রক্রিয়া না চালিয়ে বন্ধ করে দেওয়ার দাবি মমতা বহুবার তুলেছেন। ফলে প্রশ্ন উঠছে, মুখোমুখি বৈঠকে জ্ঞানেশ কুমারকে কি নিজের সেই যুক্তি বোঝাতে পারবেন মমতা? পারবেন কি মুখ্যমন্ত্রী প্রিয়জন হারানো পরিবারগুলোর জন্য যথাযথ ক্ষতিপূরণের প্রতিশ্রুতি আদায় করতে? সেদিকেই তাকিয়ে বাংলা।

অমৃতধারা

সংসারের বিষয়ের মধ্যে দাসীর মতো থাকো। সবকিছুর মধ্যে থেকেও কোনও কিছুর মধ্যে থেকো না। সময়মতো তারা চলে যায়। যতই কাজ থাকুক না কেন তাদের আটকানো যায় না। তুমি সংসারে থাকো কিন্তু সংসার যেন তোমাতে না থাকে। দুঃখ! দুঃখ কোথায়? আমরা তো সেই ব্রহ্ম। দুঃখ মনে। আমরা এক মিনিটে নিজেদের মন ঠিক করে নিতে পারি। কী নিয়ে দুঃখ করব? সেই আনন্দ তো ভেতরে। তুমি আমায় পদ্মের কুঁড়ি দিয়েছিলে। আমি তোমায় পদ্ম ফুটিয়ে দিলাম। তোমাদের মধ্যেও কুঁড়ি রয়েছে। আমার কাছে এসে তোমরা একে ফুটিয়ে নাও। প্রত্যেকটা কাজ নিষ্ঠাসহকারে করতে হবে। আমার অতীত আমার বর্তমান তৈরি করে। আমি যদি সারাবছর খাটি তবেই আমি পরীক্ষায় ভালো ফল পাব।

-ভগবান

'আমাদের টাকাতেই তোমাদের বেতন'

কর, রাষ্ট্র ও নাগরিক সম্পর্ক নিয়ে বহুল ব্যবহৃত এক বাক্যের আড়ালের মানসিকতা ও গণতান্ত্রিক তাৎপর্যের বিশ্লেষণ।

রুদ্র সান্যাল

ডিজিটাল যুগে রাজনৈতিক মেরুকরণ যত তীব্র হয়েছে, ততই কিছু বাক্য অস্বাভাবিক দ্রুত জনপ্রিয়তা পেয়েছে। 'আমাদের টাকাতেই তোমাদের বেতন'- এই কথাটি এখন জনপরিসরের এক পরিচিত উচ্চারণ। সামাজিক মাধ্যম, চায়ের আড্ডা কিংবা জনসভা- সরকারি কর্মচারী, শিক্ষক বা চিকিৎসকদের উদ্দেশে এই বাক্যটি প্রায়ই ছুড়ে দেওয়া হয়, বিশেষ করে যখন কোনও দাবি বা অধিকারের প্রশ্ন ওঠে। আপাতভাবে বাক্যটি যুক্তিসংগত বলে মনে হতে পারে। নাগরিক কর দেন, সেই কর থেকেই বেতন আসে- এতে আপত্তির কী আছে? কিন্তু একটু গভীরে গেলে বোঝা যায়, এই যুক্তি অসম্পূর্ণ। এটি কেবল অর্থনৈতিক হিসাব নয়; এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে নাগরিক সম্পর্কের ধারণা, রাষ্ট্রচিন্তা এবং গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের প্রশ্ন।

সরকারি কর্মচারীরা কারও ব্যক্তিগত দয়ার ওপর নির্ভরশীল নন- এই সত্যটি প্রথমেই স্পষ্ট করা জরুরি। একজন শিক্ষক, চিকিৎসক বা প্রশাসনিক আধিকারিক দীর্ঘ প্রতিযোগিতামূলক প্রক্রিয়া, প্রশিক্ষণ এবং আইনি কাঠামোর মাধ্যমে দায়িত্বে আসীন হন। রাষ্ট্রের সঙ্গে তাঁদের সম্পর্ক পেশাগত- তাঁরা শ্রম ও দক্ষতা দেন, রাষ্ট্র তাঁদের পারিশ্রমিক দেয়। এটি শ্রমের ন্যায্য বিনিময়। যখন বলা হয় 'আমার টাকায় তোমাদের ঘর চলে', তখন প্রকারান্তরে সেই শ্রমের মর্যাদাকে খাটো করা হয় এবং সম্পর্কটিকে ব্যক্তিগত দয়া বা করুণার স্তরে নামিয়ে আনা হয়।

কর, মালিকানা ও বিভাজনের ভ্রান্তি

আমরা দৈনন্দিন জীবনে অসংখ্য পরিষেবার জন্য অর্থ প্রদান করি। বিদ্যুৎ বিল দিলে কি বিদ্যুৎকর্মীর ওপর ব্যক্তিগত মালিকানা তৈরি হয়? ট্রেনের টিকিট কাটলে কি রেলকর্মীর ওপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়? নিশ্চয়ই নয়। এগুলো প্রাতিষ্ঠানিক পরিষেবা, যেখানে নাগরিক ও প্রতিষ্ঠানের সম্পর্ক পারস্পরিক দায়বদ্ধতার ওপর দাঁড়িয়ে। সরকারি পরিষেবাও সেই একই কাঠামোর অংশ। অর্থ প্রদান এখানে ব্যক্তিগত ক্ষমতার উৎস নয়; বরং একটি সমষ্টিগত ব্যবস্থাকে সচল রাখার উপায়।

কর ব্যবস্থার ক্ষেত্রেও একই যুক্তি প্রযোজ্য। নাগরিক কর দেন- এটি কোনও দয়া নয়, নাগরিকত্বের অবিচ্ছেদ্য অংশ। রাষ্ট্র নাগরিককে নিরাপত্তা, পরিকাঠামো, বিচার ব্যবস্থা এবং প্রশাসনিক স্থিতিশীলতা দেয়; নাগরিক সেই ব্যবস্থাকে সচল রাখতে কর প্রদান করেন। এই পারস্পরিক সম্পর্ককে যদি 'আমরা বনাম তোমরা' বিভাজনে নামিয়ে আনা হয়, তবে তা গণতান্ত্রিক চেতনার পরিপন্থী হয়ে দাঁড়ায়। কারণ সরকারি কর্মচারীরাও নাগরিক, এবং তাঁরাও একই কর ব্যবস্থার অংশ। ফলে এখানে প্রকৃত অর্থে আলাদা কোনও পক্ষ নেই- আছে একটি পারস্পরিক নির্ভরশীল সামাজিক কাঠামো।

এই বিভাজনের ভাষা ধীরে ধীরে মানসিক দূরত্ব তৈরি করে। নাগরিক পরিষেবাকে তখন যৌথ দায়িত্ব হিসেবে নয়, বরং একতরফা 'দেওয়া-নেওয়া' সম্পর্ক হিসেবে দেখা হয়। এই দৃষ্টিভঙ্গি দীর্ঘমেয়াদে সামাজিক আস্থাকে দুর্বল করে, কারণ এতে পারস্পরিক সম্মানের জায়গা সংকুচিত হয়।

রাষ্ট্র বনাম সরকার : গুলিয়ে ফেলার ফল

আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিভ্রান্তি জন্ম নেয় রাষ্ট্র ও সরকারকে এক করে দেখার ফলে। সরকার একটি নির্দিষ্ট রাজনৈতিক মেয়াদের প্রশাসনিক রূপ; রাষ্ট্র একটি দীর্ঘস্থায়ী প্রতিষ্ঠান। সরকারি কর্মীরা কোনও রাজনৈতিক দলের ব্যক্তিগত কর্মী নন; তাঁরা রাষ্ট্রের কর্মী। তাঁদের বেতন কোনও ব্যক্তি বা দলের তহবিল থেকে আসে না; আসে রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে, যা কর, শুল্ক, সরকারি সংস্থার আয় এবং অন্যান্য উৎসে গঠিত। যখন এই পার্থক্য অস্পষ্ট হয়ে যায়, তখন নাগরিক সম্পর্ক আবেগপ্রবণ হয়ে ওঠে এবং পেশাদার প্রতিষ্ঠানগুলোর নিরপেক্ষতা অযথা প্রশ্নের মুখে পড়ে। সমসাময়িক অর্থনৈতিক বাস্তবতাও এই মানসিকতাকে প্রভাবিত করে। কর্মসংস্থানের সংকট, শিক্ষিত বেকারের হতাশা এবং বৈষম্য যখন বাড়ে, তখন সরকারি চাকরিজীবীদের প্রতি অসন্তোষ তৈরি হওয়া অস্বাভাবিক নয়। জন আলোচনায় প্রায়ই এই আবেগকে কাজে লাগানো হয়। কিন্তু কাঠামোগত সমস্যার দায় ব্যক্তিগত কর্মচারীর ওপর চাপালে সমস্যার সমাধান হয় না; বরং পারস্পরিক অবিশ্বাস বাড়ে।

আমাদের টাকাতেই তোমাদের বেতন' বাক্যটি জনপ্রিয় হলেও এর মধ্যে লুকিয়ে আছে নাগরিক সম্পর্কের ভুল ধারণা। সরকারি কর্মচারীরা দয়ার পাত্র নন; তাঁরা রাষ্ট্রের সঙ্গে পেশাগত চুক্তিতে কাজ করেন। কর প্রদান মালিকানা তৈরি করে না, বরং সমষ্টিগত ব্যবস্থাকে সচল রাখে। রাষ্ট্র ও সরকারকে গুলিয়ে ফেললে পেশাদার প্রতিষ্ঠানের স্বাধীনতা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। অতিরঞ্জিত ভোক্তা মানসিকতা সামাজিক আস্থা কমায়। সম্মানজনক ভাষা নাগরিক সম্পর্ককে পরিণত করে- এটাই সুস্থ গণতন্ত্রের শর্ত।

ভোক্তা মানসিকতা ও সামাজিক আস্থার সংকট

এই বাক্যবন্ধের আরেকটি সামাজিক প্রভাব হল অতিরঞ্জিত ভোক্তা মানসিকতা। বাজারে ক্রেতা যেমন পণ্য কেনেন, তেমনভাবে রাষ্ট্রীয় পরিষেবাকেও যদি কেবল কেনাবেচার সম্পর্ক হিসেবে দেখা হয়, তবে নাগরিক দায়িত্ব ও সামাজিক আস্থা দুর্বল হয়ে পড়ে। একজন শিক্ষক প্রত্যন্ত অঞ্চলে শিক্ষার আলো পৌঁছে দেন, একজন চিকিৎসক সীমিত পরিকাঠামোয় রোগীর পাশে দাঁড়ান, অথবা একজন পুলিশকর্মী মাঝরাতে পাহারা দেন- এই কাজগুলো কেবল আর্থিক লেনদেনের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়; এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে সামাজিক দায়বদ্ধতা ও পেশাগত নৈতিকতা।

এই প্রেক্ষাপটে শিক্ষকরা প্রায়ই নীরব লক্ষ্যবস্তু হয়ে ওঠেন। শিক্ষা ব্যবস্থার ত্রুটি নিয়ে আলোচনা প্রয়োজন, কিন্তু শিক্ষককে দায়ী করার সহজ পথ সমাজকে বিভ্রান্ত করে। একজন নাগরিক যখন নিজের অধিকার সম্পর্কে সচেতন হন, তখন সেই সচেতনতার ভিত্তি গড়ে দেন একজন শিক্ষকই। ফলে শিক্ষকদের অবমূল্যায়ন মানে জ্ঞানের সামাজিক ভিত্তিকেই দুর্বল করা।

ভাষা বদলালে সম্পর্ক বদলায়

ভাষা শুধু ভাব প্রকাশ করে না; ভাষা সামাজিক মনোভাব নির্মাণ করে। 'আমাদের টাকাতেই তোমাদের বেতন' বলার পরিবর্তে যদি বলা হয় 'রাষ্ট্রের অর্থে সরকারি কর্মচারীরা বেতন পান', তবে বাস্তবতা অক্ষুণ্ণ থাকে, কিন্তু অবজ্ঞা যুক্ত হয় না। এই সূক্ষ্ম পরিবর্তন নাগরিক সম্পর্ককে পরিণত করে এবং আলোচনাকে যুক্তিনির্ভর করে।

একটি আধুনিক রাষ্ট্র কেবল প্রশাসনিক কাঠামো নয়; এটি সহযোগিতার ফল। শ্রেণিকক্ষ, হাসপাতাল, আদালত ও দপ্তরের নীরব শ্রম মিলেই রাষ্ট্র কার্যকর থাকে। সেই শ্রমকে সম্মান করা নাগরিক দায়িত্বের অংশ। অধিকার ও কর্তব্যের ভারসাম্য রক্ষা না হলে গণতন্ত্র কেবল আইনি কাঠামোয় সীমাবদ্ধ হয়ে যায়, সামাজিক আস্থায় নয়। পারস্পরিক সম্মান ও সংযত আলোচনার সংস্কৃতিই একটি সুস্থ গণতন্ত্রের ভিত্তি।

(লেখক শিক্ষক)

আজ

১৯৩১

কবি, ঔপন্যাসিক পূর্ণেন্দু পত্রীর জন্ম আজকের দিনে।

১৯৪৯

আজকের দিনে জন্মগ্রহণ করেন শিল্পী হৈমন্তী শুক্লা।

আলোচিত

নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে মিশে গেল শিলিগুড়ি। আহমেদাবাদ-মুম্বইয়ের পর শিলিগুড়ি থেকে বারাণসী পর্যন্ত দ্বিতীয় বুলেট ট্রেন পেতে চলেছে শিলিগুড়ি। কিছুদিন আগে উত্তরবঙ্গ পেয়েছে বন্দে ভারত স্লিপার ট্রেন। এবার বুলেট ট্রেন পাচ্ছে শিলিগুড়ি। এতে উত্তরবঙ্গের গুরুত্ব আরও বাড়ল।

- শংকর ঘোষ

ভাইরাল/১

বন্দে ভারতের সিট দখল করে ভ্রমণ করছে একজোড়া চপ্পল! এক মহিলা তাঁর স্বামী-সন্তানের জন্য টিকিট কিনেছিলেন। ৭-৮ ঘণ্টার ভ্রমণে বাচ্চাটি তার বাবার কোলে বসে ছিল। সিট ফাঁকা না রেখে শিশুর চটি জোড়া সেখানে রেখে দেওয়া হয়। ভিডিও ভাইরাল।

ভাইরাল/২

ফিলিপিন্সের ম্যানিলা বিমানবন্দরে এক মহিলা নিরাপত্তাকর্মী একজন যাত্রীর ব্যাগ থেকে ৩০০ ডলার চুরি করেন। যাত্রীটি কর্মকর্তাদের বিষয়টি জানান। তখন চুরির টাকা জল দিয়ে গিলে ফেলার চেষ্টা করেন নিরাপত্তাকর্মী। বরখাস্ত করা হয়েছে তাঁকে।

জনমন জনমত

রাজাভাতখাওয়া-জয়ন্তী রেলপথে পরিবেশের ব্যাপক ক্ষতি

বন, বন্যপ্রাণী এবং পরিবেশ রক্ষার স্বার্থে ও পরিবেশমন্ত্রকের নিষেধাজ্ঞায় রাজাভাতখাওয়া থেকে জয়ন্তী পর্যন্ত ১৫.১৩ কিলোমিটার দীর্ঘ রেললাইনটি ১৯৮৬ সালেই বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। কারণ ওই এলাকাটি সংরক্ষিত বনাঞ্চল। হাতি, নেকড়ে বাঘ, হরিণ এবং আরও অনেক বিলুপ্তপ্রায় প্রাণী অবাধে বিচরণ করে ওই সংরক্ষিত বনভূমিতে। পরিবেশ রক্ষার স্বার্থে ওই এলাকার বেশ কয়েকটি বস্তিও এলাকা থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছিল।

কিন্তু কোনও অজানা কারণে কেন্দ্রীয় সরকার হঠাৎ করেই প্রায় ৪০ বছর আগে বন্ধ হয়ে যাওয়া ওই রেলপথ পুনরায় চালু করতে যাচ্ছে এবং ওই রেলপথ তৈরি করতে ১৮০.১৬ কোটি টাকা বরাদ্দও করে ফেলেছে। এটা যদি সত্যি বাস্তবায়িত হয় তাহলে পরিবেশের যে অপূরণীয় ক্ষতি হবে তা বিশদে বলার অপেক্ষা রাখে না। কারণ জনসংখ্যা বৃদ্ধির জেরে দিনের পর দিন বনের আয়তন সংকুচিত হচ্ছে এবং বন্যপ্রাণীর সংখ্যা হ্রাস পাচ্ছে। ফলে পরিবেশের ভারসাম্য বিঘ্নিত হচ্ছে। এরপর যতটা সংরক্ষিত বনভূমি টিকে আছে সেটার উপর রেললাইন চালু হলে পরিবেশের আরও অনেক বেশি ক্ষতি হবে। তাই বন ও বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের কথা মাথায় রেখে ওই বরাদ্দ করা অর্থ অন্য কোনও উন্নয়নমূলক প্রকল্পে ব্যয় করা উচিত।

ভীমনারায়ণ মিত্র
দেবীনগর, রায়গঞ্জ।

চাকরির মেলায় গুরুত্ব পাক উত্তরবঙ্গ

ভারতের অনেকগুলো গুরুত্বপূর্ণ শহরে কয়েক মাস পরপর চাকরির মেলার মাধ্যমে একই দিনে একসঙ্গে কেন্দ্রীয় সরকারের নানা অফিসে চাকরি দেওয়া হয়। কয়েকদিন আগে ভারতের বিভিন্ন শহরের সঙ্গে দক্ষিণবঙ্গের বনগাঁ এবং উত্তরবঙ্গের জলপাইগুড়ি জেলার রাধাবাড়ির বিএসএফ কার্যালয়ে এই ধরনের চাকরির মেলার মাধ্যমে নিয়োগপত্র দেওয়া হল। প্রধানত রেল, বিএসএফ, পোস্ট অফিস প্রভৃতি সংস্থায় ২৭২ জন রাধাবাড়িতে নিয়োগপত্র পেলেন।

দেখা গেল, এখানে উত্তরবঙ্গের ছেলেরা কম নিয়োগপত্র পেলেন। বেশিরভাগ নিয়োগপত্র ঝাড়খণ্ড এবং বিহারের ছেলেমেয়েরা পেলেন। উত্তরবঙ্গের ছেলেমেয়েদের সংখ্যা তুলনায় কম। একইদিনে বিহার ও ঝাড়খণ্ডের চাকরির মেলা কেন্দ্রগুলিতে শুধুমাত্র সেই রাজ্যের ছেলেমেয়েরাই নিয়োগপত্র পেয়েছেন। পরবর্তীতে উত্তরবঙ্গের শহরগুলির চাকরির মেলায় যেন উত্তরবঙ্গের কর্মপ্রার্থীদের অগ্রাধিকার দেওয়া হয়।

রীতম হালদার
সংহতি মোড়, শিলিগুড়ি।

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : বিহানি আবাসন, গ্রাউন্ড ফ্লোর (নেতাজি মোড়ের কাছে), গোলাপট্টি, বাঁধ রোড, মালদা-৭৩২১০১, ফোন : ৯৮০০৫৮৫৯৫০। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar
Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012 and Postal Regn. No. WB/DE/010/2024-26. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যে রাজনীতির করাল গ্রাস

উত্তরবঙ্গের শিল্প-সংস্কৃতি ও সামাজিক মূল্যবোধ আজ রাজনৈতিক সংকীর্ণতা ও অপসংস্কৃতির দাপটে অস্তিত্বের সংকটে।

সনাতন পাল

উত্তরবঙ্গের বিশাল ভূখণ্ডজুড়ে ছড়িয়ে আছে প্রচুর ইতিহাস। যমুনার তীরে যে হিলিতে একদা পা রেখেছিলেন নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু, যেখানকার রেলপথ দিয়ে দেশভাগের আগে পদ্মার কাঁচা ইলিশ আর চা বাগানের প্রয়োজনীয় চিঠিপত্র নিয়ে শিলিগুড়িতে পৌঁছাত 'দার্জিলিং মেল', সেই ঐতিহ্য আজ স্মৃতির ক্যানভাসে বন্দি। মংপুতে কবিগুরুর ছোঁয়া লাগা গৌরীপুর হাউস থেকে শুরু করে কোচবিহারের রাজবাড়ি, মদনমোহন মন্দির, ভাওয়াইয়া সম্রাট আব্বাসউদ্দিনের জন্মভূমি, কিংবা মালদার আদিনা মসজিদ ও গঙ্গারামপুরের বাণগড়- উত্তরের এই বিপুল ঐশ্বর্য কেবল ইট-পাথরের স্থাপত্য নয়, বরং এক গভীর জীবনবোধ ও সংস্কৃতির পরিচয়। সরকার বাহাদুরের কিছু রক্ষণাবেক্ষণ থাকলেও, স্থানীয় মানুষের উদাসীনতা ও সচেতনতার অভাবে অনেক ক্ষেত্রেই এই হেরিটেজ আজ বিপন্ন।

সৌজন্যের অপমৃত্যু ও বর্তমানের কাদা

উত্তরের শিল্প-সংস্কৃতি চর্চায় মূল্যবোধ রক্ষার দায় আসলে কার? গম্ভীরা, ভাওয়াইয়া, রাসের মেলা কিংবা পাহাড়ের কমলালেবুর ঘ্রাণে যে স্নিগ্ধতা ছিল, তা আজ রাজনৈতিক হানাহানি ও অসামাজিক কলুষতায় ম্লান। একদা এই উত্তরবঙ্গ ছিল পারস্পরিক সৌজন্য ও ভ্রাতৃত্বের এক পবিত্র বাসভূমি। আজ পরিস্থিতি এমন যে, অপরাধের বিরুদ্ধে মানুষ সাক্ষ্য দিতেও ভয় পায়, দোকানের ঝাঁপ নেমে যায় আতঙ্কে। আগে ভিন্ন মতাদর্শের মানুষের মধ্যেও যে সৌভ্রাতৃত্বের বন্ধন ছিল, তা আজ প্রকাশ্য দিবালোকে খুনোখুনিতে পর্যবসিত হয়েছে। উৎসবের আঙিনায় এখন ভক্তির চেয়ে মদ আর জুয়ার দাপট বেশি। বালুরঘাটের মতো মফসসল শহরেও চায়ের আড্ডার সেই পুরোনো মেজাজ আজ রাজনৈতিক নিশ্বাসে রুদ্ধ। স্বাধীন মতামত প্রকাশের পথে এক অদৃশ্য ভয় বাসা বেঁধেছে। ঠিক যেমন রোদ-ঝড়-জলে প্রস্তরখণ্ড ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, উত্তরবঙ্গের অখণ্ড সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যও আজ রাজনীতির আঘাতে ক্ষয়িষ্ণু। মানুষের জন্য রাজনীতি হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু আজ রাজনীতির যূপকাষ্ঠে সাধারণ মানুষকে বলি দেওয়া হচ্ছে, যা এক গভীর সামাজিক সংকটের ইঙ্গিতবাহী।

তবুও জীবন স্বপ্ন দেখে।। বালুরঘাটে নাট্যচর্চা।

বিভাজিত মঞ্চ ও অনুগত শিল্পকলা

এমনকি যে নাটক এককালে সারা দেশকে পথ দেখাত, সেই নাট্যচর্চাও আজ কিছুটা ম্রিয়মাণ। বিভিন্ন নাটকের দলের একটি অংশ এখন সৃজনশীল অনুশীলনের চেয়ে সরকারি অনুগ্রহের ওপর বেশি নির্ভরশীল হয়ে পড়ছে। একদল শিল্পী যেখানে পরিশ্রম আর যোগ্যতায় বিশ্বাসী, অন্য এক পক্ষ খড়কুটোর মতো রাজনৈতিক ছত্রছায়াকে আঁকড়ে বাঁচতে চায়। এর ফলে সাংস্কৃতিক কর্মীদের মধ্যে এক অস্বাস্থ্যকর বিভাজন তৈরি হচ্ছে, যা সর্বজনীন সাংস্কৃতিক বিকাশে প্রধান অন্তরায়। নাট্য উৎসব থেকে শুরু করে গ্রামীণ মেলা- সর্বত্রই এক অদ্ভুত ক্ষমতার খেলা চলছে, যা সুস্থ সংস্কৃতির গলায় ফাঁস পরাচ্ছে। প্রতিভা নয়, বরং আনুগত্যই এখন যোগ্যতার মাপকাঠি হয়ে দাঁড়াচ্ছে।

উত্তরণের পথ ও সম্মিলিত দায়বদ্ধতা

সবচেয়ে দুর্ভাগ্যজনক বিষয় হল, প্রতিযোগিতামূলক অনুষ্ঠান বা মেলায় বিচারকমণ্ডলীকে প্রভাবিত করার অভিযোগ। মানুষের ব্যক্তিগত পরিচয়ের চেয়ে রাজনৈতিক পরিচিতি আজ বড় হয়ে দাঁড়িয়েছে। সমাজমাধ্যমে দলবদ্ধভাবে ভালোকে মন্দ আর মন্দকে ভালো প্রমাণ করার এক কৃত্রিম ও রুগ্ন প্রবণতা তৈরি হয়েছে। ব্যক্তি কুৎসা এখন শ্রেষ্ঠত্বের প্রশংসার চেয়েও বেশি গুরুত্ব পায়। এই মানসিক দাসত্ব থেকে বেরিয়ে আসতে হবে। উত্তরবঙ্গের সমৃদ্ধ ইতিহাস আর মাটির টানকে বুঝতে হলে কলুষমুক্ত সংস্কৃতির প্রয়োজন। উত্তরবঙ্গের মানুষকেই উদ্যোগী হতে হবে এই অবক্ষয় রুখতে। দলমতনির্বিশেষে ঐতিহ্যের উঠোনে যদি আবার মূল্যবোধকে ভিত্তি করে সম্মিলিত হওয়া যায়, তবেই এই মাটি তার হারানো গরিমা ফিরে পাবে।

(লেখক শিক্ষক ও সাহিত্যিক)

শব্দরঙ্গ ■ ৪৩৫৯

১		২	★	৩	★	★	★
	★	৪			★	৫	৬
৭			★				
★	★	★		৮		★	
৯			১০	★	★	★	★
	★	★			১১		১২
১৩		★	১৪		★		
★	★	★		১৫			

পাশাপাশি : ১। যিনি শান্তি আনতে পারেন ৪। কাঁটাযুক্ত গাছ ৫। শরীর মনের সামঞ্জস্য বিধানের প্রক্রিয়া ৭। ডেকে পাঠানো ৮। বহেড়া গাছ ৯। যা ফিরিয়ে নেওয়া হয়েছে ১১। দেশছাড়া করা ১৩। মায়ের দিদি ১৪। গাড়ির হুড বা টুপি ১৫। লেই জাতীয় পদার্থ দিয়ে ঢেকে দেওয়া।

উপর-নীচ : ১। যে ভীষণ ভয় পেয়েছে ২। মোগল যুগের প্রাদেশিক শাসক ৩। হিন্দু ও মুসলিমদের কলেরা রোগের লৌকিক দেবী ৬। হলুদ রংয়ের অধাতব মৌলিক পদার্থ ৯। পুজোর জন্য মাটির মূর্তি ১০। সুশিক্ষা বা ভদ্রতার রীতিনীতি ১১। ধূর্ত, দুষ্ট বা ভণ্ড ১২। হারানো বস্তু খুঁজে পাওয়া।

সমাধান ■ ৪৩৫৮

পাশাপাশি : ১। দফারফা ৩। বৈঠক ৫। নবাবজাদা ৭। কাজিয়া ৯। পানসি ১১। বরকন্দাজ ১৪। তনিকা ১৫। দন্তাবল।

উপর-নীচ : ১। দন্তালিকা ২। ফাল্গুন ৩। বৈভব ৪। কশিদা ৬। জাহান ৮। জিগির ১০। সিংহল ১১। বনাত ১২। কণিকা ১৩। জশদ।

ভালো খবর

'সমুদ্রে যা ছুড়ে ফেলি, তা-ই একদিন আমাদের পাতে ফিরে আসে'- মহারাষ্ট্রের দেউগড়ের মৎস্যজীবী গৌরব খানভিলকারের এই উপলব্ধিই আজ কোঙ্কণ উপকূলের জীবনরেখা। বছরে প্রায় ৩ লক্ষ লিটার বিষাক্ত ইঞ্জিনের তেল মিশত আরব সাগরে, যা বিপন্ন করছিল সামুদ্রিক প্রাণ ও জনস্বাস্থ্য। এই অন্ধকার ঘোচাতে পুনের গোখলে ইনস্টিটিউটের গবেষক শ্রুতি ও পূজা ২০২৪ সালে শুরু করেন 'ওশান' প্রকল্প। এই সার্কুলার ইকনমি মডেলে জেলেরা এখন সাগরে তেল না ফেলে তা অর্থের বিনিময়ে সংগ্রহকারীদের হাতে তুলে দিচ্ছেন। স্কুলের খুদে পড়ুয়ারা হয়েছে এর প্রচারক। ২০২৫-এর পাইলট প্রোজেক্টে ইতিমধ্যেই ৮০০ জন জেলের অংশগ্রহণে ২৮০০ লিটার তেল ঠিক কাজে লাগানো গিয়েছে। দূষণমুক্ত সমুদ্র আর বাড়তি আয়ের এই মেলবন্ধন এখন গোয়া ও তামিলনাড়ুতেও আশার আলো দেখাচ্ছে।

অর্থমন্ত্রীর শাড়িতে তামিল ঐতিহ্য

নয়াদিল্লি, ১ ফেব্রুয়ারি : নবম বাজেট পেশের দিনে ফের নজর কাড়লেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন। পরনে তামিল ঐতিহ্যের বেগুনি রঙের কাঞ্জিভরম শাড়ি। কফি-ব্রাউন রঙের কাজ করা পাড়। শাড়ির রঙের সঙ্গে বৈপরীত্য তুলে ধরতে হালকা হলুদ রঙের ফুলহাতা ব্লাউজ। অর্থমন্ত্রীর শাড়ি বরাবর বুঝিয়ে দেয় ভোটের বার্তা। এবারও ব্যতিক্রম হয়নি। চলতি বছরেই তামিলনাড়ু বিধানসভার ভোট। এখন সেখানে ডিএমকে-কংগ্রেস জোট সরকার। এই আবহে তাঁর শাড়িতে তামিলনাড়ুর ছোঁয়া। মনে করা হচ্ছে, ওই রাজ্যের আঞ্চলিক আবেগের প্রতি সম্মান জানাতেই তিনি এমন শাড়ি পরেছেন।

একদিকে ডলারের সাপেক্ষে টাকা তলানিতে। মানুষ কর্মসংস্থানের হিসেব কষছেন। নির্মলার শাড়ির ভাঁজে কিন্তু নিঃশব্দে ধরা দিয়েছে প্রধানমন্ত্রীর বহুচর্চিত শব্দবন্ধ 'ভোকাল ফর লোকাল'। অর্থমন্ত্রীর সাজ বুঝিয়ে দিয়েছে তিনি আত্মবিশ্বাসী। তাঁর শাড়ি কোনও না কোনও রাজ্যের হ্যান্ডলুম শিল্পের ঐতিহ্য তুলে ধরে। এর আগে ওডিশার বোমকাই, বাংলার কাঁথা স্টিচ ও বিহারের মধুবনি শাড়ি পরেও বাজেট পেশ করেছেন তিনি। ৯ বার বাজেট পেশে ৯ রকমের শাড়ি পরেছেন।

স্বমেজাজে... নবমবার বাজেট পেশ করার পর অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন।

সীমান্তে চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় রেকর্ড বরাদ্দ প্রতিরক্ষায়

নয়াদিল্লি, ১ ফেব্রুয়ারি : বাজেট বক্তৃতায় প্রতিরক্ষা নিয়ে খুব বেশি শব্দ খরচ না করলেও, তলে তলে দেশের সামরিক বরাদ্দ একধাক্কায় অনেকটা বাড়িয়ে দিলেন সীতারামন। ২০২৬-'২৭ অর্থবর্ষের বাজেটে প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে মোট ৭.৮৫ লক্ষ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে, যা গত বছরের তুলনায় ১৫ শতাংশ বেশি। পাকিস্তান ও চিনের সঙ্গে দ্বিমুখী থ্রেট এবং গত বছরের 'অপারেশন সিঁদুর'-এর অভিজ্ঞতার কথা মাথায় রেখে মোদি সরকার যে সামরিক প্রস্তুতিতে কোনও আপস করতে রাজি নয়, এই বিপুল বরাদ্দ তারই ইঙ্গিত।

এবারের প্রতিরক্ষা বাজেটের সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ দিক হল, সামরিক আধুনিকীকরণ। আধুনিক অস্ত্রশস্ত্র, যুদ্ধবিমান ও রণতরি কেনার জন্য এবার ২.৩১ লক্ষ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে, যা গত বছরের চেয়ে ২৮ শতাংশ বেশি। সম্প্রতি ফ্রান্সের থেকে ১১৪টি রাফাল যুদ্ধবিমান কেনার যে মেগা চুক্তি ভারত করেছে, এবারের বর্ধিত বরাদ্দ সেই আধুনিকীকরণের পথকে প্রশস্ত করবে। বায়ুসেনার জন্য ফাইটার জেটের নতুন ইঞ্জিন তৈরিতে ৬৩,৭৩৩ কোটি এবং নৌবাহিনীর জন্য ২৫,০২৩ কোটি টাকা বরাদ্দ হয়েছে। অর্থমন্ত্রীর লক্ষ্য যে ভারতকে বিশ্বমানের 'ডিফেন্স হাব' হিসেবে গড়ে তোলা, তা বোঝা যায় প্রতিরক্ষা পণ্যে আমদানি শুল্ক সংক্রান্ত ঘোষণায়। প্রতিরক্ষা সরঞ্জামের রক্ষণাবেক্ষণ, মেরামত ও ওভারহোলিং-এর কাজে ব্যবহৃত যন্ত্রাংশ তৈরির কাঁচামালের ওপর থেকে আমদানি শুল্ক (বেসিক কাস্টমস ডিউটি) সম্পূর্ণ মকুব করা হয়েছে। এর ফলে দেশীয় উৎপাদন যেমন বাড়বে, তেমনই কমবে বিদেশের ওপর নির্ভরশীলতা।

প্রতিরক্ষা বিশেষজ্ঞদের মতে, এই বাজেট 'আত্মনির্ভর ভারত' ও 'মেক ইন ইন্ডিয়া' নীতির প্রতিফলন। গত অর্থবর্ষে ভারতের প্রতিরক্ষা উৎপাদন ১.৫৪ লক্ষ কোটি টাকা ছুঁয়েছে এবং রপ্তানি দাঁড়িয়েছে ২৩,৬০০ কোটি টাকায়। ব্রহ্মস ক্ষেপণাস্ত্র বা আকাশ এয়ার ডিফেন্স সিস্টেমের মতো দেশীয় প্রযুক্তিতে

নজরে পাক, চিন

তৈরি অস্ত্রশস্ত্র এখন বিশ্ববাজারে সমাদৃত। এই ধারা বজায় রাখতে আইডেক্স স্টার্টআপ এবং প্রতিরক্ষা গবেষণায় বড় বিনিয়োগের প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। সীমান্ত এলাকায় পরিকাঠামো উন্নয়নের জন্য বিআরওকেও বাড়তি গুরুত্ব দেওয়ার কথা বলেছেন সীতারামন। প্রাক্তন সেনাকর্মীদের পেনশনের জন্য বরাদ্দ হয়েছে ১.৭১ লক্ষ কোটি টাকা।

পর্যবেক্ষকদের বক্তব্য, গত কয়েক বছর ধরে জিডিপির তুলনায় প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে বরাদ্দ মোটের ওপর 'স্থিতিশীল' ছিল। প্রকৃত অর্থে বরাদ্দের এই অঙ্ক সামরিক বাহিনীর ৩ শাখাকে প্রযুক্তিনির্ভর ও আধুনিক করে গড়ে তুলতে গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক হয়ে দাঁড়াবে।

কমিশনের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টে মমতা

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ১ ফেব্রুয়ারি : এসআইআর নিয়ে নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে রণং দেহি মেজাজে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। দেশের মুখ্য নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) জ্ঞানেশ কুমারকে পত্রাঘাতের পাশাপাশি এবার কমিশনের বিরুদ্ধে আইনি লড়াইয়েও নেমেছেন তিনি। নির্বাচন কমিশন ও রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনি আধিকারিক (সিইও)-এর বিরুদ্ধে বাংলার এসআইআর প্রক্রিয়া নিয়ে সুপ্রিম কোর্টে মামলা দায়ের করেছেন তৃণমূলনেত্রী। ২৮ জানুয়ারি এই মামলা ফাইল করা হয়েছে।

দলীয় সূত্রে দাবি, মুখ্যমন্ত্রী ওই মামলাটি করেছেন পশ্চিমবঙ্গের বাসিন্দা এবং ভারতীয় নাগরিক হিসেবে, সম্পূর্ণ ব্যক্তিগতভাবে। সোমবার শীর্ষ আদালতে মামলাটির মেনশনিং হতে পারে এবং দ্রুত শুনানির আবেদন জানানো হবে বলে খবর। এর অর্থ খুব স্পষ্ট, কমিশনের সঙ্গে সংঘাতের রাস্তা থেকে আপাতত তিনি সরতে নারাজ। এর আগে তৃণমূল সাংসদ দোলা সেন, ডেরেক ও'ব্রায়েন, মহুয়া মৈত্র আদালতে এসআইআর নিয়ে মামলা করেছেন। বুধবার ডেরেক ও দোলার মামলার শুনানি হওয়ার কথা।

রবিবার বিকালে নয়াদিল্লিতে পৌঁছেই তৃণমূলনেত্রী স্পষ্ট করে দিয়েছেন, এই লড়াই শুধু রাজনৈতিক নয়, সাংবিধানিক অধিকার রক্ষার প্রশ্ন। সোমবার বিকালে জ্ঞানেশ কুমারের নেতৃত্বাধীন কমিশনের ফুল বেঞ্চের সঙ্গে দেখা করবেন মুখ্যমন্ত্রী। এদিন নয়াদিল্লি রওনা হওয়ার আগে মমতা বলেন, 'বাংলা বিরোধীদের বিরুদ্ধে লড়াই হবে গণতান্ত্রিকভাবে। বাংলায় নির্বাচনে জিততে না পেরে বিজেপি নির্বাচন কমিশনকে কাজে লাগিয়ে এসআইআর চক্রান্ত করে মানুষকে হেনস্তা করছে। এই সবকিছুর বিরুদ্ধে বাংলা জিতবেই।'

দিল্লির সাউথ এভিনিউয়ের বাসভবনে পৌঁছনোর পরই সোমবারের ব্যস্ত কর্মসূচির প্রস্তুতি শুরু করেন তৃণমূল সুপ্রিমো। সোমবার সংসদ ভবনে গিয়ে দলের সাংসদদের সঙ্গে বৈঠকের সম্ভাবনা রয়েছে তাঁর। পরে বিকালে নির্বাচন কমিশনের ফুল বেঞ্চের সঙ্গে মুখোমুখি হওয়ার কথা মুখ্যমন্ত্রীর। শনিবার সিইসিকে যে চিঠি মমতা পাঠিয়েছিলেন তাতে আইন ও বিধি লঙ্ঘন করে এসআইআর চাপিয়ে দেওয়ার অভিযোগ তোলা হয়েছিল। এসআইআরে যেভাবে ৮১০০ জন মাইক্রোঅবজার্ভার নিয়োগ করা হয়েছে তা নিয়েও অভিযোগ তোলেন তিনি।

মুখ্যমন্ত্রী সাফ জানান, জনপ্রতিনিধিত্ব আইন বা ১৯৬০ সালের বিধান কোথাও মাইক্রোঅবজার্ভারের ভূমিকা বা সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতার কথা বলা নেই।

- সোমবার দিল্লিতে মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের সঙ্গে বৈঠক মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের
- বৈঠকের আগেই কমিশন ও রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনি আধিকারিকের বিরুদ্ধে শীর্ষ আদালতে মামলা করলেন
- আগামী বুধবার এসআইআর মামলা নিয়ে শীর্ষ আদালতে শুনানি রয়েছে

> বাংলা বিরোধীদের বিরুদ্ধে লড়াই হবে গণতান্ত্রিকভাবে। বিজেপি নির্বাচন কমিশনকে কাজে লাগিয়ে এসআইআর চক্রান্ত করে মানুষকে হেনস্তা করছে। এই সবকিছুর বিরুদ্ধে বাংলা জিতবেই।
>
> মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রত্যাশা বনাম হতাশার তর্কযুদ্ধ বাজেট ঘিরে

নয়াদিল্লি, ১ ফেব্রুয়ারি : ২০২৬-২৭-এর সাধারণ বাজেটের ভূয়সী প্রশংসা করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। এই বাজেট দেশের তরুণ সমাজের স্বপ্নের বাজেট বলে উল্লেখ করেছেন তিনি। কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামনের প্রশংসা করে মোদি জানিয়েছেন, মহিলাদের উন্নয়নের স্বার্থে, কৃষি ও শিক্ষার স্বার্থে এই বাজেটে সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা রয়েছে। বিভিন্ন দেশের সঙ্গে ভারত যে বাণিজ্যচুক্তি করেছে তরুণ সমাজ যাতে তার সুবিধা পেতে পারে সেই কথা মাথায় রেখেই বাজেট প্রস্তুত করা হয়েছে।

মোদি বলেন, 'আজকের বাজেট ঐতিহাসিক। দেশের নারীশক্তির প্রতিবিম্ব মহিলা অর্থমন্ত্রীর রূপে নির্মলা সীতারামন লাগাতার নবম বার দেশের বাজেট প্রস্তুত করে নতুন রেকর্ড তৈরি করেছেন। এই বাজেট প্রচুর সুযোগের রাজমার্গ। বর্তমান স্বপ্নগুলিকে সফল করে এবং ভারতের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের ভিত্তিকে মজবুত করেছে এই বাজেট। ২০৪৭ সালের বিকশিত ভারতের আমাদের উঁচু উড়ানের মজবুত আধার হল এই বাজেট।' এক্সে প্রধানমন্ত্রী লিখেছেন, '১৪০ কোটি ভারতীয়র আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন হল এই বাজেট। দেশের সংস্কারযাত্রা এতে আরও শক্তিশালী হল।' কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা বলেছেন, 'এই বাজেট বিকশিত ভারতের বাজেট। এই বাজেটে ২০৪৭ সালের মধ্যে উন্নত ভারত গড়ার স্পষ্ট রোডম্যাপ রয়েছে।' অন্যদিকে বিজেপির সভাপতি নীতিন নবীন বলেন, '২০৪৭ সালের জন্য সংকল্প থেকে সিদ্ধির কথা বলা আছে এই বাজেটে।'

তবে শাসক শিবির বাজেটের প্রশংসা করলেও বিরোধীরা তীব্র সমালোচনা করেছেন। লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি বাজেটের সমালোচনা করে সমাজমাধ্যমে লিখেছেন, 'তরুণদের হাতে কাজ নেই। উৎপাদনশিল্প মুখ থুবড়ে পড়েছে। লগ্নিকারীরা মূলধন তুলে নিচ্ছেন। গৃহস্থের সঞ্চয়ে টান ধরেছে। কৃষকরা দুর্দশায় রয়েছেন। আসন্ন বিশ্বব্যাপী আর্থিক সংকট সবকিছুকে এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে। এমন একটা সময়ে সরকার যে বাজেট পেশ করেছে তাতে স্পষ্ট মোদি সরকার চায় না এই সমস্যাগুলি শোধরাতে। দেশের মূল সমস্যাগুলি সম্পর্কে এই সরকার অজ্ঞাত।'

প্রাক্তন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী পি চিদম্বরমও বাজেটের সমালোচনা করেছেন। তিনি কংগ্রেস দপ্তরে বলেছেন, '২০২৫-২৬ আর্থিক সমীক্ষায় কিছুদিন আগে যে চ্যালেঞ্জগুলির কথা বলা হয়েছিল সেগুলি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন আদৌ পড়েছেন কিনা আমার সন্দেহ রয়েছে।' সমালোচনা করেছেন কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গেও। শশী থারুরের তোপ, 'সাধারণ বাজেটে কেরল অদৃশ্য।' সিপিএমের পলিটব্যুরো বলেছে, এবারের বাজেট দিশাহীন, যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর পরিপন্থী।

> এই বাজেট বিকশিত ভারতের বাজেট। এই বাজেটে ২০৪৭ সালের মধ্যে উন্নত ভারত গড়ার স্পষ্ট রোডম্যাপ রয়েছে।
>
> অমিত শা

> আসন্ন বিশ্বব্যাপী আর্থিক সংকট এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে বাজেটে। মোদি সরকার চায় না এই সমস্যাগুলি শোধরাতে।
>
> রাহুল গান্ধি

নদিয়া সফরের সম্ভাবনা সীতারামনের

নবনীতা মণ্ডল

নয়াদিল্লি, ১ ফেব্রুয়ারি : এবারের কেন্দ্রীয় বাজেটে মহিলাদের অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নের যে বার্তা দেওয়া হয়েছে, তারই বাস্তব রূপ দিতে খুব শীঘ্রই পশ্চিমবঙ্গের নদিয়ায় আসতে চলেছেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন। দলীয় সূত্রে খবর, তিনি নদিয়ার শান্তিপুর ও ফুলিয়ার ঐতিহ্যবাহী তাঁতশিল্প হাব পরিদর্শনের পরিকল্পনা করেছেন। বিধানসভা নির্বাচনের আগে এই সফরকে বিজেপির তরফে গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পদক্ষেপ।

রবিবার কেন্দ্রীয় সাধারণ বাজেট পেশ করার পরেই কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য। জানা গিয়েছে, সেখানেই অর্থমন্ত্রী তাঁকে জানান খুব শীঘ্রই নদিয়ায় গিয়ে সেখানকার তাঁতশিল্পী, বিশেষত মহিলা তাঁতশিল্পীদের সঙ্গে দেখা করবেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী। এবং সেখানে গিয়ে ভোটের আগে বিশেষ আর্থিক প্যাকেজের কথাও সীতারামন ঘোষণা করতে পারেন বলে জানা গিয়েছে। শমীক ভট্টাচার্য বলেন, 'আজ কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠক হয়েছে। তাঁর নদিয়া সফর নিয়েও কথা হয়েছে।'

শান্তিপুর-ফুলিয়ার তাঁতশিল্প বাংলার গর্ব, আবার এই শিল্পের সঙ্গে যুক্ত বহু পরিবার আজ গভীর আর্থিক সংকটে। বিশেষ করে মহিলা তাঁতশিল্পীরা দীর্ঘদিন ধরেই কাঁচামালের ক্রমবর্ধমান

সাক্ষাৎ করবেন মহিলা তাঁতশিল্পীদের সঙ্গে

দাম, বাজারে ন্যায্য মূল্য না পাওয়া এবং পাওয়ারলুমের অসম প্রতিযোগিতার চাপে বিপর্যস্ত। এই বাস্তব পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতেই নির্মলার নদিয়া সফর। জানা গিয়েছে, সরাসরি তাঁতশিল্পীদের বাড়ি ও কারখানায় গিয়ে তাঁদের অভিজ্ঞতা, সমস্যা এবং চাহিদার কথা শুনবেন। বিজেপির শীর্ষ নেতৃত্ব মনে করছেন, বাংলার গ্রামীণ অর্থনীতিতে, বিশেষত হস্তশিল্প ও তাঁতশিল্পের সঙ্গে যুক্ত মহিলাদের পাশে দাঁড়াতে পারলে তার সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রভাব সুদূরপ্রসারী হবে।

এবারের কেন্দ্রীয় বাজেটে মহিলাদের জন্য যে শি -মার্ট চালু করার ঘোষণা হয়েছে, নদিয়া সফর তারই একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ হতে চলেছে। শি-মার্ট মূলত স্বনির্ভর গোষ্ঠী ও মহিলা উদ্যোক্তাদের জন্য বিশেষ বাজার ব্যবস্থা, যেখানে তাঁরা নিজেরাই ব্যবসা পরিচালনা করতে পারবেন এবং সরাসরি পণ্য বিক্রির সুযোগ পাবেন। পাশাপাশি শি-মার্ট উদ্যোগের মাধ্যমে মহিলা উদ্যোক্তাদের একটি বিশেষ পরিচয় বা ব্যাজ দেওয়ার পরিকল্পনাও রয়েছে, যাতে ঋণ, বাজার ও সরকারি সহায়তা পাওয়া আরও সহজ হয়।

সাধুর আরাধনা... মাঘীপূর্ণিমায় রবিবার প্রয়াগরাজে।

বাংলাদেশে 'হাফ', চাবাহারে সাফ

নয়াদিল্লি, ১ ফেব্রুয়ারি : শেখ হাসিনাবিহীন বাংলাদেশের সঙ্গে ভারতের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক গত দেড় বছরে যথেষ্ট টাল খেয়েছে। পদ্মাপাড়ে সাধারণ নির্বাচনের মুখে বিএনপি-র চেয়ারপার্সন তারেক রহমানের সঙ্গে সুসম্পর্কের বার্তা দেওয়া হয়েছে বটে। কিন্তু ঢাকার মতিগতি যে নয়াদিল্লির খুব একটা পছন্দসই নয় সেটা স্পষ্ট । এবার কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামনের ২০২৬-২৭ অর্থবর্ষের সাধারণ বাজেটে বাংলাদেশের জন্য বরাদ্দ গতবারের থেকে একলপ্তে অর্ধেক করে দিয়ে মোদি সরকার বুঝিয়ে দিয়েছে, দুই প্রতিবেশীর উষ্ণ দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক ক্রমশ শীতল হচ্ছে।

গতবার বাংলাদেশের উন্নয়ন খাতে ১২০ কোটি টাকা অনুদান দিয়েছিল ভারত। এবার তার অর্ধেক অর্থাৎ ৬০ কোটি টাকা অনুদান বাবদ দেওয়ার কথা ঘোষণা করা হয়েছে বাজেট প্রস্তাবে। তবে গতবার ১২০ কোটি টাকা দেওয়া হলেও দুই দেশের টানাপোড়েনের কারণে মাত্র ৩৪.৪৮ কোটি টাকা খরচ করা সম্ভব হয়েছিল।

তবে বাংলাদেশের থেকেও নির্মলার বাজেটে নজর কেড়েছে ইরানের চাবাহার বন্দর প্রকল্পের

নির্মলার বরাদ্দ

বিষয়টি। ওই প্রকল্পে এবার কোনও বরাদ্দই করা হয়নি। তেহরানের সঙ্গে যে সমস্ত দেশ ব্যবসা করবে তাদের ওপর ২৫ শতাংশের শুল্ক চাপিয়েছিল ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রশাসন। সেই চাপের মুখে চাবাহার বন্দর নিয়ে ভারতের অবস্থান ঘিরে ধোঁয়াশা তৈরি হয়েছে। ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষের বাজেটে প্রথমে ১০০ কোটি টাকা তারপর রিভাইস এস্টিমেটসে তা বাড়িয়ে ৪০০ কোটি টাকা করা হয়েছিল। সেখানে এবার কেন্দ্রীয় বাজেটে চাবাহারের জন্য কোনও বরাদ্দ না করায় স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠেছে।

তবে প্রতিবেশী দেশগুলির মধ্যে এবারও ভুটানের জন্য ব্যয়বরাদ্দ সবথেকে বেশি করেছে ভারত। সেদেশের বিভিন্ন জলবিদ্যুৎ প্রকল্প ও পরিকাঠামো প্রকল্পের জন্য বরাদ্দ ৬ শতাংশ বাড়িয়ে ২২৮৯ কোটি টাকা করা হয়েছে। শ্রীলঙ্কার ক্ষেত্রে সেই পরিমাণ ১৪ শতাংশ বাড়িয়ে ৮০০ কোটি টাকা করা হয়েছে। তবে মালদ্বীপের জন্য বরাদ্দ ৮ শতাংশ কমানো হয়েছে। অপরদিকে মরিশাসের জন্য ১০ শতাংশ বাড়ানো হয়েছে। আফগানিস্তানকে ১৫০ কোটি টাকা দেওয়া হচ্ছে এবারও। মায়ানমারের জন্য বরাদ্দ ১৪ শতাংশ কমিয়ে ৩০০ কোটি টাকা করা হয়েছে।

ভোটার কার্ডে ২৫০ কোটি

নয়াদিল্লি, ১ ফেব্রুয়ারি : এসআইআর বিতর্ক মধ্যেই ভোটারদের জন্য সচিত্র ভোটার পরিচয়পত্র বা এপিক কার্ডের জন্য মোটা অঙ্কের অর্থ বরাদ্দ করলেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন। এই খাতে আইনমন্ত্রক পাবে ২৫০ কোটি টাকা। পাশাপাশি ২০২৪ সালের লোকসভা ভোটের খরচ মেটাতে আরও ৫০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। এপিক কার্ড তৈরির জন্য যে খরচ হয় তা শুধু কেন্দ্র বহন করে না। রাজ্যগুলি সমানভাগে খরচ করে। দেশে মোট ভোটারের সংখ্যা প্রায় ৯৯ কোটি। প্রথমে মনে করা হয়েছিল এই খাতে ৩০০ কোটি টাকা খরচ করা হবে। পরে তা সংশোধন করে ২৫০ কোটি টাকা করা হচ্ছে। এসআইআরের পর দেশে ভোটারের সংখ্যা বাড়তে চলেছে বলেই এই বরাদ্দ বৃদ্ধি কিনা তা নিয়ে চর্চা চলছে।

৪ টেলিস্কোপের ভোলবদলে বরাদ্দ

নয়াদিল্লি, ১ ফেব্রুয়ারি : মহাকাশ গবেষণাকে ভীষণভাবে প্রাধান্য দেয় মোদি সরকার। ২০২৫-২৬-এর মতো ২০২৬-২৭-এর বাজেটেও তা দেখা গেল। অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন চারটি গুরুত্বপূর্ণ টেলিস্কোপকে অত্যাধুনিক প্রযুক্তিতে সাজিয়ে তুলতে ২০২৫-এর বাজেটে যা বরাদ্দ করা হয়েছিল, সেই পরিমাণ অর্থ বরাদ্দ করলেন আগামী অর্থবর্ষের (২০২৬-২৭) জন্য। বরাদ্দের পরিমাণ ১৩,৪১৬.২০ কোটি টাকা। যে চারটি টেলিস্কোপের কথা বলা হয়েছে সেগুলি হল ন্যাশনাল লার্জ সোলার টেলিস্কোপ (এনএলএসটি), ন্যাশনাল লার্জ অপটিক্যাল ইনফ্রারেড টেলিস্কোপ (এনএলওটি), হিমালয়ান লুনার টেলিস্কোপ ও কসমস টু প্ল্যানেটোরিয়াম। তিনি জানিয়েছেন, এনএলওটি দিয়ে মহাকাশে অত্যন্ত দূরের বস্তু পর্যবেক্ষণ করা যায়। এই টেলিস্কোপ দিয়ে মহাজাগতিক গবেষণা সম্ভব। বিশ্বের উচ্চতম মহাকাশ মানমন্দির রয়েছে লাদাখে। সেখানে আছে হিমালয়ান লুনার টেলিস্কোপ।

নয়া প্রকল্পের নামে ফের গান্ধি

নয়াদিল্লি, ১ ফেব্রুয়ারি : সমালোচনার চাপে গান্ধির নাম ফিরল নয়া সরকারি প্রকল্পে। এর নাম 'মহাত্মা গান্ধি গ্রাম স্বরাজ উদ্যোগ' প্রকল্প। হ্যান্ডলুম শিল্পের উন্নয়নে এই প্রকল্প করা হয়েছে। টেক্সটাইল বিশেষত খাদি ও হ্যান্ডলুম সেক্টরের উন্নয়নে রবিবার বাজেট পেশের সময় এই প্রকল্পের কথা উল্লেখ করলেন অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমন। মহাত্মা গান্ধি জাতীয় গ্রামীণ কর্মসংস্থান গ্যারান্টি আইনের (এমজিএনআরইজিএ) নাম বদলে রাখা হয় বিকশিত ভারত গ্যারান্টি ফর রোজগার এবং অজীবিকা মিশন (গ্রামীণ) (ভিবি-জি আর জি)। কেন্দ্রের এই আইনের বিরুদ্ধে বিরোধী দলগুলি বিশেষত কংগ্রেসের আক্রমণের মুখোমুখি হয়ে হয়েছিল কেন্দ্রকে।

প্রবল সমালোচনার মুখে পড়ে মহাত্মা গান্ধির নাম আবার ফিয়ে এনেছে মোদি সরকার। প্রশ্ন উঠেছে বিতর্ক ধামাচাপা দিতেই কি কেন্দ্রের এই কৌশল? কংগ্রেস নেতা সৌম্য আইচ রায় বলেছেন, 'আসলে এরা মহাত্মা গান্ধির নামকে ভয় পায়। এরা মহাত্মা গান্ধির আদর্শের বিরোধী।' সিপিআই -এর সন্তোষ কুমারের দাবি, 'এটা শুধুমাত্র আইওয়াশ।'

সীতারমন জানিয়েছেন, বিকশিত ভারত গ্যারান্টি ফর রোজগার এবং অজীবিকা মিশন (গ্রামীণ) (ভিবি- জি আর জি)- এর জন্য ৯৫,৬৯২.৩১ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। তবে নতুন মিশন চালু না হওয়াব পর্যন্ত মনরেগা বহাল থাকবে।

চার রাজ্যে বিশেষ 'রেয়ার আর্থ করিডর'

নয়াদিল্লি, ১ ফেব্রুয়ারি : ২০২৬-'২৭ অর্থবর্ষের বাজেটে ভারতের ভূ-রাজনৈতিক ও কৌশলগত অবস্থানে বড়সড়ো পরিবর্তনের ইঙ্গিত দিলেন অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন। আধুনিক প্রযুক্তির মেরুদণ্ড হিসেবে পরিচিত 'বিরল খনিজ' বা রেয়ার আর্থ মিনারেল উৎপাদনে স্বনির্ভর হতে ওডিশা, কেরল, অন্ধ্রপ্রদেশ এবং তামিলনাড়ুতে চারটি বিশেষ করিডর গড়ার কথা ঘোষণা করেছেন তিনি। মূলত বৈদ্যুতিন গাড়ি (ইভি), সেমিকন্ডাক্টর, প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম এবং মহাকাশ গবেষণার ক্ষেত্রে চিনের একাধিপত্য খর্ব করতেই এই পদক্ষেপ বলে মনে করা হচ্ছে।

অর্থমন্ত্রী বলেন, 'খনিজ সমৃদ্ধ চার রাজ্য-ওডিশা, কেরল, অন্ধ্রপ্রদেশ এবং তামিলনাড়ুকে খনি উত্তোলন, প্রক্রিয়াকরণ, গবেষণা ও উৎপাদনে সহায়তার জন্য এই বিশেষ করিডরগুলি তৈরি করা হবে।' ভারতের উপকূলীয় বালি বা 'বিচ স্যান্ড মিনারেল' হল এই খনিজের প্রধান উৎস, যেখান থেকে মনাজাইট আকরিক সংগ্রহ করা হয়। বর্তমানে এই খনিজ ও ম্যাগনেটাইট উৎপাদনের প্রায় ৯০ শতাংশই চিনের দখলে। গত বছর বেজিং এই খনিজ রপ্তানিতে কড়াকড়ি করায় ভারতের অটোমোবাইল শিল্প সংকটে পড়েছিল। তা ঠেকাতে ৭,২৮০ কোটি টাকার বিশেষ প্যাকেজ অনুমোদন করেছে কেন্দ্র। এই প্রকল্পের আওতায় দেশে পাঁচটি ম্যানুফ্যাকচারিং প্ল্যান্ট গড়া হবে। সরকার ৬,৪৫০ কোটি টাকার সেলস-লিংকড ইনসেনটিভ এবং ৭৫০ কোটি টাকার মূলধনি ভরতুকি দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। গ্রান্ট থর্নটন ভারত-এর কর্তা সাকেত মেহরা বলেন, 'এই পদক্ষেপ ভারতের ইভি ইকোসিস্টেমে আমদানি নির্ভরতা কমিয়ে দেশীয় উৎপাদন ব্যবস্থাকে আরও শক্তিশালী করবে।' ফলে ভারত আর কেবল কাঁচামালের রপ্তানিকারক নয়, বরং উচ্চ-মূল্যের যন্ত্রাংশ উৎপাদনকারী দেশ হিসেবে

চিনকে টক্কর দিতে ভারতের মাস্টারস্ট্রোক

আত্মপ্রকাশ করবে। বিশেষজ্ঞদের মতে, রেয়ার আর্থ করিডর শুধু শিল্প পরিকাঠামো নয়, এটি ভারতের জাতীয় নিরাপত্তার অন্যতম স্তম্ভ হবে। যেখানে বিশ্বজুড়ে সাপ্লাই চেনে অস্থিরতা তৈরি হচ্ছে, ভারত নিজেকে এক নির্ভরযোগ্য বিকল্প হিসেবে আন্তর্জাতিক বাজারে তুলে ধরতে চাইছে। উপকূলীয় রাজ্যগুলির খনিজ ভাণ্ডারকে কাজে লাগিয়ে আগামী দশকে প্রযুক্তির লড়াইয়ে ভারতকে প্রথম সারিতে রাখাই এবারের বাজেটের লক্ষ্য।

নয়াদিল্লি নিয়ন্ত্রক বলে পাকিস্তানের অভিযোগ নস্যাৎ ভারতের

বালুচিস্তানে হত ১৪৫ জঙ্গি

নয়াদিল্লি ও ইসলামাবাদ, ১ ফেব্রুয়ারি : বালোচিস্তানের বিভিন্ন জেলায় সম্প্রতি ১২টি জঙ্গি হামলা হয়েছে। পাকিস্তানের খনিজ সম্পদে সমৃদ্ধ বৃহত্তম প্রদেশ এখন রক্তাক্ত ও বিপর্যস্ত। জঙ্গি মোকাবিলায় কোমর বেঁধে নেমে মোট ১৪৫ জনকে খতম করেছে পাক সেনা।

পাকিস্তানের দাবি, বালোচিস্তানে অস্থিরতার পিছনে রয়েছে ভারত। দাবি উড়িয়ে দিয়ে নয়াদিল্লি জানিয়েছে, পাক দাবি সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। মনগড়া। রবিবার বিদেশ মন্ত্রকের বক্তব্য, পাকিস্তান নিজের ত্রুটি, ব্যর্থতা ঢাকতে পুরোনো কৌশল অবলম্বন করেছে। আন্তর্জাতিক মহলের নজর ঘোরাতে তাদের উদ্ভট দাবি। এর ফলে দ্বিপাক্ষিক তিক্ততা আরও বাড়বে। ভারতের পরামর্শ, পাকিস্তান নয়াদিল্লির দিকে তির না ছুড়ে বালোচ জনগণের দীর্ঘদিনের দাবি পূরণে মনোনিবেশ করুক।

গত শনিবার থেকে বালোচ জঙ্গিদের বিভিন্ন শিবিরে আক্রমণে শানিয়েছে পাক সেনা। তাতে নিহত হয়েছে ১৪৫ জঙ্গি। বালোচিস্তানের মুখ্যমন্ত্রী সরফরাজ বুকাতি জানিয়েছেন, জঙ্গিদের বিরুদ্ধে এত বড় লড়াই সম্প্রতি ঘটেনি। ৪০ ঘণ্টারও বেশি লড়াই চলেছে।

বহুদিন থেকে বালোচিস্তান স্বাধীন হওয়ার স্বপ্ন দেখছে। পাক সরকারের বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে একাধিক বিচ্ছিন্নতাবাদী গোষ্ঠী। তাদের অভিযোগ, ইসলামাবাদ এই অঞ্চল থেকে খনিজ সম্পদ তুলে নিয়ে যায়। তা দিয়ে সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের উন্নয়ন করে না। ক্ষুব্ধ এলাকার মানুষ। জঙ্গি হামলার ভয়াবহ ঘটনাটি সম্প্রতি ঘটেছে বালোচিস্তানের মুসাখেল জেলায়। কিছুদিন আগে এই জেলায় হাইওয়েতে বাস থেকে যাত্রীদের নামিয়ে তাঁদের পরিচয়পত্র পরীক্ষা করে নির্দিষ্ট জাতিগোষ্ঠীর অন্তত ২৩ জনকে গুলি করে হত্যা করা হয়।

পাক সামরিক সূত্র উদ্ধৃত করে একটি বিদেশি সংবাদমাধ্যম জানিয়েছে, বালোচিস্তান জুড়ে চলছে জঙ্গি আক্রমণ। অতি সম্প্রতি আত্মঘাতী বিস্ফোরণের সঙ্গে নির্বিচারে গুলি চালিয়ে একদিনে অন্তত ৩৩ জনকে হত্যা করেছে জঙ্গিরা। পাক সেনা তাদের ওপর পালটা আক্রমণ হেনেছে। ৯২ জঙ্গিকে মেরে ফেলেছে।

বালোচিস্তানে জঙ্গি হামলা হলেই ভারতের দিকে আঙুল তোলে ইসলামাবাদ। অতীতেও হয়েছে। আগের মতো এবারও তাদের দাবি নস্যাৎ করে দিয়েছে নয়াদিল্লি।

দীর্ঘমেয়াদি সংস্কারের ছক বনাম জনকল্যাণের বাস্তবতা

দেবকুমার মুখোপাধ্যায়

রবিবার পেশ হওয়া ২০২৬-'২৭ সালের কেন্দ্রীয় বাজেটকে অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন ২০৪৭ সালের 'বিকশিত ভারত'-এর লক্ষ্যমাত্রার একটি শক্তিশালী ভিত্তি হিসেবে তুলে ধরেছেন। পরিকাঠামোয় ১২.২ লক্ষ কোটি টাকা বরাদ্দ এবং সেমিকনডাক্টর মিশনের মতো উচ্চাভিলাষী প্রকল্পে লগ্নির মাধ্যমে সরকার স্পষ্ট করে দিয়েছে যে, তাদের লক্ষ্য এখন বড় মাপের পরিকাঠামো ও প্রযুক্তিগত আধুনিকীকরণ। কিন্তু এই উন্নয়ন ও সংস্কারের ভিড়ে সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনের চাহিদা এবং সামাজিক সুরক্ষা কতটুকু অগ্রাধিকার পেল, তা নিয়ে প্রশ্ন থেকেই যাচ্ছে।

বাজেটের সবচেয়ে বড় একটি অংশ খরচ হচ্ছে প্রতিরক্ষা খাতে- ৭.৮৫ লক্ষ কোটি টাকা। 'অপারেশন সিঁদুর' পরবর্তী পরিস্থিতিতে কৌশলগত নিরাপত্তার স্বার্থে এই বরাদ্দ হয়তো অনিবার্য ছিল, কিন্তু বাজেটের অন্দরে উঁকি দিলে দেখা যায়, এই বরাদ্দের প্রায় অর্ধেকই চলে যাচ্ছে বেতন ও পেনশনের মতো নির্দিষ্ট ব্যয়ের খাতে। ফলে প্রতিরক্ষা সরঞ্জামের আধুনিকীকরণের জন্য যে মূলধনি বরাদ্দ রাখা হয়েছে, তা বিশ্ব রাজনীতির বর্তমান প্রেক্ষাপটে যথেষ্ট কি না, সেই বিতর্ক থেকেই যায়।

আরও বড় প্রশ্ন উঠছে শিক্ষা ও স্বাস্থ্য নিয়ে। দীর্ঘদিনের দাবি ছিল শিক্ষায় জিডিপি-র অন্তত ৬ শতাংশ বরাদ্দ করার, কিন্তু এবারও সেই লক্ষ্য অধরা। ১.৩৯ লক্ষ কোটি টাকা বরাদ্দ শতাংশের হিসেবে কিছুটা বাড়লেও, মুদ্রাস্ফীতির বাজারে তা সামান্যই। ছাত্রীদের জন্য জেলা স্তরে হস্টেল নির্মাণ বা ইউনিভার্সিটি টাউনশিপের মতো ঘোষণাগুলো ইতিবাচক হলেও, গ্রামীণ স্কুলগুলোর জরাজীর্ণ অবস্থা ঘোচানোর কোনও নির্দিষ্ট রোডম্যাপ এখানে নেই। একই ছবি জনস্বাস্থ্য ক্ষেত্রেও। জাতীয় স্বাস্থ্যনীতি অনুযায়ী জনস্বাস্থ্য ব্যয় জিডিপি-র ২.৫ শতাংশ হওয়ার কথা থাকলেও বাস্তবে তা এখনও ২ শতাংশের নীচেই আটকে আছে। ১৭টি জীবনদায়ী ওষুধের ওপর আমদানি শুল্ক প্রত্যাহার ক্যানসার রোগীদের জন্য বড় স্বস্তি হলেও, প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিষেবায় বিনিয়োগের ঘাটতি সাধারণ মানুষের চিকিৎসার খরচ কমাতে কতটা সহায়ক হবে, তা নিয়ে সংশয় রয়েছে।

সবচেয়ে বেশি হতাশ হতে হয়েছে দেশের মধ্যবিত্ত শ্রেণিকে। আয়করের স্ল্যাব বা স্ট্যান্ডার্ড ডিডাকশনে কোনও বদল না আসায় তাঁদের সঞ্চয় বা ব্যয়ক্ষমতা বৃদ্ধির কোনও প্রত্যক্ষ সুযোগ তৈরি হয়নি। ফিউচার ও অপশনস ট্রেডিংয়ে কর বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত স্বল্পমেয়াদি বিনিয়োগকারীদের মধ্যে অস্বস্তি তৈরি করেছে। পরিশেষে বলা যায়, এই বাজেট আদতে দীর্ঘমেয়াদি সংস্কারের একটি দলিল। সরকার এখানে বর্তমানের 'ভোগ' বাড়ানোর চেয়ে ভবিষ্যতের 'পরিকাঠামো' নির্মাণে বেশি মনোযোগী। কিন্তু প্রতিরক্ষা খাতে ব্যয়ের সঙ্গে শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের ভারসাম্য রক্ষা করা না গেলে সামগ্রিক মানবসম্পদ উন্নয়ন যে বাধাগ্রস্ত হতে পারে, সেই আশঙ্কা অমূলক নয়।

(লেখক পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য)

আত্মনির্ভর ভারত থেকে বিকশিত ভারত। নমোমন্ত্রে উজ্জীবিত দেশে নবমবার অর্থমন্ত্রী হিসেবে কেন্দ্রীয় বাজেট পেশ করলেন নির্মলা সীতারামন। বুলেট ট্রেনের স্বপ্নে বুঁদ হয়ে হাইস্পিড রেল নেটওয়ার্ক এমনকি ভবিষ্যতের কথা মাথায় রেখে টেক-যাত্রায় শামিল হওয়ার কথা জানালেও মধ্যবিত্তের জন্য আলাদা দিশা দেখাতে পারলেন না নির্মলা। বিশেষজ্ঞদের একাংশ আবার বলছেন, এটা আসলে দীর্ঘমেয়াদি সংস্কারের ছক।

সেনসেক্সে ধস
কমল সোনার দাম

মুম্বই, ১ ফেব্রুয়ারি : ২০২৬-'২৭ অর্থবর্ষের বাজেট পেশের দিন লগ্নিকারীদের জন্য দুঃস্বপ্ন হয়ে এল ভারতের শেয়ার বাজার। রবিবার বিশেষ ট্রেডিং সেশনে অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন বাজেট বক্তৃতা শেষ করার পরেই দালাল স্ট্রিটে যেন হাহাকার শুরু হয়। সিকিউরিটি ট্রানজ্যাকশন ট্যাক্স (এসটিটি) বৃদ্ধির ঘোষণায় আতঙ্কিত লগ্নিকারীরা দেদার শেয়ার বিক্রি শুরু করলে সেনসেক্স ও নিফটির গ্রাফে খাঁড়া পতন দেখা যায়। একদিনেই লগ্নিকারীদের প্রায় ১০ লক্ষ কোটি টাকা বাজার থেকে উধাও হয়ে গিয়েছে।

এদিন বিএসই সেনসেক্স ১,৫৪৭ পয়েন্ট বা ১.৮৮ শতাংশ পড়ে ৮০,৭২২ পয়েন্টে বন্ধ হয়। অন্যদিকে, নিফটি প্রায় ৪৯৫ পয়েন্ট (১.৯৬ শতাংশ) খুইয়ে ২৪,৮২৫ পয়েন্টে থিতু হয়েছে। বাজেট চলাকালীন সেনসেক্স একসময় ২,৩০০ পয়েন্টের বেশি নীচে নেমে গিয়েছিল। তথ্যপ্রযুক্তি ক্ষেত্র বাদে নিফটির সবকটি সেক্টরাল ইনডেক্সই লাল সংকেতে বন্ধ হয়েছে। বিশেষ করে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক ৫.৫৭ শতাংশ এবং মেটাল ইনডেক্স ৪.০৫ শতাংশ পড়েছে।

বাজার বিশেষজ্ঞদের মতে, শেয়ার বাজারের এই রক্তক্ষরণের প্রধান কারণ ফিউচার ও অপশনস ট্রেডিংয়ের ওপর এসটিটি বৃদ্ধি। অর্থমন্ত্রী ফিউচার ট্রেডিংয়ের ক্ষেত্রে কর ০.০২ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে ০.০৫ শতাংশ এবং অপশনসের ক্ষেত্রে ০.১ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে ০.১৫ শতাংশ করার প্রস্তাব দিয়েছেন। বাজার বিশেষজ্ঞ বিনোদ নায়ার বলেন, 'এসটিটি বৃদ্ধির ফলে ডেরিভেটিভ ট্রেডারদের লেনদেনের খরচ একধাক্কায় অনেকটা বেড়ে গেল। এর পাশাপাশি বিদেশি লগ্নিকারীদের টানা শেয়ার বিক্রির প্রবণতাও বাজারকে খাদের কিনারে নিয়ে গিয়েছে।'

এসবিআই চেয়ারম্যান সিএস শেট্টি এই বাজেটকে 'বাস্তবসম্মত' বলে অভিহিত করেছেন। তাঁর বক্তব্য, 'বিশ্ববাজারের অনিশ্চয়তার মধ্যেও সরকার আর্থিক শৃঙ্খলা বজায় রেখেছে। জনমোহিনী পথে না হেঁটে সরকার ম্যানুফ্যাকচারিং ও কর্মসংস্থানে জোর দিয়েছে, যা দীর্ঘমেয়াদে অর্থনীতির পক্ষে ভালো।'

শেয়ার বাজারের পাশাপাশি বড়সড়ো ধস নেমেছে মূল্যবান ধাতুর বাজারেও। রবিবার এমসিএক্স মার্কেটে সোনার দাম প্রায় ৪,২৪১ টাকা (৩ শতাংশ) কমে ১০ গ্রাম প্রতি ১,৪৮,১০৪ টাকায় দাঁড়িয়েছে। রুপোর দামও কেজিতে ৭,০০০ টাকার বেশি কমেছে। বিশেষজ্ঞরা জানাচ্ছেন, বিশ্ববাজারে ডলারের শক্তিশালী অবস্থান এবং মুনাফা তুলে নেওয়ার হিড়িকেই এই পতন। বিনিয়োগকারীদের একাংশ মনে করছেন, বাজেটে সোনার ওপর শুল্ক হ্রাসের সম্ভাবনা এবং আমেরিকার ফেডারেল রিজার্ভের কড়া অবস্থান রবিবারের ধসে অনুঘটকের কাজ করেছে।

বাজেটে স্বাস্থ্য

এইমসের মতো ৩টি 'অল ইন্ডিয়া ইনস্টিটিউট অফ আয়ুর্বেদ'

৫টি আঞ্চলিক মেডিকেল হাব। তাতে থাকবে- মেডিকেল ভ্যালু ট্যুরিজম ফেসিলিটেশন সেন্টার, আয়ুষ সেন্টার, রোগ শনাক্তকরণের কেন্দ্র, পোস্ট কেয়ার অ্যান্ড রিহ্যাবিলিটেশন ফেসিলিটি

ক্যানসারের ১৭টি, বিরল রোগের ৭টি, ডায়াবিটিস ও অটোইমিউন রোগের ওষুধ সস্তা

আয়ুর্বেদিক ড্রাগ টেস্টিং গবেষণাগারগুলির মানোন্নয়ন

জামনগরে হু স্বীকৃত গ্লোবাল ট্র্যাডিশনাল মেডিসিন সেন্টার। যারা আয়ুর্বেদিক ওষুধের বৈজ্ঞানিক প্রমাণ খুঁজতে গবেষণা করবে, আয়ুর্বেদিক ওষুধের চিকিৎসক এবং চিকিৎসা সংক্রান্ত পেশাদার তৈরি করবে, আয়ুর্বেদ নিয়ে সচেতনতা তৈরি করবে

স্বাবলম্বী হতে ঘোষণা বায়োফার্মা শক্তির

আয়ুর্বেদ, আয়ুষ চিকিৎসায় নজর

নয়াদিল্লি, ১ ফেব্রুয়ারি : ২০২৬-২৭ অর্থবর্ষের কেন্দ্রীয় বাজেটে ভারতের সনাতন চিকিৎসা পদ্ধতি বা আয়ুষ এবং স্বাস্থ্য-শিক্ষাকে বিশ্বমানের করে তুলতে একগুচ্ছ বড় ঘোষণা করেছেন অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন। একদিকে যেমন আধুনিক চিকিৎসার জন্য নতুন এইমসের কথা ঘোষণা হয়েছে, তেমনই আয়ুর্বেদকে মূলধারার চিকিৎসায় আরও শক্তিশালী করতে নেওয়া হয়েছে অভাবনীয় পদক্ষেপ।

নির্মলা জানিয়েছেন, দেশের বিভিন্ন প্রান্তে তিনটি নতুন অল ইন্ডিয়া ইনস্টিটিউট অফ আয়ুর্বেদ (এআইআইএ) স্থাপন করা হবে। এগুলি শিক্ষা, উন্নত গবেষণা এবং ক্লিনিকাল পরিষেবার কেন্দ্র হিসেবে কাজ করবে। সেই সঙ্গে সরকারি আয়ুষ ফার্মেসি এবং ড্রাগ টেস্টিং ল্যাবগুলির মানোন্নয়ন করা হবে। ওষুধের গুণমান নিশ্চিত করতে এবং আন্তর্জাতিক মানের সার্টিফিকেট প্রদানের জন্য এই পরিকাঠামো উন্নয়ন জরুরি।

গুজরাটের জামনগরে অবস্থিত 'হু গ্লোবাল সেন্টার ফর ট্র্যাডিশনাল মেডিসিন'-এর আরও আধুনিকীকরণ করা হবে, যাতে বিশ্বজুড়ে ভারতের আয়ুর্বেদ শাস্ত্রের প্রসার ঘটে।

সস্তা হল ডায়াবিটিস, ক্যানসারের ওষুধ

নয়াদিল্লি, ১ ফেব্রুয়ারি : ২০২৬-২৭ অর্থবর্ষের কেন্দ্রীয় বাজেটে দেশের স্বাস্থ্যক্ষেত্রে এক যুগান্তকারী পদক্ষেপ ঘোষণা করলেন অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন। ক্যানসার আক্রান্ত রোগীদের চিকিৎসার খরচ কমাতে ১৭টি অতি প্রয়োজনীয় ক্যানসার ওষুধের ওপর থেকে বেসিক কাস্টমস ডিউটি (আমদানি শুল্ক) সম্পূর্ণ প্রত্যাহারের ঘোষণা করা হয়েছে। সরকারের এই সিদ্ধান্তের ফলে জীবনদায়ী এই ওষুধগুলির খুচরো দাম অনেকটা কমবে বলে আশা করা হচ্ছে। ক্যানসারের পাশাপাশি আরও ৭টি বিরল রোগের চিকিৎসায় ব্যবহৃত ওষুধ এবং বিশেষ পথ্যের ওপর থেকেও আমদানি শুল্ক মকুব করা হয়েছে। তবে বিশেষজ্ঞ মহলের মতে, ওষুধের দাম কমলেও ক্যানসার চিকিৎসার সামগ্রিক খরচ (হাসপাতাল খরচ ও অন্যান্য পরীক্ষা) কমাতে আরও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার প্রয়োজন।

বাজেটে শুধুমাত্র শুল্ক ছাড়ই নয়, দেশীয় প্রযুক্তিতে উন্নত ওষুধ তৈরির জন্য সরকার ১০,০০০ কোটি টাকার 'বায়োফার্মা শক্তি' প্রকল্পের ঘোষণা করেছে। এর মূল লক্ষ্য হল ক্যানসার ও ডায়াবিটিসের মতো রোগের ওষুধ ভারতের মাটিতেই তৈরি করা, যাতে ভবিষ্যতে আমদানির ওপর নির্ভরশীলতা পুরোপুরি কমানো যায়। ভারতকে বিশ্বের বায়োফার্মা হাব হিসেবে গড়ে তোলা এবং অসংক্রামক রোগগুলির বিরুদ্ধে লড়াই জোরদার করাই এর লক্ষ্য। এটি এমন একটি উদ্যোগ যা মূলত উচ্চপ্রযুক্তির জৈবিক ওষুধ তৈরির ওপর গুরুত্ব দেয়। সাধারণ ওষুধের তুলনায় এই ওষুধগুলি

অনেক বেশি কার্যকর কিন্তু তৈরি করা জটিল। এই প্রকল্পের মাধ্যমে ভারত সরকার আধুনিক ওষুধের উদ্ভাবন ও গবেষণায় জোর দেবে, দেশে উন্নত বায়োফার্মা ম্যানুফ্যাকচারিং নেটওয়ার্ক তৈরি করবে এবং ওষুধের কাঁচামালের জন্য বিদেশের ওপর নির্ভরতা কমাবে।

ভারতে বর্তমানে মোট মৃত্যুর প্রায় ৬০ শতাংশ ঘটে অসংক্রামক রোগের কারণে। কার্ডিওভাসকুলার রোগ, ক্যানসার এবং শ্বাসকষ্টজনিত সমস্যা ভারতের অর্থনীতি ও জনস্বাস্থ্যের ওপর বড় চাপ সৃষ্টি করছে। এর পাশাপাশি বর্তমানে ভারতের প্রায় ৯ কোটি প্রাপ্তবয়স্ক মানুষ ডায়াবিটিসে আক্রান্ত। ২০৫০ সালের মধ্যে এই সংখ্যা ১৫ কোটির ওপর চলে যেতে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। 'বায়োফার্মা শক্তি' প্রকল্পের মাধ্যমে ডায়াবিটিস নিয়ন্ত্রণের আধুনিক ইনসুলিন ও থেরাপিগুলি সাশ্রয়ী মূল্যে তৈরি করা সম্ভব হবে। শুধু তাই নয়, গত কয়েক দশকে রিউমাটয়েড আর্থ্রাইটিস বা লুপাসের মতো অটোইমিউন রোগের প্রকোপ ভারতে অনেক বেড়েছে। এমনকি কোভিড পরবর্তী সময়ে এই ধরনের রোগের লক্ষণ প্রায় ৩০ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে।

এই জটিল রোগগুলির চিকিৎসার জন্য 'বায়োলজিক' ওষুধ অপরিহার্য, যা এই প্রকল্পের আওতায় তৈরি হবে। এই প্রকল্পের ফলে বিদেশ থেকে মহার্ঘ ওষুধ আমদানির বদলে দেশেই উন্নত ওষুধ তৈরি হওয়ায় দীর্ঘমেয়াদি রোগের চিকিৎসার খরচ কমবে। ভারতের মেধাবী বিজ্ঞানীরা দেশেই গবেষণার সুযোগ পাবেন, ফলে নতুন নতুন রোগের ওষুধ আবিষ্কার সহজ হবে। ভারতের ফার্মা শিল্প আরও শক্তিশালী হবে এবং বিশ্ববাজারে ভারতের রপ্তানি বাড়বে।

টেক-যাত্রায় শামিল ভারত

নয়াদিল্লি, ১ ফেব্রুয়ারি : একবিংশ শতকে প্রযুক্তি-নির্ভর বিশ্বের সঙ্গে তাল মেলাতে বাজেটে শিক্ষা ও ডিজিটাল পরিকাঠামোয় একগুচ্ছ যুগান্তকারী পদক্ষেপের কথা ঘোষণা করলেন অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন। প্রথাগত পড়াশোনার পাশাপাশি বর্তমান প্রজন্মের ঝোঁককে গুরুত্ব দিয়ে তিনি দেশজুড়ে ১৫ হাজার মাধ্যমিক স্কুল এবং ৫০০টি কলেজে 'কন্টেন্ট ক্রিয়েটর ল্যাব' গড়ে তোলার প্রস্তাব দিয়েছেন। ক্যামেরা, আধুনিক সফটওয়্যার এবং উন্নত প্রযুক্তিতে ঠাসা এই ল্যাবগুলি শিক্ষার্থীদের ভিডিও মেকিং, পডকাস্ট, গেম ডিজাইন এবং ডিজিটাল স্টোরি টেলিংয়ে দক্ষ করে তুলবে।

বাজেট বক্তৃতায় অর্থমন্ত্রী বলেন, 'ভারতের অ্যানিমেশন, ভিজুয়াল এফেক্টস, গেমিং এবং কমিক্স ক্ষেত্রটি দ্রুত সম্প্রসারিত হচ্ছে। সরকারের অনুমান, ২০৩০ সালের মধ্যে এই ক্ষেত্রে অন্তত ২০ লক্ষ দক্ষ পেশাদারের প্রয়োজন হবে।' মুম্বইয়ের ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ ক্রিয়েটিভ টেকনলজিসের কারিগরি সহায়তায় এই কন্টেন্ট ক্রিয়েটর ল্যাবগুলি পরিচালিত হবে, যা তরুণদের উদ্যোক্তা হওয়ার দিশা দেখাবে। ডিজাইন শিল্পে পেশাদারের ঘাটতি মেটাতে পূর্ব ভারতে একটি নতুন 'ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ ডিজাইন' স্থাপনের ঘোষণাও করেছেন তিনি।

প্রযুক্তি ও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার (এআই) দুনিয়ায় ভারতকে 'গ্লোবাল হাব' হিসেবে গড়ে তুলতে অর্থমন্ত্রী এক অভাবনীয় 'ট্যাক্স হলিডে'র কথা ঘোষণা করেছেন। তিনি জানান, যেসব বিদেশি সংস্থা ভারত থেকে বিশ্বজুড়ে ক্লাউড পরিষেবা দেবে, তাদের ২০৪৭ সাল পর্যন্ত কোনও কর দিতে হবে না। এই পদক্ষেপ গুগল, অ্যামাজন এবং মাইক্রোসফটের মতো টেক জায়েন্টদের ভারতে বিশাল তথ্যভাণ্ডার বা ডেটা সেন্টার তৈরি করতে উৎসাহিত করবে।

অর্থমন্ত্রীর কথায়, 'নতুন প্রযুক্তি ব্যবহারের ফলে কৃষক, মহিলা ও যুবসমাজ সহ বিশেষভাবে সক্ষমরাও সমান সুযোগ পাবেন।' গুগল ইতিমধ্যে অন্ধ্রপ্রদেশের বিশাখাপত্তনমে ১৫ বিলিয়ন ডলার বিনিয়োগের পরিকল্পনা করেছে। কর্মসংস্থানের ওপর কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার প্রভাব এবং প্রয়োজনীয় দক্ষতা নিয়েও গবেষণার জন্য বিশেষ তহবিল বরাদ্দ করা হয়েছে। প্রযুক্তি ও সৃজনশীলতার এই মেলবন্ধন আগামী দিনে ভারতকে বিশ্বের ডিজিটাল মানচিত্রে এক শক্তিশালী অবস্থানে পৌঁছে দেবে বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা।

জেল নয়, আয়কর ফাঁকিতে জরিমানা

নয়াদিল্লি, ১ ফেব্রুয়ারি : বাজেটে দেশের কোটি কোটি আয়করদাতার জন্য বড় স্বস্তির খবর শোনালেন অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন। আয়কর ব্যবস্থাকে আরও স্বচ্ছ, সরল এবং করদাতা-বান্ধব করতে একগুচ্ছ সংস্কারের প্রস্তাব দিয়েছেন তিনি। নতুন নিয়মগুলি ১ এপ্রিল থেকে কার্যকর হবে। এবারের বাজেটের মূল লক্ষ্য, আইনি জটিলতা কমিয়ে করদাতাদের অযথা হয়রানি থেকে মুক্তি দেওয়া।

অর্থমন্ত্রীর ঘোষণা অনুযায়ী, করদাতারা এখন থেকে তাঁদের রিটার্নে কোনও ভুল থাকলে তা সংশোধন করার বিশেষ সুযোগ পাবেন। এমনকি 'রিঅ্যাসেসমেন্ট' বা আয়কর পুনর্মূল্যায়ন প্রক্রিয়া শুরু হওয়ার পরেও ভুল সংশোধনের রাস্তা খোলা থাকবে। এক্ষেত্রে বকেয়া করের ওপর অতিরিক্ত ১০ শতাংশ জরিমানা দিয়ে 'আপডেটেড রিটার্ন' জমা দেওয়া যাবে। এর ফলে দীর্ঘমেয়াদি আইনি লড়াই ও মানসিক চাপ থেকে রেহাই পাবেন করদাতারা।

বিবাদ মেটানোর প্রক্রিয়াকেও এক ছাতার তলায় এনেছেন অর্থমন্ত্রী। আগে কর নির্ধারণ এবং জরিমানার জন্য পৃথক পৃথক নির্দেশ আসত, যা করদাতাদের বিভ্রান্তি বাড়াত। এবার থেকে কর নির্ধারণ ও জরিমানা দু'টি ক্ষেত্রেই একটি 'সিঙ্গেল কমন অর্ডার' বা একক আদেশ জারি করা হবে। ফলে করদাতাদের বার বার আয়কর দপ্তরে ছুটতে হবে না। এছাড়া, আয়কর দপ্তরের কোনও সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে উচ্চতর কর্তৃপক্ষ বা ট্রাইবিউনালে আপিল করার নিয়মও শিথিল করা হয়েছে। আগে আপিল করতে হলে বকেয়া করের ২০ শতাংশ আগাম জমা দিতে হত, এখন থেকে মাত্র ১০ শতাংশ জমা দিয়েই আপিল করা যাবে। শুধু তাই নয়, আপিল চলাকালীন জরিমানার ওপর অতিরিক্ত সুদও গুনতে হবে না।

ব্যবসায়িক পরিবেশ উন্নত করতে 'ডিক্রিমিনালাইজেশন' বা অপরাধমুক্ত কর ব্যবস্থার ওপর জোর দিয়েছেন সীতারামন।

বারাণসী-শিলিগুড়ি করিডর বাংলার ঝুলিতে

হাইস্পিড যাত্রাপথে রেল বিপ্লব

নয়াদিল্লি, ১ ফেব্রুয়ারি : বাজেটে রেলের ভোল বদলের লক্ষ্যে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপের কথা ঘোষণা করলেন অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন। রেল মন্ত্রকের জন্য মোট ২ লক্ষ ৯৩ হাজার ৩০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে, যা এযাবৎকালে সবচেয়ে বেশি। এর মধ্যে সরাসরি বরাদ্দের পরিমাণ ২ লক্ষ ৭৮ হাজার ৩০ কোটি টাকা। এই বিনিয়োগের মূল লক্ষ্য হল ভারতের রেল পরিকাঠামোকে বিশ্বমানে নিয়ে যাওয়া, দ্রুতগতির যোগাযোগ নিশ্চিত করা এবং লজিস্টিক খরচ কমিয়ে আনা। তবে বরাদ্দে রেকর্ড গড়লেও একটি বাদে পশ্চিমবঙ্গের জন্য বড় কোনও রেল প্রকল্পের ঘোষণা এবারের বাজেটে নেই।

২০২৬-'২৭ অর্থবর্ষে বাজেটের সবথেকে বড় চমক হল দেশজুড়ে সাতটি নতুন হাইস্পিড রেল করিডর তৈরির প্রস্তাব। এই তালিকায় রয়েছে মুম্বই-পুনে, পুনে-হায়দরাবাদ, হায়দরাবাদ-বেঙ্গালুরু, হায়দরাবাদ-চেন্নাই, চেন্নাই-বেঙ্গালুরু এবং দিল্লি-বারাণসী রুট। পশ্চিমবঙ্গের জন্য সবথেকে বড় প্রাপ্তি হচ্ছে বারাণসী থেকে শিলিগুড়ি পর্যন্ত প্রস্তাবিত হাইস্পিড রেল করিডর। এটি উত্তরবঙ্গের সঙ্গে রাজধানী দিল্লি ও উত্তর ভারতের যোগাযোগ ব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তন আনবে বলে মনে করা হচ্ছে।

বাংলার জন্য আরও একটি উল্লেখযোগ্য ঘোষণা হল, পশ্চিমবঙ্গের ডানকুনি থেকে গুজরাটের সুরাট পর্যন্ত নতুন ডেডিকেটেড ফ্রেট করিডর। পরিবেশবান্ধব পদ্ধতিতে দ্রুত পণ্য পরিবহণ নিশ্চিত করতে এই করিডরটি পূর্ব ও পশ্চিম ভারতের মধ্যে বাণিজ্যের প্রধান যোগসূত্র হিসেবে কাজ করবে। এছাড়া অমৃত ভারত স্টেশন প্রকল্পের অধীনে সারা দেশের ১,৩৩৭টি স্টেশনের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের ১০১টি স্টেশনের আধুনিকীকরণ করা হবে। যাত্রী নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে দেশীয় প্রযুক্তি 'কবচ ৪.০' দ্রুত সম্প্রসারণের ওপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে। এটি ১৮,০০০ কিলোমিটারের বেশি ব্যস্ত রেলপথে খুব দ্রুত কার্যকর করা হবে। ট্রেনের সংখ্যা বৃদ্ধিতে ২০০টি নতুন বন্দে ভারত, ১০০টি অমৃত ভারত এবং স্বল্প দূরত্বের জন্য ৫০টি নমো ভারত ট্রেন চালানোর পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। সাধারণ যাত্রীদের সুবিধার্থে আগামী পাঁচ বছরে ১৭,৫০০টি সাধারণ ও স্লিপার কোচ তৈরি হবে। ২০২৭-এর মধ্যে দেশের সমস্ত রেললাইনের ১০০ শতাংশ বৈদ্যুতিকরণের লক্ষ্যমাত্রা পূরণের কথা জানিয়েছেন অর্থমন্ত্রী।

এছাড়া স্টেশনগুলিতে সৌর প্যানেল বসিয়ে পরিবেশবান্ধব বিদ্যুৎ ব্যবহারের হার বাড়ানো হবে। এই সামগ্রিক পরিকল্পনা ভারতের পরিকাঠামো ও অর্থনীতিকে এক নতুন উচ্চতায় নিয়ে যাবে বলে আশাবাদী কেন্দ্র।

ছোট্ট তারা

শিলিগুড়ি তরাই তারাপদ আদর্শ বিদ্যালয়ের সপ্তম শ্রেণির ছাত্র মুকেশ মণ্ডল। পড়াশোনার পাশাপাশি ও ভালো ক্রিকেট খেলে সকলের নজর কেড়েছে।

সিপিএমের দেওয়াল লিখন

শিলিগুড়ি, ১ ফেব্রুয়ারি : এখনও ভোটের নির্ঘণ্ট ঘোষণা হয়নি। কিন্তু ভোটের ময়দানে দেওয়াল দখল এবং লিখনে পিছিয়ে থাকতে নারাজ রাজনৈতিক দলগুলি। তৃণমূল থেকে বিজেপির পাশাপাশি পিছিয়ে নেই বামেরাও। ক্ষমতা দখলে মরিয়া বিজেপি এবং মসনদে থাকতে সক্রিয় তৃণমূল মূলত পরস্পরকে দুষছে। কিন্তু এই দুই দলকে একসঙ্গে বিঁধছে বামেরা। যা স্পষ্ট হয়েছে রবিবার সিপিএমের বিভিন্ন ওয়ার্ডের দেওয়াল লিখনে। যথারীতি দলীয় প্রতীক এঁকে দেওয়া হচ্ছে। তাহলে কি এবার বিধানসভা ভোটে এককভাবে লড়াই করবে সিপিএম? যদিও এব্যাপারে জেলা নেতৃত্ব এখনই মুখ খুলতে চাইছে না। সিপিএমের জেলা সম্পাদক সমন পাঠকের সংক্ষিপ্ত বক্তব্য, 'দলের তরফে প্রার্থী কে হবেন, আসন সমঝোতা হবে কি না, এমন বিষয়ে সিদ্ধান্ত হবে রাজ্য স্তরে।'

এবারের বিধানসভা নির্বাচন হবে হাইটেক প্রচারের। যেভাবে রাজনৈতিক দলগুলি সোশ্যাল মিডিয়া নির্ভর হয়ে পড়েছে এবং নানাভাবে দলীয় প্রচার শুরু করেছে, তাতে এমনটাই মনে হচ্ছিল। কিন্তু দেওয়াল লিখন যে এখনও রাজনৈতিক দলগুলির কাছে প্রচারের মাধ্যম, তা স্পষ্ট হচ্ছে দেওয়াল দখলের হিড়িকে। ভোটের সূচি প্রকাশ বা প্রার্থীতালিকা ঘোষণার আগে মানুষের মন জয়ে তৃণমূল ও বিজেপির মতো দেওয়াল লিখনে জোর দিয়েছে সিপিএমও। ভোটের আগে তৃণমূল ও বিজেপির বিরুদ্ধে বিভিন্ন দুর্নীতির অভিযোগ তুলে তা ফুটিয়ে তোলা হয়েছে দেওয়ালে। 'সিপিএমের ২ নম্বর এরিয়া কমিটির সম্পাদক সৌরভ সরকার বলেন, 'তৃণমূল ও বিজেপির দুর্নীতির কথা আমরা দেওয়াল লিখনে তুলে ধরেছি।'

একসময় দেওয়াল লিখন ছিল ভোটের প্রচারের প্রধান অস্ত্র। মজার ছড়া, ব্যাঙ্গচিত্রের মাধ্যমে সাধারণ মানুষের মধ্যে ভোটের প্রচার চলত। রাজ্যজুড়ে হারানো জমি পুনরুদ্ধারে নতুনভাবে লড়াই শুরু করতে চাইছে সিপিএম। সাধারণ মানুষদের মন বুঝতে 'বাংলা বাঁচাও যাত্রা' করেছেন খোদ সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম। এছাড়াও প্রতি জেলায় জেলায় চলছে 'মানুষের কাছে চলো' কর্মসূচি। যেখানে বাড়ি বাড়ি গিয়ে জনসংযোগ করছেন নেতা, কর্মী ও সমর্থকরা। প্রার্থী ঘোষণা না হওয়ায় এদিন প্রার্থীর নাম ছাড়াই দেওয়াল লিখন করা হয়। দেওয়াল লিখন কর্মসূচি নিয়ে সিপিএমের জেলা সম্পাদক সমন বলেন, 'দুর্নীতি, বিভাজনের রাজনীতি, কর্মসংস্থান, নারী নিরাপত্তা সহ আরও বিভিন্ন ইস্যু আমরা দেওয়াল লিখনের মাধ্যমে তুলে ধরব।'

পুষ্প প্রদর্শনী

শিলিগুড়ি, ১ ফেব্রুয়ারি : শুরু হতে চলছে ৪২তম উত্তরবঙ্গ পুষ্প প্রদর্শনী। ৫ থেকে ১২ ফেব্রুয়ারি কাঞ্চনজঙ্ঘা স্টেডিয়ামে এই মেলা অনুষ্ঠিত হবে। ফুল, ফল, বাহারি গাছ, অর্কিড, ক্যাকটাসের বিপুল সমারোহে চলবে এই প্রদর্শনী। এছাড়াও ছ'দিনব্যাপী নাচ, গান, বসে আঁকো, মেহেন্দি সহ আরও অনেক প্রতিযোগিতার আয়োজন থাকবে বলে জানিয়েছেন সাধারণ সম্পাদক প্রশান্ত সেন।

শিলিগুড়ির এক বাড়ির ছাদ থেকে আকাশ দেখছেন বয়স্ক মহিলা। -সংবাদচিত্র

বাড়ির ছাদকেই আকাশ দেখার জন্য পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মানমন্দির বলে মনে করে থাকেন মহাকাশপ্রেমীরা। শিলিগুড়ি শহরেও এমন কিছু মানুষ রয়েছেন যাঁরা মহাকাশের রোমান্টিসিজমে মুগ্ধ হয়েছেন আর সেই রোমান্টিসিজমের বহু সাক্ষী থেকেছে ছাদ।

আকাশে চোখ পিসিমার

প্রিয়দর্শিনী বিশ্বাস

- শহরের ছাদ থেকে এখন আগের মতো পরিষ্কার আকাশ দেখা যায় না
- গ্রামের দিকে গেলে এখনও ছাদ থেকে অনেকটা পরিষ্কার দেখা যায়
- শহরে বড় বড় সাদা আলোর জন্য আলো দূষণের সমস্যা রয়েছে

আকাশ দেখার প্রোগ্রাম করলে সেখানে ছেলেমেয়েরা এসে টেলিস্কোপে চোখ রেখে আকাশ দেখে খুশি হয়। ওদের মুখ দেখে ভীষণ আনন্দ হয়।

দেবাশিস সরকার

শিলিগুড়ি, ১ ফেব্রুয়ারি : 'আয় আয় চাঁদমামা টিপ দিয়ে যা' এই ছড়া আওড়ে এক্কেবারে ছোট বয়স থেকেই বাচ্চাদের আকাশ দেখাতে শুরু করেন মায়েরা। তারপর সেই আকাশ দেখা কারও হয়ে যায় নেশা, কারও পেশা, আবার কারও ভালোবাসা।

বর্তমানে কংক্রিটের শহরতলির মধ্যে কোথাও দাঁড়িয়ে মুখ তুলে আকাশ দেখতে গেলে সামান্য পরিধিই নজরে আসে। অথচ আকাশ তো সুবিশাল। তাকে তো পরিধিতে আটকে রাখা যায় না। তাই আকাশ দেখতে হলে প্রয়োজন একটা ছাদ। যেখান থেকে শুধু আকাশের দিকে তাকিয়েই কাটিয়ে দেওয়া যেতে পারে অনেকটা সময়। আকাশে থাকা তারা, গ্রহ দেখতে দেখতে জন্ম নেয় রোমান্টিসিজম। মহাকাশের প্রতি সেই রোমান্টিসিজম বাড়তে বাড়তেই অনেকের ভালোবাসা জন্মে যায় জ্যোতির্বিদ্যার প্রতি। এরপর শুরু হয় প্রযুক্তিগতভাবে মহাকাশ দেখা। খালি চোখ ছাড়াও তখন আসে টেলিস্কোপ, ইমেজার সহ আরও কত যন্ত্র।

বাড়ির ছাদকেই আকাশ দেখার জন্য পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মানমন্দির বলে মনে করে থাকেন মহাকাশপ্রেমীরা। শিলিগুড়ি শহরেও এমন কিছু মানুষ রয়েছেন যাঁরা মহাকাশের রোমান্টিসিজমে মুগ্ধ হয়েছেন আর সেই রোমান্টিসিজমের বহু সাক্ষী থেকেছে ছাদ।

ইসরো অনুমোদিত নাসা স্বীকৃত সোয়ান (স্কাই ওয়াচার্স অ্যাসোসিয়েশন অফ নর্থবেঙ্গল)-এর প্রতিষ্ঠাতা শিলিগুড়ির দেবাশিস সরকার বলছিলেন, 'ছাদওয়ালা বাড়ি পেয়েছিলাম তৃতীয় শ্রেণিতে। তখন থেকেই এটা একটা আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু ছিল। আশির দশকের মাঝের দিকে সংগঠিতভাবে মহাকাশ দেখতে শুরু করি। এরপর সোয়ান গঠিত হয়।' তিনি তাঁর অভিজ্ঞতার ঝুলি উপুড় করে বলেন, 'যখন আকাশ দেখার জন্য আমরা কোনও প্রোগ্রামের আয়োজন করি সেখানে ছেলেমেয়েরা এসে টেলিস্কোপে চোখ রেখে আকাশ দেখে খুশি হয়। তখন ওদের মুখটা দেখে ভীষণ আনন্দ হয়। আমার বাড়ির ছাদ থেকে আমার বয়স্ক পিসিমাকে আকাশ দেখাব, কারণ পিসিমা দেখতে চেয়েছে। এই আনন্দটা পিসিমাকে ছাদ ছাড়া আর কোনও জায়গা থেকে দেওয়া যাবে না।'

দশম শ্রেণির স্কুল পড়ুয়া উদয়ন সাহাও আকাশ দেখতে ভালোবাসে আর সেটাও বাড়ির ছাদ থেকে। উদয়ন বলছিল, 'মাটিতে দাঁড়িয়ে ওপরে তাকালে তো শুধু বিল্ডিং দেখা যায়। তাই ছাদটাই আমার প্রিয়। একদম ছোটবেলা থেকেই ছাদ আমাকে টানে। আর চোখটা আমার কাছে আকাশ দেখার সবচেয়ে বড় যন্ত্র। তখন আলোকবর্ষ দূরে থাকা তারাদের কোনও নাম হয়তো জানতাম না। তবে আকাশে ওই ছোট ছোট বিন্দু খুব অদ্ভুত লাগত। তাকিয়ে থাকতাম অনেকক্ষণ।' উদয়ন জানাল, 'পরে সেই আগ্রহ থেকেই সোয়ানের সঙ্গে যুক্ত হই। টেলিস্কোপ লাগিয়ে বৃহস্পতি, শুক্র, শনিগ্রহ দেখা একটা অদ্ভুত বিষয়। শনিগ্রহের রিংটা আমার দারুণ একটা বিস্ময় লাগে সবসময়। আমার বন্ধুদেরও বলি সেসব গল্প। ওরাও আমার কথা শুনে অনেকেই আকাশ দেখে।'

নর্থবেঙ্গল সায়েন্স সেন্টারের এডুকেশন অফিসার বিশ্বজিৎ কুণ্ডু বলছিলেন, 'ছেলেবেলা থেকেই আমাদের বাড়িতে বিশাল বড় ছাদ ছিল। ছাদ থেকে আকাশ দেখার নেশা তখন থেকেই। এতে একটা অদ্ভুত অনুভূতির সৃষ্টি হয়। তবে এখন আলো দূষণের একটা সমস্যা রয়েছে। বড় বড় সাদা আলো, জোরালো আলোর জন্য আলো দূষণের সৃষ্টি হয়। ফলে শহরের ছাদ থেকে এখন আগের মতো পরিষ্কার আকাশ দেখা যায় না। তবে একটু গ্রামের দিকে গেলে এখনও ছাদ থেকে অনেকটা পরিষ্কার দেখা যায়। আলো ঝলমলে বিন্দুগুলোকে একটু ভালো করে দেখলেই নজরে আসবে তারামণ্ডল। ছেলেমেয়েরা এখনও ভীষণ ভালোবাসে আকাশ দেখতে। প্রাচীনকাল থেকে আকাশ দেখা এবং তা নিয়ে গবেষণা, কল্পনা আজও চলছে।

ইসলামপুরে রক্তের কালোবাজারি

মহকুমা হাসপাতালে সক্রিয় দালালচক্র

অরুণ ঝা

ইসলামপুর, ১ ফেব্রুয়ারি : মুমূর্ষু রোগীর পরিজনদের অসহায়তার সুযোগ নিয়ে ইসলামপুর মহকুমা হাসপাতালে চলছে রক্তের কালোবাজারি। ইউনিট প্রতি রক্তের দাম উঠছে ৫ থেকে ৮ হাজার টাকা! খোদ ব্লাড ব্যাংকের কর্মীদের অভিযোগ, এই চক্রের শিকড় এতটাই গভীরে যে সাধারণ মানুষের পাশাপাশি অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষও। তদন্তের আশ্বাস দিয়েছেন মহকুমা শাসক। ব্লাড ব্যাংক কর্তৃপক্ষ এই চক্রের অস্তিত্ব স্বীকার করে নিয়ে কড়া পদক্ষেপের আশ্বাস দিয়েছে।

ব্লাড ব্যাংকের এক কর্মীর কথায়, 'ডোনার আনার বদলে কেউ যদি সরাসরি নথিপত্র সহ রক্তের পাউচ নিয়ে আসেন বাইরে থেকে, সেটা আমরা জানতে পারি না। সরাসরি পাউচ নিয়ে রোগী ভর্তি থাকা সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডে নিয়ে যান পরিজনরা।' হাসপাতালের ব্লাড ব্যাংকের মেডিকেল অফিসার ইনচার্জ জয়িতা চক্রবর্তী এই পরিস্থিতি নিয়ে বিস্ফোরক মন্তব্য করেছেন। তাঁর কথায়, 'আমার ব্লাড ব্যাংকে অনিয়ম হয় না বলে দাবি করতে পারি। তবে, চক্রের সঙ্গে হাসপাতালের কিছু কর্মীও জড়িত।' তিনি আরও যোগ করেন, 'তবে আগের তুলনায় আমরা পরিস্থিতি অনেকটাই নিয়ন্ত্রণে আনতে সক্ষম হয়েছি।'

সম্প্রতি করণদিঘির বাসিন্দা দীপু সিংহ তাঁর মা অনসূয়া সিংহের জন্য 'বি পজিটিভ' রক্ত খুঁজছিলেন। ব্লাড ব্যাংকে রক্ত না থাকায় জনৈক ব্যক্তি তাঁকে একটি ফোন নম্বর দেন। সেই নম্বরে যোগাযোগ করতেই জানানো হয়, রক্ত মিলবে তবে লাগবে ৪,৫০০ টাকা। দীপু কিছুটা কম করার অনুরোধ করলে ওপ্রান্ত থেকে উত্তর আসে, 'এই বিষয়ে যা করার গোপালদাই করতে পারবে। গোপালদা না বলা পর্যন্ত ৪৫০০ টাকাই লাগবে।' কে এই গোপালদা? যিনি ফোন ধরেছিলেন, তাঁর পরিচয়ই বা কী? সেসব প্রশ্নের উত্তর মেলেনি। প্রশ্ন করতেই ওপাশ থেকে ফোন কেটে দেওয়া হয়েছিল।

- ইউনিট প্রতি রক্তের দাম উঠছে ৫ থেকে ৮ হাজার টাকা
- দালালচক্রের দৌরাত্ম্যের কথা স্বীকার মেডিকেল অফিসার ইনচার্জের
- সাধারণ মানুষকে সচেতন করতে হাসপাতালে হোর্ডিং লাগানো হয়েছে

একই অভিজ্ঞতার শিকার নতুনপাড়ার সুবীর বিশ্বাসের। তাঁর আত্মীয়ের জন্য দালালরা চেয়েছিল ৭,৫০০ টাকা। ক্ষুদিরামপল্লির সুমন আঢ্যর অভিজ্ঞতা আরও ভয়াবহ। তিনি স্বেচ্ছায় রক্ত দিয়ে আসার পর জানতে পারেন, তাঁর দেওয়া সেই রক্ত দালালরা রোগীর পরিবারের কাছে বিক্রি করে টাকা হাতিয়ে নিয়েছে। সুমন বলেন, 'মাথায় আকাশ ভেঙে পড়েছিল সেদিন। বুঝলাম, চক্রটি সকলের অজান্তে আমার রক্তেও ভাগ বসিয়েছে।'

হাসপাতাল চত্বরে দালালের ঘোরাঘুরি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন ইসলামপুরের মহকুমা শাসক অঙ্কিতা আগরওয়াল। তিনি জানিয়েছেন, খোঁজ নিয়ে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া হবে। রোগীকল্যাণ সমিতির সভাপতি কানাইয়ালাল আগরওয়াল বলেন, 'মাঝে চক্রটি নিষ্ক্রিয় ছিল। চক্রটিকে চিহ্নিত করতে পদক্ষেপ করা হবে।'

নজরদারি চলছে বলে জানিয়েছেন হাসপাতালের সহকারী সুপার সন্দীপন মুখোপাধ্যায়। সাধারণ মানুষকে সচেতন করতে হাসপাতালে হোর্ডিংও লাগানো হয়েছে বলে তিনি জানান।

মাধ্যমিকের জন্য ট্রাফিক সতর্কতা

শিলিগুড়ি, ১ ফেব্রুয়ারি : সোমবার থেকে শুরু হচ্ছে মাধ্যমিক পরীক্ষা। পড়ুয়ারা যাতে নির্বিঘ্নে সময়মতো পরীক্ষাকেন্দ্রে পৌঁছাতে পারে তা নিশ্চিত করতে বাড়তি সতর্ক রয়েছে ট্রাফিক পুলিশ। ডিসিপি (ট্রাফিক) কাজি সামসুদ্দিন আহমেদ রবিবার শিলিগুড়ির ট্রাফিক ব্যবস্থা প্রসঙ্গে বলেন, 'ইতিমধ্যেই শহরে যান চলাচলের ওপর একাধিক বিধিনিষেধ জারি করা হয়েছে। সেই বিধিনিষেধ যেন পালন করা হয়, সেজন্য আমি নিজে সকাল থেকেই রাস্তায় থাকব। এছাড়াও প্রতিটি ট্রাফিক পয়েন্টেই হেল্প ডেস্ক থাকবে। কারও কোনও অসুবিধা হবে না।'

Need Hearing Aid?

North Bengal Hearing Aid Center
Opp. Bidhan Market Auto Stand, Siliguri
85094 54426

TECHNO INDIA GROUP
WORLD SCHOOL SILIGURI
A Satyam Roychowdhury Initiative
HOLISTIC DEVELOPMENT, REIMAGINED.

ALL GIRLS' DAY-BOARDING & RESIDENTIAL SCHOOL FOR THE WOMEN OF TOMORROW
2026-27
ADMISSIONS OPEN
Apply for Classes - Nursery to IX & XI
Scan to Know More
TECHNO INDIA GROUP WORLD SCHOOL, SILIGURI
Himachal Vihar, Near SJDA Office, Matigara, Siliguri 734010.
97330 18000
tigworldschools.com/siliguri

প্যাকেজিং সেন্টারের আগুন নেভাচ্ছেন দমকলকর্মীরা।

সেবক রোডে আগুন

শিলিগুড়ি, ১ ফেব্রুয়ারি : একটি মিষ্টির দোকানের প্যাকেজিং সেন্টারে আগুন লাগায় রবিবার ভোরে চাঞ্চল্য ছড়াল সেবক রোডে। অগ্নিকাণ্ডের জেরে সেন্টারটিতে থাকা অধিকাংশ জিনিসই পুড়ে ছাই হয়ে যায়। দোকানের কর্মী ভূষণ কুমার বলেন, 'আমরা সকলে শোয়ার ঘরে ছিলাম। হঠাৎ পাশের প্যাকেজিং সেন্টারে আগুন দেখতে পাই। মনে হচ্ছে কোনওভাবে শর্টসার্কিট থেকে আগুন লেগেছে।' দমকলের এক আধিকারিক বলেন, 'ভেতরে প্রচুর কার্টন ছিল। ভোররাতের দিকে আগুন লেগেছে। তাই কীভাবে লেগেছে, তা অবশ্যই তদন্ত করে দেখা হবে।'

সেবক রোডে ওই মিষ্টির দোকানের সঙ্গেই রয়েছে কর্মীদের থাকার জায়গা। এছাড়াও রয়েছে প্যাকেজিং সেন্টার। স্থানীয় সুত্রে জানা গিয়েছে, আগুন লাগার বিষয়টা প্রথমে নজরে আসে ভোর পাঁচটার দিকে। কর্মীদের থাকার জায়গায় সে সময় পাঁচজন কর্মী ছিলেন। তাঁরা ওই প্যাকেজিং সেন্টারের ঘরে ঢুকে নিজেরাই আগুন নেভানোর চেষ্টা করতে থাকেন। কিছুক্ষণের মধ্যে আগুন নজরে আসে স্থানীয় পথচলতি মানুষদেরও। প্রত্যক্ষদর্শী ইন্দ্র বিশ্বাস বলেন, 'শাটার আগুনে লাল হয়ে গিয়েছিল। প্রচুর ধোঁয়া বের হচ্ছিল।' এদিকে, পরিস্থিতি হাতের বাইরে যেতে থাকায় ওই কর্মীরাও বাইরে বেরিয়ে আসেন। খবর দেওয়া হয় দমকলকে। আগুনের খবর পেয়ে দমকলের তিনটি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে পৌঁছে প্রায় তিরিশ মিনিটের চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। প্রসঙ্গত, এর আগেও ওই মিষ্টির দোকানের প্যাকেজিংয়ের জায়গায় আগুন লেগেছিল।

অবহেলায় পড়ে বাস টার্মিনাস

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ১ ফেব্রুয়ারি : উত্তরবঙ্গের প্রবেশদ্বার শিলিগুড়ির তেনজিং নোরগে বাস টার্মিনাস যেন এখন একরাশ অবহেলার সংজ্ঞা। দেড় বছর আগে ঘটা করে এই টার্মিনাসের ভোল বদলাতে 'ফেস লিফটিং'-এর স্বপ্ন দেখানো হয়েছিল। সেই অনুযায়ী পরিকল্পনা করে রাজ্য সরকারের কাছে রিপোর্টও পাঠানো হয়। কিন্তু দীর্ঘ সময় পেরিয়ে গেলেও সরকারের পক্ষ থেকে এখনও কোনও অর্থবরাদ্দ করা হয়নি। ফলে সেই পরিকল্পনা এখন বিশ্বাঁও জলে। প্রতিদিন এই টার্মিনাস দিয়ে কয়েক হাজার মানুষ যাতায়াত করলেও যাত্রী স্বাচ্ছন্দ্য তলানিতে এসে ঠেকেছে।

টার্মিনাসজুড়েই এখন ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে চূড়ান্ত অব্যবস্থা। কোথাও পিলারের পলেস্তারা খসে পড়ছে, আবার কোথাও আলোর অভাবে ভোগান্তি চরমে। একসময় সৌন্দর্য বাড়াতে সীমানা প্রাচীর বরাবর অনেক গাছ লাগানো হয়েছিল, কিন্তু রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে সেই বাগান আজ কার্যত নষ্ট। বর্তমানে একশ্রেণির মানুষ সেখানে যত্রতত্র শৌচকর্ম করছেন। বাসে করে টার্মিনাসে নামার পরেই এই দৃশ্য দেখে ক্ষুব্ধ যাত্রী পবিত্র রায়। তিনি বললেন, 'এত বড় টার্মিনাসে যদি এইরকম পরিস্থিতি হয়ে থাকে, তাহলে সত্যিই কিছু বলার নেই।'

যাত্রী বাড়লেও টার্মিনাসে বসার জায়গা বা পানীয় জলের মতো পরিষেবার আধুনিকীকরণ হয়নি। আলাদা একটি ছোট বাসস্ট্যান্ড ও টিকিট কাউন্টার করা হলেও তার বসার জায়গাগুলো ভেঙে পড়ে রয়েছে। নিত্যযাত্রী বিপ্লব দাসের কথায়, 'সময়ের সঙ্গে যাত্রী বাড়লেও স্ট্যান্ডের ভেতর বসার ব্যবস্থা একটুও বাড়ানো হয়নি। এমনকি টার্মিনাসে আজও পর্যাপ্ত ফ্যানের ব্যবস্থাটুকু করা হল না।'

ভবনের ছাদ থেকে ভেঙে পড়ছে চাঙড়।

এই স্থবিরতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন নিগমের বাস প্রভাবিত সংগঠনের কেন্দ্রীয় সদস্য তুফান ভট্টাচার্যও। তাঁর স্পষ্ট বক্তব্য, 'আসলে টার্মিনাস নিয়ে অনেক পরিকল্পনা হলেও বাস্তবে সবটাই সেই মান্ধাতা আমলের রয়ে গিয়েছে।'

সামনে নির্বাচন, কিন্তু উন্নয়নের কাজ কবে শুরু হবে তার কোনও দিশা নেই। নিগমের ম্যানেজিং ডিরেক্টর দীপঙ্কর পিপলাই বলেন, 'ফেস লিফটিং-এর জন্য পরিকল্পনা করে সরকারের কাছে রিপোর্ট পাঠানো হয়েছে। তবে এখনও কোনও অর্থবরাদ্দ হয়নি, আমরা সেই অপেক্ষায় রয়েছি। তবে বেসরকারি বাসস্ট্যান্ডের অংশে পেভার্স ব্লকের কাজের পরিকল্পনা সম্পন্ন হয়েছে।' এখন দেখার, এই অর্থ কবে আসে আর কবেই বা ফিরবে তেনজিং নোরগে বাস টার্মিনাসের হারানো শ্রী।

পৃথিবীর পাঠশালা

মানুষ নিষিদ্ধ

ভারতের আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের 'নর্থ সেন্টিনেল আইল্যান্ড'-এ যাওয়া মানে নিশ্চিত মৃত্যু। এখানকার সেন্টিনেলিজ উপজাতিরা গত ৬০,০০০ বছর ধরে বাইরের জগৎ থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন। কেউ তাদের দ্বীপে যাওয়ার চেষ্টা করলেই তারা তির মেরে তাকে হত্যা করে। ২০০৬ সালে দুই জেলে ভুল করে সেখানে গেলে তাদের মেরে ফেলা হয়। ভারত সরকার আইন করে এই দ্বীপে যাওয়া নিষিদ্ধ করেছে। তারা আজও জানে না আগুন জ্বালাতে হয় কীভাবে বা মোবাইল ফোন কী জিনিস।

চশমা পরা ইঁদুর

রাশিয়ার নভোসিবিরস্ক শহরে একটি অদ্ভুত মূর্তি আছে- ল্যাব কোট ও চশমা পরা এক ইঁদুরের মূর্তি, যে কিনা ডিএনএ (DNA) বুনছে! বিজ্ঞানের গবেষণায় লক্ষ লক্ষ ইঁদুর প্রাণ দিয়েছে। তাদের এই আত্মত্যাগের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতেই বিজ্ঞানীরা এই 'মনুমেন্ট টু দ্য ল্যাবরেটরি মাউস' তৈরি করেছেন। ইঁদুর আমাদের শত্রু হতে পারে, কিন্তু চিকিৎসাবিজ্ঞানে তাদের অবদান অনস্বীকার্য। তাদের ছাড়া অনেক জীবনদায়ী ওষুধ আবিষ্কার সম্ভব হত না।

নীল আতঙ্ক

ইন্দোনেশিয়ার 'ইজেন' (Ijen) আগ্নেয়গিরি থেকে বের হওয়া লাভা লাল নয়, বরং উজ্জ্বল নীল রঙের! রাতের অন্ধকারে দেখলে মনে হয় পাহাড়ের গা বেয়ে নীল আগুন গড়িয়ে পড়ছে। আসলে এখানে প্রচুর পরিমাণে সালফার বা গন্ধক আছে। বাতাসের সংস্পর্শে এসে সালফার পুড়লে নীল শিখা তৈরি হয়। এই নীল লাভা এবং বিষাক্ত গ্যাসের ধোঁয়া দেখতে পর্যটকরা গ্যাস মাস্ক পরে সেখানে ভিড় করেন। নরকের সৌন্দর্য বোধহয় এমনই হয়।

গাছ যখন লাজুক

বড় বড় গাছের দিকে তাকালে দেখবেন, তাদের ডালপালা একে অপরের খুব কাছাকাছি এলেও কেউ কাউকে স্পর্শ করে না। তাদের মাঝখানে সরু ফাঁকা জায়গা থাকে, যা নীচে থেকে দেখলে মনে হয় আকাশের বুকে আঁকা নদীর নকশা। একে বলা হয় 'ক্রাউন শাইনেস' (Crown Shyness) বা লাজুক শীর্ষ। বিজ্ঞানীরা মনে করেন, পোকা যাতে এক গাছ থেকে অন্য গাছে সহজে যেতে না পারে বা সূর্যের আলো যাতে সবাই পায়, তাই গাছেরা এই সামাজিক দূরত্ব মেনে চলে।

কেন্দ্রীয় বাজেটে হতাশ মালদা

বরাদ্দ নেই আম, রেশমে

মালদা ব্যুরো

১ ফেব্রুয়ারি : মোদি বললেন, কিন্তু নির্মলা তো কিছু বললেন না!

মাত্র গত শনিবারের আগের শনিবারের কথা। গত ১৭ জানুয়ারি মালদায় এসেছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। পুরাতন মালদার বাইপাসের ধারে জনসভায় তাঁর মুখে শোনা গিয়েছিল মালদার আম ও রেশম ভিত্তিক শিল্প নিয়ে রাজ্য সরকারের প্রতি কটাক্ষ। আশ্বাস দিয়েছিলেন সুদিন ফেরানোর।

কিন্তু কোথায় কী! রবিবার কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামনের মুখে তো আম প্রক্রিয়াকরণ, রেশমশিল্প বা এইমস- কোনও কিছু নিয়েই কোনও কথা শোনা গেল না। স্বভাবতই মালদার আমচাষি, রেশমচাষি সহ বণিক মহল হতাশ।

মালদা মার্চেন্ট চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির জেলা সভাপতি উজ্জ্বল সাহার মন্তব্য, 'গত বছর বাজেটে মাখনার হাব পেয়েছে প্রতিবেশী রাজ্য বিহার। কিন্তু আমরা বারবার দাবি করার পরেও ম্যাঙ্গো হাবের কথা বাজেটে উঠে না আসায় আমরা হতাশ।' একই অভিযোগ করেন মালদা ম্যাঙ্গো মার্চেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক উজ্জ্বলকুমার চৌধুরী। তাঁর মন্তব্য, 'এই বাজেটে মালদার আম ও রেশম ভিত্তিক শিল্প নিয়ে অনেক আশা ছিল। কিন্তু বাজেটে একটি শব্দও খরচ করেননি অর্থমন্ত্রী।'

- একটা সময় মালদায় উৎপাদিত আমের সিংহভাগ বাংলাদেশে রপ্তানি হত, এখন তা বন্ধ
- মালদার আমের কদর ইউরোপ, আরবের দেশগুলিতে বাড়ছে
- কিন্তু সেখানে নিয়ে যেতে হলে প্রথম দরকার মালদা থেকে কলকাতা পর্যন্ত গ্রিন করিডর

কালিয়াচকের আমচাষি আনিসুর রহমান বলছিলেন, 'বর্তমান পরিস্থিতিতে বিশ্বের বাজারে মালদার আমের কদর বাড়াতে হলে পরিকাঠামোর পরিবর্তন দরকার। তা না হলে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকা যাবে না।' একটা সময় ছিল যখন মালদায় উৎপাদিত আমের সিংহভাগ বাংলাদেশে রপ্তানি হত। কিন্তু নানা কারণে তা বন্ধ। মালদার আমের কদর ইউরোপ, আরবের দেশগুলিতে বাড়ছে। কিন্তু সেখানে নিয়ে যেতে হলে প্রথম দরকার মালদা থেকে কলকাতা পর্যন্ত গ্রিন করিডর। এই গ্রিন করিডর না হলে আমের মতো পচনশীল সামগ্রী রপ্তানি করা অত্যন্ত কঠিন। তাই আম ব্যবসায়ীদের দাবি, গ্রিন করিডর না হলেও যেন মালদায় বিমান পরিষেবা চালু করা যায়। সেটাও তো হল না।

হতাশ রেশমচাষিরাও। কালিয়াচকের রেশমচাষি মহম্মদ সইফই হোক বা মতিউর রহমান। তাঁরা বলছিলেন, প্রধানমন্ত্রীর কথার পর আমরা আশা করেছিলাম যে এবার হয়তো রেশম নিয়ে কিছু বরাদ্দ হবে। রেশমের উন্নয়নের জন্য কেন্দ্রীয় বরাদ্দ যদি না আসে, তাহলে রেশমচাষিরা কী করে বাঁচবে? সঞ্জয় মণ্ডল নামে আরেক চাষি বলেন, 'আজকের বাজেট দেখে অবাক হয়ে গেলাম। মোদি মালদায় এসে রেশম নিয়ে বলে গেলেন, অথচ রেশমের জন্য কেন্দ্র কিছুই বরাদ্দ করল না।'

কটাক্ষ করার সুযোগ ছাড়ছে না তৃণমূল। মন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিন বলেন, 'প্রধানমন্ত্রী হোক বা বিজেপি নেতৃত্ব, কেউ পশ্চিমবঙ্গের উন্নয়ন নিয়ে ভাবেন না। নির্বাচন এলেই ওঁরা মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দেন।'

চ্যাংরাবান্ধা দেবী কলোনিতে ট্রাক ঘিরে জনতার ভিড়। রবিবার।

ট্রাকের পাদানিতে ঝুলে ১০ কিমি

চ্যাংরাবান্ধা, ১ ফেব্রুয়ারি : ট্রাকের জানলা ধরে ঝুলতে ঝুলতে আসছেন এক তরুণ। এভাবেই প্রায় ১০ কিমি রাস্তা এসেছেন তিনি। বাঁচার জন্য চিৎকার করছেন। অবশেষে চ্যাংরাবান্ধার দেবী কলোনির বাসিন্দাদের বদান্যতায় মুক্তি পেলেন তিনি। রবিবার সন্ধ্যায় এমনই ঘটনার সাক্ষী থাকল চ্যাংরাবান্ধা। দেবী কলোনির বাসিন্দারা সেই ট্রাকটিকে আটক করে তরুণকে মুক্ত করেন। তাঁর হাত ফুলে গিয়েছে। চিকিৎসক এক্স-রে করতে বলেছেন।

ঘটনার বিবরণে জানা গিয়েছে, চ্যাংরাবান্ধা গ্রাম পঞ্চায়েতের পাটোয়ারিবাড়ি এলাকায় কীর্তনের চাঁদা তোলাকে কেন্দ্র করে ট্রাকচালক এবং কমিটির মধ্যে ঝামেলার সূত্রপাত হয়। যার জেরে রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকা ট্রাকটিকে সরানোর কথা বলতে যান চ্যাংরাবান্ধা গ্রাম পঞ্চায়েতের বড়কামাত এলাকার বাসিন্দা বাইক আরোহী মধুসূদন বর্মন। ডব্লিউবি ৭৩ এইচ ২০০৮ নম্বরযুক্ত ট্রাকের চালক বাইক আরোহী মধুসূদন বর্মনের হাতটি জানলায় আটকে থাকা অবস্থায় প্রায় ১০ কিমি ট্রাক চালিয়ে নিয়ে আসেন। মধুসূদন বাঁচার জন্য চিৎকার করলে দেবী কলোনির বাসিন্দারা ট্রাক থামিয়ে তরুণকে উদ্ধার করেন। স্থানীয় বাসিন্দা গোলাম হোসেন বলেন, 'ট্রাকে একজনকে ঝুলন্ত অবস্থায় চিৎকার করে আসতে দেখে আমরা অবাক হয়ে যাই। ওই ব্যক্তিকে নামিয়ে চ্যাংরাবান্ধা ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে চিকিৎসার জন্য পাঠানো হয়। চালক সহ ট্রাকটিকে মেখলিগঞ্জ থানার পুলিশ নিয়ে গিয়েছে। আমরা জানতে পেরেছি, মাঝরাস্তায় চাঁদা নিয়ে ঝামেলার জন্য নাকি চালক এমন করেছেন।'

চ্যাংরাবান্ধা ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র চত্বরে দাঁড়িয়ে মধুসূদন বর্মন বলেন, 'চৌরঙ্গি থেকে এক পরিচিতর বাড়িতে নেমন্তন্ন খেয়ে বাড়ি ফেরার পথে দেখি পাটোয়ারিবাড়ি এলাকায় রাস্তা আটকে ট্রাক দাঁড়িয়ে রয়েছে। ওখানে কীর্তন কমিটির সঙ্গে ট্রাকচালকের সমস্যা হয়েছে বলে জানতে পারি। ট্রাক রাস্তা আটকে দাঁড়িয়ে থাকায় আমি ট্রাকের পাদানিতে উঁকি দিয়ে ট্রাকটি সরাতে বলি। সেই অবস্থায় ট্রাকচালক আমার আঙুল জানলার কাছে আটকে দিয়ে প্রচণ্ড গতিতে ট্রাক নিয়ে আমাকে সহ ছুটতে শুরু করেন। বাঁচার জন্য আমি চিৎকার শুরু করি। চালককে ট্রাক থামাতে বললেও কথা শোনেননি। মনে হচ্ছিল ট্রাক থেকে পড়ে মরে যাব। দেবী কলোনির বাসিন্দারা ট্রাকটি থামালে ট্রাক থেকে নেমে যেন প্রাণ ফিরে পাই। হাত ফুলে গিয়েছে। ডাক্তার ওষুধ দিয়েছেন। এক্স-রে করতে বলেছেন। ট্রাকচালকের বিরুদ্ধে মেখলিগঞ্জ থানায় লিখিত অভিযোগ করব।' মেখলিগঞ্জের এসডিপিও আশিস পি সুব্বা বলেন, 'আমরা পুরো ঘটনা তদন্ত করছি। এখনও লিখিত অভিযোগ জমা পড়েনি। অভিযোগ পড়লে সেই অনুযায়ী পদক্ষেপ করা হবে।'

আহত তরুণ

শতাব্দীপ্রাচীন বালুমেলা

কিশনগঞ্জ, ১ ফেব্রুয়ারি : রবিবার কিশনগঞ্জ শহর সংলগ্ন চাকলাঘাটে শতাব্দীপ্রাচীন বালুমেলা বা মাঘীপূর্ণিমার মেলা অনুষ্ঠিত হয়।

মহানন্দা নদীর তীরে আয়োজিত একদিনের এই মেলায় অনেক মানুষের সমাগম হয়। এই মেলায় যাঁরা ঘুরতে বা স্নান করতে আসেন, তাঁদের শরীর বালুময় হয়ে যায় বলেই এই মেলার নাম বালুমেলা। ফ্রান্সিস বুকানন ১৮০৭ সালে পূর্ণিয়া গেজেটে প্রথমবার এই মেলাকে বালুমেলা বলে উল্লেখ করেন। এই মেলার প্রধান আকর্ষণ তেজপাতা, মিষ্টি রাঙা আলু, কুল, জিলিপি এবং মাটির পাত্রে দই কেনাবেচা। এই মেলায় নেপাল থেকেও অনেক মানুষ আসেন।

এই মেলায় জুয়া এবং লটারির আসর বসেছে বলে অভিযোগ। এ প্রসঙ্গে মহকুমা পুলিশ আধিকারিক গৌতম কুমার বলেন, 'অভিযোগটি খতিয়ে দেখা হচ্ছে।'

কোথায় গেল শাহি প্রতিশ্রুতি, ক্ষোভ উত্তরবঙ্গে

প্রথম পাতার পর

কিন্তু পরপর পাঁচটি কেন্দ্রীয় বাজেটে উত্তরবঙ্গের চা শিল্পের জন্য বিশেষ কোনও প্যাকেজ বা আর্থিক বরাদ্দের কথা উল্লেখ করা হয়নি। অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন তাঁর নবম বাজেটে নারকেল, কাজু বা পাটের মতো বাগিচা ফসলের জন্য বরাদ্দের কথা বললেও চা নিয়ে নীরব থেকেছেন। অথচ ২০২১-'২২ সালে ঘোষিত 'প্রধানমন্ত্রী চা শ্রমিক প্রোৎসাহন যোজনা'-র ১০০০ কোটি টাকার সুফল উত্তরবঙ্গের শ্রমিকরা পাননি বলে বিভিন্ন সংগঠনের দাবি।

টেরাই ইন্ডিয়ান প্ল্যান্টার্স অ্যাসোসিয়েশন-এর চেয়ারম্যান মহেন্দ্র বনসল আক্ষেপ প্রকাশ করে বলেন, 'হয়তো জনপ্রতিনিধিরা এখানকার সঠিক প্রত্যাশা তুলে ধরতে পারেননি।' ক্ষুদ্র চা চাষিদের সর্বভারতীয় সংগঠন 'সিস্টা'-র সভাপতি বিজয়গোপাল চক্রবর্তী তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করে জানান, উত্তরবঙ্গের ৬২ শতাংশ চা এখন ক্ষুদ্র চাষিদের হাত ধরে এলেও তাঁদের প্রথাগত কৃষকের মর্যাদা দেওয়া হয়নি। এর ফলে কেন্দ্রের ১৮টি কৃষক কল্যাণকর প্রকল্প থেকে তাঁরা বঞ্চিত থাকছেন।

অন্যদিকে, ইন্ডিয়ান টি অ্যাসোসিয়েশন-এর সেক্রেটারি জেনারেল অরিজিৎ রাহা এবং সিআইআই-এর সতীশ মিত্রুকা অবশ্য কিছুটা আশার আলো দেখছেন। তাঁদের মতে, ডানকুনি থেকে সুরাট পর্যন্ত প্রস্তাবিত ফ্রেট করিডর তৈরি হলে কলকাতা বন্দরের বদলে পশ্চিম প্রান্তের বন্দর ব্যবহার করে চা রপ্তানির খরচ কমবে। তবে 'টাই'-এর সেক্রেটারি জেনারেল প্রবীর ভট্টাচার্য একটি ইতিবাচক দিক উল্লেখ করে জানিয়েছেন, প্রধানমন্ত্রী চা শ্রমিক প্রোৎসাহন যোজনার মেয়াদ আরও এক বছর বাড়ানো হয়েছে, যা শ্রমিকদের সামাজিক সুরক্ষায় কাজে লাগতে পারে।

এদিকে, ২০০৯ সাল থেকে ঝুলে থাকা রায়গঞ্জ এইমস প্রকল্পের নাম এবারও বাজেটে না থাকায় উত্তর দিনাজপুরের সাধারণ মানুষের মন ভেঙেছে। জমিজট ও রাজনীতির পাকে পড়ে রায়গঞ্জের প্রস্তাবিত এইমস কল্যাণীতে স্থানান্তরিত হওয়ার পর থেকেই এই বঞ্চনার শুরু। শহরবাসী তাপস সরকার বা মানিক চৌধুরীদের আক্ষেপ, বিহারে যদি দুটি এইমস থাকতে পারে, তবে পশ্চিমবঙ্গে কেন নয়? রাজনৈতিক মহলেও এটি নিয়ে কাদা ছোড়াছুড়ি শুরু হয়েছে। জেলা কংগ্রেস সভাপতি মোহিত সেনগুপ্ত স্পষ্ট জানান, স্বাস্থ্য বা শিক্ষা কোনও খাতেই জেলা কিছুই পায়নি। তাঁর অভিযোগ, 'দিদি ও মোদি' উভয়েই চাননি রায়গঞ্জে এইমস হোক। তৃণমূলের জেলা সভাপতি কানাইয়ালাল আগরওয়ালের দাবি, বিজেপি নেতারা এইমস নিয়ে শুধু বড় বড় কথা বললেও বাস্তবে পশ্চিমবঙ্গ কিছুই পায়নি। তবে বিজেপির জেলা সভাপতি নিমাই কবিরাজ এখনও আশাবাদী যে, সাংসদের চেষ্টায় আগামীতে এইমস অনুমোদিত হবে।

বাজেটে চা নিয়ে সরাসরি ঘোষণা না থাকায় উত্তরবঙ্গের তিন বিজেপি সাংসদের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। তৃণমূলের রাজ্যসভা সাংসদ প্রকাশ চিকবড়াইকের দাবি, বিজেপি শুধু মিথ্যে প্রতিশ্রুতি দিয়ে তঞ্চকতা করছে। শ্রমিকদের জয়েন্ট ফোরামের নেতা জিয়াউল আলমও মনে করেন, ২০ লক্ষ চা শ্রমিকের জীবন-জীবিকাকে ধারাবাহিকভাবে অবহেলা করছে কেন্দ্র।

বাম শ্রমিক সংগঠন সিটু-র সমন পাঠক এবং আইএনটিটিইউসি-র নির্জল দে'র কণ্ঠেও একই সুর- এই বাজেট আদতে একটি ফাঁকা প্রতিশ্রুতি। পালটা যুক্তিতে দার্জিলিংয়ের সাংসদ রাজু বিস্ট অভিযোগ তুলেছেন রাজ্য সরকারের দিকেই। তাঁর দাবি, আগের বরাদ্দের ৪০০ কোটি টাকা রাজ্য খরচই করতে পারেনি। একই সুর শোনা গিয়েছে আলিপুরদুয়ারের বিজেপি সাংসদ মনোজ টিগ্গার গলাতেও। তিনি দাবি করেন, ২০২১-'২২ অর্থবর্ষে কেন্দ্র যে অনুদান দিয়েছিল, রাজ্য সরকার আজও তা খরচ করতে পারেনি। অথচ অসম সেই অর্থ কাজে লাগিয়েছে। তাঁর প্রশ্ন, আগের বরাদ্দের টাকাই যদি খরচ না হয়, তাহলে নতুন করে কেন্দ্র কীভাবে আরও টাকা দেবে?

তবে সবমিলিয়ে এই বাজেট উত্তরবঙ্গকে ফের 'আঁধারে' রাখল বলেই মনে করছে সংশ্লিষ্ট মহল। মালিকপক্ষ থেকে শ্রমিক, সকলেরই দাবি ছিল বিদ্যুৎ ভরতুকি, যন্ত্রপাতির শুল্ক ছাড় এবং বিশেষ প্যাকেজ; যা এবারের বাজেটে ব্রাত্যই থেকে গেল।

সংকলন সহায়তা : নবনীতা মণ্ডল, রণজিৎ ঘোষ, শুভজিৎ দত্ত ও রাহুল দেব

কয়লা পাচার রুখতে তদন্তে সিবিআই

শক্তিপ্রসাদ জোয়ারদার

কিশনগঞ্জ, ১ ফেব্রুয়ারি : কিশনগঞ্জে কয়লা মাফিয়াদের দাপট অব্যাহত। ৩২৭ ই এবং ২৭ নম্বর জাতীয় সড়ক দিয়ে অসম থেকে বিহার পর্যন্ত রমরমিয়ে চলছে কয়লা পাচারের নেটওয়ার্ক। এতে প্রতিদিন প্রায় কোটি টাকার রাজস্ব ফাঁকি পড়ছে বিহার সরকারের কোষাগারের। এর বিরুদ্ধে কিশনগঞ্জ জেলা প্রশাসন কড়া পদক্ষেপ করলেও অভিযোগ, এই চক্রকে পেছন থেকে মদত দিচ্ছে জেলার এন্ট্রি মাফিয়াদের একাংশ। ফলে কোনওভাবেই রোখা যাচ্ছে না এই অবাধ ও বেআইনি গতিবিধি।

এরমধ্যে গত শুক্রবার কয়লা এবং এন্ট্রি মাফিয়াদের গতিবিধি ও রাজস্ব ফাঁকির তদন্তে কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা সিবিআইয়ের দল কিশনগঞ্জে পৌঁছে তদন্ত শুরু করেছে। যদিও নতুন পুলিশ সুপার আসার পর থেকে তাঁর উদ্যোগে অভিযান চলছে। জানা গিয়েছে, ভুয়ো চালানের সাহায্যে উত্তরবঙ্গের খড়িবাড়ি এলাকা দিয়ে কয়লাবোঝাই ট্রাক ঢুকছে বিহারে। এরপর কিশনগঞ্জকে করিডর হিসেবে ব্যবহার করে তা পৌঁছে যাচ্ছে বিহারের বিভিন্ন ইটভাটা এমনকি নেপালে। এদিকে, দিনকয়েক আগেই গোপন খবরের ভিত্তিতে পাটনা থেকে জেলার ৫ জায়গায় হানা দিতে আসে জিএসটি দল। অভিযান চালিয়ে অন্তত ১০টি বেআইনি কয়লাবোঝাই ট্রাক আটক করা হয়। জিএসটি টিমের দাবি, আটক কয়লা থেকে রাজ্য সরকারের প্রাপ্য রাজস্বের পরিমাণ ট্রাকপিছু প্রায় ৫০ হাজার টাকা।

সংশ্লিষ্ট দপ্তর সূত্রে খবর, পোর্টালের মাধ্যমে যে চালান বা ই-বিল পাওয়া যায় তা জাল করে প্রশাসনের চোখে ধুলো দেওয়ার কারবার চলছিল। এত নিখুঁত করে ওই ভুয়ো চালান তৈরি করা হয়, দেখে বোঝার উপায় নেই। তবে সিবিআইয়ের বিশেষ তদন্তে পর্দা ফাঁস হয়েছে। এরপরই গোয়েন্দা সংস্থার তরফে কিশনগঞ্জের জেলা শাসক এবং পুলিশ সুপারকে বিষয়টি বিশদে জানানো হয়। চিঠিতে ১২ জন এন্ট্রি মাফিয়ার নামও উল্লেখ করা ছিল বলে জানা গিয়েছে। তবে সেই রিপোর্ট ঠান্ডা ঘরে পাঠিয়ে দেওয়া হয় বলে অভিযোগ। তবে, পাটনার তৎপরতা সত্ত্বেও রোখা যায়নি কয়লা মাফিয়াদের দাপাদাপি। শুধু কয়লা নয়। বালি, গবাদিপশুর পাচারও চলতে থাকে।

বন্দে স্লিপারে আমিষ

নয়াদিল্লি, ১ ফেব্রুয়ারি : জনমতের চাপে অবশেষে কামাখ্যা থেকে হাওড়াগামী বন্দে ভারত স্লিপার ট্রেনে চালু হতে চলেছে আমিষ খাবার। রবিবার নয়াদিল্লিতে এক সাংবাদিক সম্মেলনে এমনই জানালেন রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণো। তিনি বলেন, 'বন্দে ভারত স্লিপার কোচে সফর করার সময় আমিষ খাবার খাওয়ার সুযোগ পাবেন যাত্রীরা। দ্রুত এই পরিষেবা দেওয়া শুরু হবে।'

গত ১৭ জানুয়ারি অসমের কামাখ্যা জংশন থেকে হাওড়া পর্যন্ত দেশের প্রথম স্লিপার বন্দে ভারত রেল পরিষেবা শুরু হয়। মালদা জংশন স্টেশন থেকে সবুজ পতাকা দেখান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। তবে নিয়মিত রেল পরিষেবা শুরু হয় ২২ জানুয়ারি থেকে। এর মধ্যে তুমুল বিতর্ক দানা বাঁধে এই ট্রেনের কেটারিং পরিষেবা নিয়ে। দেখা যায়, টিকিট কাটার সময় আমিষ খাবার বেছে নেওয়ার সুযোগ থাকছে না। এমনকি, খাবার না খাওয়ার কোনও বিকল্প থাকছে না। এই নিয়ে রাজনৈতিক মহলেও চরম জলঘোলা শুরু হয়। ভোটের মুখে গোটা দেশে বিজেপি নিরামিষ খাদ্যাভ্যাস চাপিয়ে দিতে চাইছে বলে সরব হয় বিরোধীরা। এরপর রেলমন্ত্রীকে আমিষ চালুর বিষয়ে পদক্ষেপের আর্জি জানান বালুরঘাটের সাংসদ এবং কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার। এরপরই এই সিদ্ধান্ত বলে জানালেন রেলমন্ত্রী।

নির্যাতন

কিশনগঞ্জ, ১ ফেব্রুয়ারি : শনিবার বিকেলে কিশনগঞ্জ থানা এলাকায় এক ৬ বছরের শিশুকন্যাকে যৌন নির্যাতনের ঘটনা ঘটে। সেই অভিযোগে রবিবার মহিলা থানার পুলিশ ১৬ বছরের এক নাবালককে গ্রেপ্তার করে। ধৃতকে এদিন সংশ্লিষ্ট থানা এলাকার জুভেনাইল আদালতে তোলা হয়। আদলত ধৃতকে আরারিয়ার বাল সুধার কেন্দ্রে ১৪ দিনের বিচার বিভাগীয় হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছে। অভিযোগ, শনিবার বিকেলে ওই শিশুকন্যাকে চকোলেটের লোভ দেখিয়ে একটি পরিত্যক্ত বাড়িতে নিয়ে গিয়ে নির্যাতন করে ধৃত নাবালক। এদিন কিশনগঞ্জ সদর হাসপাতালে শিশুটির মেডিকেল চেকআপ হয়।

শিশু উদ্ধার

কোচবিহার, ১ ফেব্রুয়ারি : বিশেষ অভিযান চালিয়ে ৮ শিশু সহ ১২ জন যাত্রীকে উদ্ধার করল আরপিএফ। উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে জানিয়েছে, গত ২৪ থেকে ২৮ জানুয়ারির মধ্যে ফালাকাটা, লামডিং, কিশনগঞ্জ, রঙ্গিয়া, নিউ বঙ্গাইগাঁও, কামাখ্যা, কাটিহার (পূর্ব) এবং গুয়াহাটি থেকে যাত্রীদের উদ্ধার করা হয়েছে। উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক কপিঞ্জলকিশোর শর্মা জানান, উদ্ধার হওয়া সমস্ত শিশুকে সংশ্লিষ্ট চাইল্ড লাইন ইউনিট ও স্বীকৃত চাইল্ড কেয়ার অর্গানাইজেশনের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। প্রাপ্তবয়স্কদের পুলিশের কাছে হস্তান্তর করা হয়।

হতাশা পদ্মবনে

প্রথম পাতার পর

এবার অন্তত অস্ত্র মিলবে আশায়!

দলের সাধারণ নেতা, কর্মীরাও নিশ্চিত ছিলেন, রাজ্য বিধানসভা ভোটকে মাথায় রেখে কেন্দ্রীয় বাজেটে বেশ কিছু ঘোষণা থাকবে। রাজ্যের শীর্ষ নেতারা নাকি কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের কাছ থেকে তেমন ইঙ্গিত পেয়েছিলেন। কিন্তু কোথায় কী? বরং তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রচারের সুযোগ পেয়ে গেলেন, 'হারবে জেনেই পশ্চিমবঙ্গকে বঞ্চনা করেছে কেন্দ্র।' কেন্দ্রীয় বাজেট তাঁর ভাষায়, 'মিথ্যার জঞ্জাল', 'হাম্পটি ডাম্পটি।'

কংগ্রেস নেতা অধীর চৌধুরী পর্যন্ত কটাক্ষ করছেন, কেন্দ্রীয় বাজেটে শিক্ষা, স্বাস্থ্য নিয়ে ঘোষণা কোথায়? সিপিএম বলতে শুরু করেছে, মানুষের মৌলিক সমস্যা থেকে দৃষ্টি ঘোরাতেই এই বাজেট। কেন্দ্রীয় বাজেট শুনতে শুনতে একসময় অধৈর্য হয়ে পড়লেন মুরলীধর সেন রোডে উপস্থিত পদ্ম নেতারা। অনেকের কপালে চিন্তার ভাঁজ। শেষপর্যন্ত কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রীর ভাষণ তাঁদের মুখে হাসি ফোটাতে পারল না। রাজ্য স্তরের এক নেতা বলেই ফেললেন, 'কেন্দ্র কি তাহলে বঙ্গ জয়ে নিশ্চিত নয়? তবে কি রাজ্যে বিজেপি সরকার আসার পর হাত উপুড় করবে কেন্দ্র? না হলে মে মাস পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে কেন? নির্বাচনের আগে রাজ্যের প্রতি কেন্দ্রীয় বঞ্চনার অভিযোগ তোলার সুযোগ তৃণমূলের হাতে তুলে দিয়ে আমরা কোন বিচক্ষণ রাজনীতির প্রমাণ দিলাম?' এই প্রশ্ন ছড়িয়ে পড়ল রাজ্যজুড়ে বিজেপির অন্দরমহলে।

মুরলীধর সেন রোডে বিজেপির রাজ্য দপ্তরে বাজেটে নজর। রবিবার।

সেই খবর ততক্ষণে পৌঁছে গিয়েছে নয়াদিল্লিতে বিজেপির বঙ্গ নেতাদের কানে। বাজেটে দুর্গাপুর, শিলিগুড়ি, ডানকুনি রেল ও ফ্রেট করিডরের ঘোষণাকে হাতিয়ার করে নয়াদিল্লি থেকেই আক্রমণ শানালেন থেকে দলের রাজ্য সভাপতি শমীক ভটাচার্য। তিনি প্রশ্ন তোলেন, 'দুর্গাপুর, শিলিগুড়ি, ডানকুনি কি মঙ্গলগ্রহে? তৃণমূলের ছানির অপারেশনের দরকার জানতাম। কিন্তু ওরা যে কানেও কম শোনে, জানতাম না।'

কর্মীদের সান্ত্বনা দিতেই যেন শমীককে বিবৃতি দিতে হল, 'আসল বাজেট হবে মে মাসে। এই সরকারকে বিসর্জন দেওয়ার পর।' যদিও এক বিজেপি বিধায়কের কথায়, বিহারে ভোটের আগে ২০২৪-এ ৬০ হাজার কোটি টাকার প্রকল্প ঘোষণা, '২৫-এর বিধানসভা ভোটের আগে আরও ৬ দফা ঘোষণা করেছিল কেন্দ্র। সেই দৃষ্টান্তকে সামনে রেখে ইতিমধ্যে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় যে জল্পনা উসকে দিয়েছেন, তাতে বিভ্রান্তি ছড়াতে পারে দলের নীচুতলায়।

বিভ্রান্তি কিছু ছড়িয়েই গিয়েছে। রাজ্যজুড়ে বিজেপির কর্মীবাহিনীর প্রশ্ন, বারবার বাংলায় এসে নরেন্দ্র মোদি ও অমিত শা'র তৃণমূলের বিরুদ্ধে রণহুংকার কি নিছকই ভোটে তাঁদের জন্য ভোকাল টনিক? কেন্দ্রীয় নেতারা কি বুঝে গিয়েছেন, বাংলায় আশা নেই? মুরলীধর সেন রোডে উপস্থিত এক নেতা যেন নিজেকেই সান্ত্বনা দিলেন, 'আরে, আমাদের নির্বাচনি ইস্তাহারে রাজ্যের উন্নয়নে নানা প্রকল্পের আশ্বাস থাকবে। মানুষকে বোঝাতে অসুবিধা হবে না।' তাতে যে ভোলানো গেল না, স্পষ্ট হল কর্মীদের শরীরী ভাষা ও মুখের ভাব দেখে। মুখে সমালোচনা করলেও তৃণমূল শিবিরে অবশ্য স্বস্তির হাওয়া। দুর্নীতি, অনুপ্রবেশ নিয়ে চাপে থাকলেও বাজেটে বাংলার বঞ্চনায় সুযোগ পাওয়া গেল। নয়াদিল্লিতে বাজেট অধিবেশনে উপস্থিত দক্ষিণবঙ্গের এক সাংসদের আক্ষেপ, 'এভাবে তৃণমূলের হাতে অস্ত্র তুলে দেওয়ার কোনও মানে হয়!'

সংস্কারমুখী বাজেটে সংশয়

প্রথম পাতার পর

কর নির্ধারণ ও জরিমানার জন্য পৃথক নির্দেশের বদলে একটি 'সিঙ্গল কমন অর্ডার'-এর প্রস্তাব আছে বাজেটে। আপিলের ক্ষেত্রে আগাম জমার পরিমাণ ২০ থেকে কমিয়ে ১০ শতাংশ করা হয়েছে। ছোটখাটো কর ফাঁকিকে 'অপরাধমুক্ত' গণ্য করা হবে নতুন আইনে। অনাবাসী ভারতীয়দের স্থাবর সম্পত্তি কেনাবেচায় টিডিএস আইনও সহজ করা হচ্ছে। রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে ২৮.৭ লক্ষ কোটি টাকা।

৫৩.৫ লক্ষ কোটি টাকার এই বাজেটে শিক্ষা ও কর্মসংস্থানে 'কেয়ার গিভার্স' প্রশিক্ষণ এবং পর্যটন গাইডের দক্ষতা সৃষ্টিতে জোর আছে। উচ্চশিক্ষার প্রসারে নতুন ৫টি বিশ্ববিদ্যালয় টাউনশিপের পাশাপাশি দেশের প্রতি জেলায় একটি 'গার্লস হস্টেল' নির্মাণের ঘোষণা আছে। এছাড়া সারাদেশে তৈরি হবে ১৬ হাজার সেকেন্ডারি স্কুল। প্রযুক্তিতে ভারতকে বিশ্বসেরা করার লক্ষ্যে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) চালিত ডেটা সেন্টারের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী।

সেই লক্ষ্যে যেসব বিদেশি সংস্থা ভারত থেকে গোটা বিশ্বে ক্লাউড পরিষেবা দেবে, তাদের ২০৪৭ সাল পর্যন্ত 'ট্যাক্স হলিডে' বা করছাড়ের সুবিধা দেওয়ার প্রস্তাব করা হয়েছে। বাজেটে স্বাস্থ্যক্ষেত্রে সাধারণ মানুষের বড় স্বস্তির খবর হল, আমদানি শুল্ক হ্রাসের ফলে ক্যানসারের ১৭টি জীবনদায়ী ওষুধের দাম কমবে। সস্তা হবে ৭টি বিরল ও ডায়াবিটিসের মতো রোগের ওষুধ।

সরকারি চিকিৎসা পরিষেবাকে আরও পোক্ত করতে আরও ৩টি এইমস তৈরির প্রস্তাব থাকলেও সেই তালিকায় নেই পশ্চিমবঙ্গ। অথচ মাত্র ২৪ ঘণ্টা আগে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শিলিগুড়িতে বিজেপির কর্মীসভায় উত্তরবঙ্গে এইমস তৈরির আশ্বাস দিয়ে গিয়েছিলেন। বাস্তবে বারাণসী-শিলিগুড়ি হাই-স্পিড রেল করিডর, ডানকুনি থেকে গুজরাটের সুরাট পর্যন্ত নতুন ডেডিকেটেড ফ্রেট করিডর ও দুর্গাপুরে শিল্প করিডর ছাড়া এই বাজেটে পশ্চিমবঙ্গের প্রাপ্তি শূন্য। অথচ আয়ুর্বেদ চিকিৎসাকে বিশ্বমানের পর্যায়ে নিয়ে যেতে তিনটি নতুন 'অল ইন্ডিয়া ইনস্টিটিউট অফ আয়ুর্বেদ' (এআইআইএ) স্থাপনের আশ্বাস দিয়েছেন নির্মলা। জেলায় জেলায় নতুন স্বাস্থ্যকেন্দ্র ও আবাসন প্রকল্প তৈরির জন্য বড় অঙ্কের বরাদ্দ আছে বাজেটে। জনমুখী এসব প্রকল্পের চেয়ে প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে কিন্তু বরাদ্দ অনেক বাড়ানো হয়েছে। গত বছরের তুলনায় ১৫ শতাংশ বাড়িয়ে করা হয়েছে ৭.৮৫ লক্ষ কোটি টাকা। ১১৪টি রাফাল যুদ্ধবিমান কেনা এবং দেশীয় প্রযুক্তিতে অস্ত্র তৈরির লক্ষ্যে মূলধনি ব্যয় ধরা হয়েছে ২.৩১ লক্ষ কোটি টাকা।

'অপারেশন সিঁদুর'-এর পর সেনাকে আরও প্রযুক্তিনির্ভর করার অঙ্গীকার করেছেন অর্থমন্ত্রী। রেলের ভোল বদলাতে ২.৯৩ লক্ষ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। বারাণসী-শিলিগুড়ি সহ দেশে সাতটি নতুন হাই-স্পিড রেল করিডর এবং ৩০০টির বেশি বন্দে ভারত ও অমৃত ভারত ট্রেন চালানো ও যাত্রী নিরাপত্তায় 'কবচ ৪.০' প্রযুক্তির দ্রুত বিস্তারের আশ্বাস দিয়েছেন সীতারামন।

শিল্প ও খনিজ ক্ষেত্রে ভারতের অবস্থান মজবুত করতে ওড়িশা, কেরল, অন্ধ্রপ্রদেশ এবং তামিলনাড়ুতে 'রেয়ার আর্থ মিনারেল করিডর', চিনের একাধিপত্য কমাতে ৭,২৮০ কোটি টাকার বিশেষ প্যাকেজে দেশে পাঁচটি বিরল খনিজ ম্যাগনেট তৈরির কারখানা ও এমএসএমই সেক্টরে ১০,০০০ কোটি টাকার 'চ্যাম্পিয়ন স্কিম' এই বাজেটে স্থান পেয়েছে।

নামমাত্র বরাদ্দ, বাংলা দুয়োরানি

প্রথম পাতার পর

পাটনা আইআইটি'র পড়ুয়ার সংখ্যা বৃদ্ধি ও পরিকাঠামো উন্নয়নে অর্থবরাদ্দের ঘোষণা ছিল।

বিহারের মাখনাচাষিদের উন্নয়নে বিশেষ বোর্ড গড়ার কথাও ছিল নির্মলার ২০২৫-এর বক্তৃতায়। অথচ মালদায় মাখনা চাষের ব্যাপক বিস্তার ঘটলেও তা নিয়ে নীরবই থাকলেন সীতারামন। গত বছরের বাজেট বক্তৃতায় ৬ বার বিহারের নাম উল্লেখ করেছিলেন তিনি। আলাদাভাবে মিথিলাঞ্চলের উল্লেখ করেছিলেন। রবিবার তিন করিডরের প্রস্তাবে শিলিগুড়ি, দুর্গাপুরের নাম উচ্চারণ করলেও পশ্চিমবঙ্গ শব্দটি মুখেই আনলেন না। বাংলার পাশাপাশি তামিলনাড়ু, কেরল, অসম, পুদুচেরিও ভোটমুখী। নির্মলার মুখে তামিলনাড়ু-কেরলের উল্লেখ ছিল ২ বার। কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদারের অবশ্য সাফাই, 'পশ্চিমবঙ্গ সরকার সেমিকনডাক্টর শিল্প, সি-প্লেন বা জাহাজের মতো প্রকল্প নিয়ে মাথা ঘামায় না। তাই সেসমস্ত প্রকল্প পশ্চিমবঙ্গে আসে না।' বিজেপি বিধায়ক অশোক লাহিড়ীর মতে, শুধু একটি রাজ্যের দিকে তাকিয়ে কেন্দ্রীয় বাজেট হয় না। সমস্ত রাজ্যের দিকে তাকিয়ে, সর্বোপরি দেশের কথা মাথায় রেখে বাজেট হয়।

অথচ একদিন আগে পশ্চিমবঙ্গে ঝটিকা সফরে গিয়ে তৃণমূলকে উৎখাতের ডাক দিয়ে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা শনিবার বলে গিয়েছিলেন, বাংলায় উন্নয়ন করতে হলে বিজেপিকে ক্ষমতায় আনা দরকার। তাতে মনে হয়েছিল, কেন্দ্রীয় বাজেট হয়তো বাংলার জন্য এবার কল্পতরু হবে। কিন্তু রবিবার নির্মলার পেশ করা কেন্দ্রীয় বাজেটে পশ্চিমবঙ্গের জন্য বরাদ্দ যৎসামান্যই।

স্বাভাবিকভাবেই এই সুযোগ নিয়ে বিজেপি ও কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে তৃণমূলের বঞ্চনার অভিযোগের পালে হাওয়া আরও জোরালো হল। সেই হাওয়া উসকে দিলেন খোদ বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। নয়াদিল্লি যাওয়ার পথে রবিবার তিনি দমদম বিমানবন্দরে বলেন, ''বাংলা থেকে ভোট পাবে না জেনেই এই বঞ্চনা। এই বাজেট 'গারবেজ অফ লাই', দিশাহীন, লক্ষ্যহীন, সারবত্তাহীন বাজেট।''

কেন্দ্রীয় বাজেটকে 'হাম্পটি ডাম্পটি' বলে আখ্যা দিয়ে মমতার সাফ কথা, 'এই বাজেট সম্পূর্ণ গরিববিরোধী, মহিলাবিরোধী, কৃষকবিরোধী বাজেট। সাধারণ মানুষের স্বার্থে কোনও দিশা নেই।' মুখ্যমন্ত্রীর ভাষায়, 'দেশের অর্থনীতি লাইনচ্যুত হয়ে গিয়েছে। বাজেট পেশের পরই সেনসেক্স প্রায় ১ হাজার পয়েন্ট ও নিফটির নেমে যাওয়া তার প্রমাণ।'

মমতার দাবি, 'যে ফ্রেট করিডরের কথা বলা হয়েছে তা নতুন কিছু নয়। আমি রেলমন্ত্রী থাকাকালীন ২০০৯ সালের বাজেটে এই প্রকল্পের ঘোষণা করেছিলাম।' তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, '৮৫ মিনিটের স্পিচ, ৫১০০ সেকেন্ডের বাজেট ভাষণে একবারের জন্যও বাংলার নাম নিলেন না। বাংলার প্রাপ্তির ঝুলি শূন্য। বাংলায় বিজেপি হেরে যাচ্ছে বলে এই বিমাতৃসুলভ মনোভাব।'

তিনি বলেন, 'বেঙ্গালুরুর মতো আরও দুটি এনআইএমএইচএএনএস ঘোষণা করা হয়েছে। কিন্তু তার একটি হবে ঝাড়খণ্ডে, অন্যটি অসমে। বাংলার মানুষের অসুবিধা হলে হয় অসমে নয়তো ঝাড়খণ্ডে যেতে হবে।'

বিহারের মতো বাংলার সৌভাগ্য না হওয়ার কারণ সম্পর্কে রাজনৈতিক মহলের ধারণা, নীতীশ কুমারের সমর্থন না থাকলে কেন্দ্রে মোদি সরকারের টিকে থাকা কঠিন বলে গত বাজেট ছিল বিহারমুখী। একই কারণে ২০২৪ সালের কেন্দ্রীয় বাজেটে চন্দ্রবাবু নাইডুর সমর্থন নিশ্চিত করতে অন্ধ্রের জন্যও বিপুল ঘোষণা ছিল। বাংলার ক্ষেত্রে সেরকম বাধ্যবাধকতা না থাকায় হাত গুটিয়ে থাকলেন সীতারামন।

‘পঁচিশের স্বপ্ন’ অধরা জকোভিচের

বাইশেই কেরিয়ার স্ল্যাম আলকারাজের

প্রথমবার অস্ট্রেলিয়ান ওপেন জিতে কার্লোস আলকারাজ গার্ফিয়া।

মেলবোর্ন, ১ ফেব্রুয়ারি : নোভাক জকোভিচের প্রিয় মঞ্চে তাঁকে হারিয়েই ইতিহাস গড়লেন কার্লোস আলকারাজ গার্ফিয়া। রড লেভার এরিনায় চার সেটের টানটান লড়াই জিতে ইতিহাস লিখলেন ২২ বছরের আলকারাজ।

ফাইনালের আগে জকোভিচ বলেছিলেন, ‘জানি, আলকারাজ এই মুহূর্তে আমার থেকে অনেক ভালো খেলছে। তাই বলে কি আত্মসমর্পণ করব?’ না, আত্মসমর্পণ করলেন না। সার্বিয়ান তারকা লড়লেন। তবে নিজের প্রিয় কোর্টে ২৫তম গ্র্যান্ড স্ল্যাম জয়ের স্বপ্ন পূরণ হল না। ফাইনাল হারের পর জকোভিচ বলে গেলেন, ‘ভবিষ্যতে আমার কী হবে ঈশ্বর জানেন। ছয় বা ১২ মাস পর কেমন অবস্থায় থাকব জানি না। এই নিয়ে ২১ বা ২২ বছর অস্ট্রেলিয়ায় আসছি। এবারও যে পুরস্কার মঞ্চে থাকতে পারলাম, তার কৃতিত্ব দর্শকদের। আপনারাই আমাকে এগিয়ে যাওয়ার উৎসাহ দেন। প্রতি বারের মতো এবারও দিয়েছেন। আপনাদের ধন্যবাদ।’

৪৮ ঘণ্টার মধ্যে জানিক সিনার ও আলকারাজের মতো বর্তমান টেনিসের দুই অন্যতম সেরা তারকার বিরুদ্ধে খেললেন। যদিও এদিন ম্যাচের প্রথম সেট জিতে নেন ৩৮ বছরের জকোভিচ। অস্ট্রেলিয়ান ওপেনের ফাইনাল দেখতে এদিন দর্শকাসনে উপস্থিত ছিলেন রাফায়েল নাদাল। তাঁর সামনেই ৩ ঘণ্টা ২ মিনিটে চার সেটের লড়াইয়ে (২-৬, ৬-২, ৬-৩, ৭-৫) জকোভিচকে হারিয়ে প্রথমবারের জন্য অস্ট্রেলিয়ান ওপেন জিতলেন আলকারাজ।

৩ ঘণ্টা ২ মিনিটের লড়াইয়ে হেরে বিধ্বস্ত নোভাক জকোভিচ।

একইসঙ্গে কনিষ্ঠতম খেলোয়াড় হিসাবে মাত্র ২২ বছর ২৭২ দিন বয়সে কেরিয়ার স্ল্যাম পূর্ণ করলেন তিনি। উলটোদিকে অস্ট্রেলিয়ান ওপেন ফাইনাল খেললেন অথচ শিরোপার স্বাদ থেকে বঞ্চিত রইলেন, জোকারের কেরিয়ারে এমন ঘটনা এই প্রথম। এর আগে ১০ বার রড লেভারে ফাইনাল খেলে প্রতিবারই খেতাব জিতেছেন তিনি।

গত বছর ফরাসি ওপেন ও ইউএস ওপেন জিতেছিলেন আলকারাজ। ঠিক যেখানে মরশুমটা শেষ করেছিলেন, সেই জায়গা থেকেই বছরের প্রথম গ্র্যান্ড স্ল্যামে শুরুটা করলেন। এদিন হাসতে হাসতে ম্যাচের প্রথম সেট জেতেন জকোভিচ। সার্বিয়ান তারকার সামনে একটা সময় অসহায় দেখাচ্ছিল স্পেনের আলকারাজকে। যেন ভুল করতে বাধ্য হচ্ছিলেন তিনি। বারবার নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলছিলেন।

তবে তিনি হাল যে ছাড়ার পাত্র নন, তা দ্বিতীয় সেটেই বুঝিয়ে দিলেন। তৃতীয় গেমে জকোভিচের সার্ভিস ভাঙেন আলকারাজ। যে ভুল প্রথম সেটে আলকারাজ করছিলেন, সেই একই ভুল করেন নোভাক। দ্বিতীয় সেটে ৬-২ ব্যবধানে জিতে প্রথম সেটে ২-৬ ব্যবধানে হারের বদলা নেন আলকারাজ।

এরপর খেলা যত এগোল ২২ বছরের আলকারাজের সামনে ৩৮-এর জকোভিচকে ক্লান্ত দেখাল। পয়েন্ট তোলা কঠিন হয়ে পড়ছিল তাঁর পক্ষে। স্প্যানিশ তারকা তৃতীয় সেট জিতলেন ৬-৩ ব্যবধানে। জকোভিচ অবশ্য সহজে ছেড়ে দেননি। চতুর্থ সেটে প্রতি পয়েন্টেই লড়াই হল তুল্যমূল্য। ৭-৫ ব্যবধানে ওই সেট জিতে খেতাব নিশ্চিত করেন আলকারাজ।

তাঁকে প্রশংসায় ভরিয়ে দিয়ে নোভাকের মন্তব্য, ‘আলকারাজ তুমি ইতিহাস তৈরি করলে। দারুণ। তোমার সামনে অনেক সময় রয়েছে। দীর্ঘ দিন খেলবে। আশা করি আরও সাফল্য পাবে। আগামী ১০ বছরে তোমাকে আরও কয়েক বার এভাবে দেখার আশা থাকল। শুভেচ্ছা থাকল।’

একনজরে

২২ বছর ২৭২ দিন ওপেন এরায় কনিষ্ঠতম হিসেবে ২২ বছর ২৭২ দিন বয়সে কেরিয়ার স্ল্যাম জয়ের রেকর্ড গড়লেন কার্লোস আলকারাজ। ভেঙে দিলেন রাফায়েল নাদালের (২৪ বছর ১০১ দিন) নজির।

১১ আগের ১০ বার অস্ট্রেলিয়ান ওপেনের ফাইনালে উঠে নোভাক জকোভিচ চ্যাম্পিয়ন হলেও একাদশতমবারে সেই ধারায় ছেদ পড়ল।

৬ ষষ্ঠ পুরুষ খেলোয়াড় হিসেবে আলকারাজ কেরিয়ার স্ল্যাম সম্পূর্ণ করলেন।

ধ্যান ও গীতা পাঠে বাজিমাত ঈশানের

অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায়

কলকাতা, ১ ফেব্রুয়ারি : এভাবেও ফিরে আসা যায়! এভাবেও বাজিমাত করা যায়।

আচমকা হারিয়ে যাওয়া। সঙ্গে জুটে যাওয়া ‘অবাধ্য’ ক্রিকেটার তকমা। মাঝের সময়ে ক্রিকেটের মূল স্রোত থেকে দূরে থাকা।

ধ্যান ও গীতার শ্লোক ওকে আচমকাই মানুষ হিসেবে অনেক বদলে দিয়েছিল। ব্যক্তিগত জীবনেও খুব চুপচাপ হয়ে গিয়েছিল প্রাণখোলা ঈশান। আর হ্যাঁ, অনুশীলনের সময়টাও অনেক বাড়িয়ে দিয়েছিল ও।

-উত্তম মজুমদার *ঈশান কিষানের ছোটবেলার কোচ*

নিউজিল্যান্ড সিরিজের চার ম্যাচে ২১৫ রান করে অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদবের ভরসা হয়ে উঠেছেন ঈশান কিষান।

যেভাবে আচমকা হারিয়ে গিয়েছিলেন, তার থেকেও চমকপ্রদভাবে প্রত্যাবর্তন ঘটালেন ঈশান কিষান। ভারতীয় ক্রিকেটের মূল স্রোতে ফিরলেন একেবারেই রাজকীয়ভাবে। গতরাতে টি২০ আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের আঙিনায় প্রথম শতরানের পর আগামী শনিবার থেকে শুরু হতে চলা টি২০ বিশ্বকাপে টিম ইন্ডিয়ার প্রথম একাদশের বাইরে ঈশানকে রাখা বাস্তবে সম্ভব নয়।

মাস খানেক আগে সৈয়দ মুস্তাক আলি ট্রফির আসরে ১০ ম্যাচে ৫১৭ রান করে ঝাড়খণ্ডকে চ্যাম্পিয়ন করেছিলেন ঈশান। সেই সাফল্য তাঁকে ফিরিয়ে এনেছে টিম ইন্ডিয়ায়। বাকিটা এখন ইতিহাস। গতরাতে ৪৩ বলে ১০৩ রানের বিধ্বংসী ইনিংস খেলে ঈশান প্রমাণ করেছেন, আর হারিয়ে যাবেন না তিনি। ৬টি বাউন্ডারি ও ১০টি ছক্কায় সাজানো ইনিংসে একটাই কথা লেখা রয়েছে, আত্মবিশ্বাস। প্রবল আত্মবিশ্বাস। নিউজিল্যান্ড অধিনায়ক মিচেল স্যান্টনারকে টানা দুই ছক্কা হাঁকিয়ে টি২০ আন্তর্জাতিকে প্রথম শতরানের পর মাঠে ঈশানের উচ্ছ্বাস, আবেগই প্রমাণ করে দিয়েছে, কতটা মরিয়া ছিলেন তিনি। সতীর্থ হার্দিক পান্ডিয়ার সঙ্গে সেঞ্চুরির উৎসব ভারতীয় ক্রিকেটে জন্ম দিয়েছে নয়া রূপকথা। যে রূপকথা স্বপ্ন দেখাচ্ছে ফের কুড়ির বিশ্বকাপ জয়ের।

কীভাবে সম্ভব হল ঈশানের এই স্বপ্নের প্রত্যাবর্তন? রাঁচিতে ঈশানের ছোটবেলার কোচ উত্তম মজুমদারকে প্রশ্নটা করতেই আবেগে ভেসে গেলেন তিনি। উত্তরবঙ্গ সংবাদ-কে বলে দিলেন, ‘জীবনে সবারই খারাপ সময় আসে। আবার কেটেও যায়। খারাপ সময়ে আপনি কী শিখলেন, কীভাবে কঠিন সময় পার করলেন, তার মধ্যেই লুকিয়ে থাকে আগামীর সাফল্যের রহস্য। ঈশানের গল্পটাও তেমনই।’ ঠিক কেমন ছিল জাতীয় দল থেকে, ভারতীয় ক্রিকেটের মূল স্রোত থেকে ছিটকে যাওয়ার পরবর্তী দিনগুলি? ঈশানের কোচের কথায়, ‘হার্দিক ও ক্রুণাল পান্ডিয়ারা ঈশানের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ বন্ধু। ওরা ঈশানকে ক্রিকেটে ফেরার অনুপ্রেরণা দিয়েছিল।’ পাশাপাশি আরও একটি বিষয় হয়েছিল ঈশানের জীবনে। আচমকাই।

‘কর্ম করে যাও, ফলের আশা কর না’। মোবাইল ঘাঁটতে গিয়ে গীতার এই শ্লোক নজরে পড়েছিল ঈশানের। আচমকাই। পরে ঈশান গীতার সেই শ্লোক মোবাইলের স্ক্রিন সেভার করে নেয়। সঙ্গে শুরু করে ধ্যান। মানুষ হিসেবে নিজেকে বদলে ফেলে। অতীত ভুলে নিজের ভবিষ্যতের দিকে মনোনিবেশ করে। ঈশানের কোচের কথায়, ‘ধ্যান ও গীতার শ্লোক ওকে আচমকাই মানুষ হিসেবে অনেক বদলে দিয়েছিল। ব্যক্তিগত জীবনেও খুব চুপচাপ হয়ে গিয়েছিল প্রাণখোলা ঈশান। আর হ্যাঁ, অনুশীলনের সময়টাও অনেক বাড়িয়ে দিয়েছিল ও।’

ধ্যান ও গীতাপাঠে বদলে যাওয়া ঈশান এখন টিম ইন্ডিয়ার নয়া ধ্রুবতারা। যে ধ্রুবতারা ফের টি২০ বিশ্বকাপ জয়ের স্বপ্ন উসকে দিয়েছে আসমুদ্রহিমাচলের।

জাতীয় দল নিয়ে ভাবছেনই না শাহবাজ

কোয়ার্টারে বাংলার প্রতিপক্ষ অন্ধ্রপ্রদেশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১ ফেব্রুয়ারি : ৩৫ উইকেট। ৩৬৩ রান।

চোট সারিয়ে ফিট হয়ে বাংলা দলে প্রত্যাবর্তনের পর থেকেই বদলে গিয়েছেন শাহবাজ আহমেদ। ফিরে পেয়েছেন নিজের ছন্দ ও আত্মবিশ্বাস। যার প্রমাণ চূড়ান্ত ধারাবাহিকতা। সেই ধারাবাহিকতার সুবাদে টিম ইন্ডিয়ার দরজা পাকাপাকিভাবে না খুললেও সম্প্রতি একটি ম্যাচের স্কোয়াডে সুযোগ পেয়েছিলেন তিনি। যদিও মাঠে নামা হয়নি। কিন্তু তার জন্য কোনও আক্ষেপ নেই শাহবাজের।

হরিয়ানার বিরুদ্ধে লাহলির মাঠে গতকালই ম্যাচে ১১ উইকেট নিয়ে ম্যাচের সেরার সম্মান পেয়েছেন। শাহবাজের অলরাউন্ড ফর্ম রনজি ট্রফির কোয়ার্টার্র ফাইনালের আগে বাংলা দলের জন্যও বাড়তি অক্সিজেন হয়েছে। এহেন শাহবাজ সতীর্থদের সঙ্গে গতকাল রাতেই হরিয়ানা থেকে দিল্লি হয়ে কলকাতা ফিরেছেন। মানসিকভাবে রনজি কোয়ার্টারের ভাবনা, পরিকল্পনাও শুরু করে দিয়েছেন। ৬ ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হতে চলা রনজি কোয়ার্টার্র ফাইনালের আগে শাহবাজ আজ বলেছেন, ‘এখনও আমাদের অনেক পথ চলার বাকি। দল আমায় যে দায়িত্ব দিয়েছে, নিজের সাধ্যমতো সেটা পালনের চেষ্টা করছি। বাকিটা সময়ের উপর ছেড়ে দেওয়াই ভালো।’

ইডেন বা কল্যাণীর মাঠের সবুজ বাইশ গজই হোক, অথবা লাহলির মাঠের ঘূর্ণি পিচ- সব জায়গাতেই সফল শাহবাজ। তাঁর সাফল্যের রহস্য কী? প্রশ্ন শেষ হওয়া মাত্র শাহবাজ বলে দিলেন, ‘পরিস্থিতি অনুযায়ী নিজের সেরাটা দিয়েই সফল আমি। এর মধ্যে আলাদা কোনও রহস্য নেই। নিজের শক্তি ও দুর্বলতা জানি। সেভাবেই পরিকল্পনা করি।’ হরিয়ানার বিরুদ্ধে ম্যাচে দুই ইনিংস মিলিয়ে ১১ উইকেট নিয়ে বাংলাকে জিতিয়েছেন। ম্যাচের সেরাও হয়েছেন। শাহবাজ বলছেন, ‘বাংলার হয়ে ধারাবাহিকভাবে পারফর্ম করতে পারলে ভালো লাগে। বাংলার হয়ে প্রতিনিধিত্ব করেই জাতীয় দল পর্যন্ত পৌঁছাতে পেরেছিলাম। আবার সেই চেষ্টা করছি। দেখা যাক কী হয় শেষপর্যন্ত।’

ব্যাটে-বলে অলরাউন্ডার হিসেবে শাহবাজের যা পারফরমেন্স, চলতি মরশুমে ঘরোয়া ক্রিকেটে কোনও ক্রিকেটারের তা নেই। টিম ইন্ডিয়ায় পাকাপাকিভাবে প্রত্যাবর্তন নিয়ে কী ভাবছেন? শাহবাজের কথায়, ‘স্পষ্ট বলছি, জাতীয় দলে প্রত্যাবর্তন নিয়ে এখনই কিছু ভাবছি না। টিম ইন্ডিয়ায় সুযোগ পাওয়াটা আমার নিয়ন্ত্রণে নেই। একজন ক্রিকেটার হিসেবে আমি শুধু পারফর্ম করে যেতে পারি। বাকিটা সময়ের উপর ছেড়ে দেওয়াই ভালো বলে আমার বিশ্বাস।’ এদিকে আজ জানা গিয়েছে, আগামী ৬ ফেব্রুয়ারি থেকে রনজি কোয়ার্টার্র ফাইনালে অন্ধ্রপ্রদেশের বিরুদ্ধে খেলবে বাংলা। কল্যাণীতে হবে সেই ম্যাচ।

রনজি ট্রফির কোয়ার্টার্র ফাইনাল

ঝাড়খণ্ড বনাম উত্তরাখণ্ড

মধ্যপ্রদেশ বনাম জম্মু-কাশ্মীর

বাংলা বনাম অন্ধ্রপ্রদেশ

মুম্বই বনাম কর্ণাটক

আগেই ঠিক ছিল ঈশান কিপিং করবে : সূর্যকুমার

মুম্বই, ১ ফেব্রুয়ারি : মায়াবী রাত। সাফল্যের রাত। বহু প্রাপ্তির রাত। আবার একইসঙ্গে আগামীর লক্ষ্যে এগিয়ে চলার রাতও।

ঘরের মাঠে নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে টিম ইন্ডিয়ার সিরিজ এখন অতীত। সামনেই টি২০ বিশ্বকাপ। তার আগে আপাতত টিম ইন্ডিয়ার প্রাপ্তির ভাঁড়ার প্রায় পূর্ণ। খচখচানি হিসেবে রয়েছে সঞ্জু স্যামসনের ফর্ম। আর তিলক ভার্মার ফিটনেস।

কিউয়িদের বিরুদ্ধে অনায়াসে ৪-১ ব্যবধানে সিরিজ জয়ের পর রাতের সাংবাদিক সম্মেলনে হাজির হয়ে ভারত অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদব একসঙ্গে অনেকগুলি দিক তুলে ধরেছেন। জানিয়েছেন, নিউজিল্যান্ড ইনিংসের সময় সঞ্জুর বদলে ঈশানের কিপিং করার সিদ্ধান্ত আগেই হয়েছিল। তাই কে কিপিং করছে দেখে অযথা কোনও সিদ্ধান্তে পৌঁছানো ঠিক হবে না। অস্ত্রোপচারের ধাক্কা সামলে তিলকও প্রায় ফিট বলেই জানিয়েছেন ভারত অধিনায়ক। আগামী ২ ও ৪ ফেব্রুয়ারি মুম্বইয়ে দুটি ম্যাচ খেলে নিজের অবস্থানটা যাচাই করে নেবেন তিলক। ফিরবেন বিশ্বকাপ স্কোয়াডে। বড় অঘটন না হলে তিনিই হয়তো কুড়ির বিশ্বকাপের আসরে তিন নম্বরে ব্যাটিং করবেন।

স্কাইয়ের এমন মন্তব্যে খটকা বেড়েছে সঞ্জুকে নিয়ে। তিলক ফিট হয়ে ফিরে এসে তিন নম্বরে ব্যাটিং করলে ঈশানের কী হবে? তাহলে কি সঞ্জুকেই প্রথম একাদশের বাইরে থাকতে হবে? কিউয়িদের বিরুদ্ধে সিরিজে পাঁচ ম্যাচে ৯.২০ ব্যাটিং গড়ে মাত্র ৪৬ রান করেছেন ওপেনার সঞ্জু। তুলনায় একটি শতরান সহ ঈশান করেছেন ২১৫ রান। পরিসংখ্যান থেকেই স্পষ্ট, টি২০ বিশ্বকাপের প্রথম একাদশে সঞ্জুর জায়গা অনিশ্চিত। যদিও গত রাতের সাংবাদিক সম্মেলনে হাজির হয়ে সূর্যকুমার শুনিয়েছেন ভিন্ন কথা। বলেছেন, ‘চোটের কারণে তিলক না থাকায় সিরিজের শুরু থেকেই দুজন উইকেটকিপার খেলাচ্ছিলাম আমরা। দলের কম্বিনেশনের জন্যই এমনটা করা হয়েছে। আগেই ঠিক ছিল, সিরিজের প্রথম তিন ম্যাচে সঞ্জু কিপিং করবে। বাকি দুই ম্যাচে ঈশান। শেষ ম্যাচে ঈশান চোটের কারণে খেলতে পারেনি বলে সঞ্জুই কিপিং করেছিল। আজ অবশ্য ঈশান কিপিং করেছে। সিদ্ধান্তটা অনেক আগের। এটা দেখে কিছুই চূড়ান্ত করা উচিত হবে না।’

তিলকের মতোই ওয়াশিংটন সুন্দরও টি২০ বিশ্বকাপ স্কোয়াডে ছিলেন। কিন্তু শেষ সিরিজে চোটের কারণে ছিটকে যেতে হয়েছিল তাঁকে। ওয়াশিংটনও এখন আগের তুলনায় ফিট। অনুশীলন শুরু করেছেন। নেটে ব্যাটিং-বোলিংও করছেন বলে জানিয়েছেন ভারত অধিনায়ক। সূর্যকুমারের কথায়, ‘তিলক, ওয়াশি-দুজনই আগের তুলনায় অনেক ভালো রয়েছে। দুজনই অনুশীলন শুরু করেছে। তিলক আগামী ২ ও ৪ তারিখ ম্যাচও খেলবে। ওয়াশিংটনও ওর ম্যাচ ফিটনেসের খুব কাছে। দুজনকে দলে পাওয়ার ব্যাপারেই আমরা আশাবাদী। দেখা যাক কী হয় শেষপর্যন্ত।’

ভারত অধিনায়ক সূর্য নিজের ফর্ম নিয়েও আত্মবিশ্বাসী। নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে সিরিজ শুরুর আগে স্কাইয়ের ব্যাটিং নিয়ে কম চর্চা হয়নি। পরিসংখ্যান বলছে, গত বছর ২১টি টি২০ ম্যাচ খেলে মাত্র ২১৮ রান করেছিলেন টিম ইন্ডিয়ার টি২০ অধিনায়ক। গতরাতে শেষ হওয়া নিউজিল্যান্ড সিরিজের পাঁচ ম্যাচে ছবিটা বদলে দিয়ে ২৪২ রান করেছেন স্কাই। স্ট্রাইক রেট ১৯৬.৭৪। স্বাভাবিকভাবেই সূর্যকুমার রানে ফেরায় বিশ্বকাপের আগে ভারতীয় দলের মিডল অর্ডার নিয়ে চাপ কেটে গিয়েছে। এমন ভাবনার কথা স্বীকার করে নিয়েছেন স্কাইও। গতরাতে ম্যাচ ও সিরিজ জয়ের পর ভারত অধিনায়ক সাংবাদিক সম্মেলনে প্রবল আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বলেছেন, ‘অপেক্ষা শেষ। আমি আগেও বলেছিলাম, সেরা ফর্মের কাছেই রয়েছি। আশা করছি, নিউজিল্যান্ড সিরিজে সেটা প্রমাণ করতে পেরেছি। এখন আর অতীত নিয়ে না ভেবে সামনে তাকাতে চাই আমি। বিশ্বকাপের মঞ্চেও এই ছন্দ ধরে রাখার ব্যাপারে আমি আত্মবিশ্বাসী।’

আগেও বলেছিলাম, সেরা ফর্মের কাছেই রয়েছি। আশা করছি, নিউজিল্যান্ড সিরিজে সেটা প্রমাণ করতে পেরেছি। এখন আর অতীত নিয়ে না ভেবে সামনে তাকাতে চাই।

-সূর্যকুমার যাদব

সঞ্জু স্যামসনের পরিবর্তে শনিবার কিপিং গ্লাভস হাতে দেখা গিয়েছে ঈশান কিষানকে।

আনোয়ারকে দশদিন সময় ক্যাসের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১ ফেব্রুয়ারি : আনোয়ার আলি ইস্যুতে এখনই কোনও রায় পেল না মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট। গত ১৯ জানুয়ারি সবুজ-মেরুন ম্যানেজমেন্ট সরাসরি ক্যাসের হস্তক্ষেপ চেয়ে চিঠি লেখে অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশনের উপর অনাস্থা দেখিয়ে। এদিন ফিফার এই কোর্ট অফ আরবিট্রেশনের তরফে ১০ দিন সময় দেওয়া হল আনোয়ার আলি, এআইএফএফ, দিল্লি এফসি ও ইস্টবেঙ্গলকে। আগামী ১০ ফেব্রুয়ারির মধ্যে এই চার পক্ষকে জানাতে হবে তাদের আরবিট্রেটরের নাম। অর্থাৎ এই চার পক্ষ একযোগে নিজেদের আরবিট্রেটর নিয়োগ করতে পারে। আনোয়াররা তাঁদের আরবিট্রেটর নিয়োগের বিষয়টি জানালেই সম্ভবত এই বিষয়ে শুনানি হবে ক্যাসে। প্রসঙ্গত, ২০২৪ সালের জুলাই মাস থেকে চলছে আনোয়ারের মোহনবাগান থেকে ইস্টবেঙ্গলে চলে যাওয়া নিয়ে নাটকীয় টানাপোড়েন। তবে এই বিষয়ে এখনও পর্যন্ত ফেডারেশন কোনও সিদ্ধান্তে আসতে পারেনি। অথচ প্রায় দেড় বছরেরও বেশি সময় ধরে ইস্টবেঙ্গলেই খেলছেন জাতীয় দলের এই ডিফেন্ডার। এখন দেখার, শেষপর্যন্ত এই ইস্যুতে ক্যাস আদৌ কোনও রায় দেয় কিনা।

বড় জয় ইস্টবেঙ্গলের

কলকাতা, ১ ফেব্রুয়ারি : রিলায়েন্স ফাউন্ডেশন ডেভেলপমেন্ট লিগের ম্যাচে বড় জয় পেল ইস্টবেঙ্গল। রবিবার ব্যারাকপুর স্টেডিয়ামে তারা ৬-২ গোলে বিধ্বস্ত করেছে ইউনাইটেড স্পোর্টসকে। লাল-হলুদের হয়ে গোল করেন দেবজিৎ রায়, অনন্থু, লেপচা, রোমিন, শিলাজিৎ সাঁতরা ও সুব্বা। ইউনাইটেড স্পোর্টসের হয়ে গোল করেন বাণীব্রত সর্দার ও সুরজিৎ ঘোষ। অন্য ম্যাচে মোহনবাগান ৩-১ গোলে হারিয়েছে রাজস্থান ইউনাইটেডকে। সবুজ-মেরুনের হয়ে হ্যাটট্রিক করেন সুহেল বাট। রাজস্থানের গোলস্কোরার রাজকুমার লালচেনবা সিং।

বেঙ্গালুরু এফসি-র অনুশীলনে সুনীল ছেত্রী।

সুনীলরা রাজি বেতন হ্রাসে

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১ ফেব্রুয়ারি : শেষপর্যন্ত কি কোনও সম্প্রচারকারী এগিয়ে আসবে এবারের ইন্ডিয়ান সুপার লিগ সম্প্রচার করতে?

এর আগে আইএসএলের বিপণন সঙ্গী চেয়ে বিজ্ঞাপন দিলেও নির্ধারিত সময় তো বটেই, সময়সীমা বাড়িয়ে দিয়েও শূন্য হাতে ফিরতে হয় অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশনকে। এদেশের ফুটবল বাঁচাতে এগিয়ে আসেনি ফুটবল স্পোর্টস ডেভেলপমেন্ট লিমিটেড সহ কোনও কোম্পানি। এরপর গঙ্গা দিয়ে বয়ে গিয়েছে অনেক জল। বহু টানাপোড়েনের পর অবশেষে ১৪ ফেব্রুয়ারি শুরু হতে চলেছে এবারের লিগ। সাত মাসের লিগের সময়সীমা কমিয়ে ৪ মাসের করতে হচ্ছে। ম্যাচ সংখ্যাও কমে দাঁড়াচ্ছে মাত্র ৯১-এ। সিঙ্গল লেগের এই লিগ শেষ করতেও সূচি নিয়ে যথেষ্ট প্রশ্ন উঠেছে। কারণ প্রায় বেশিরভাগ দিনেই ম্যাচ ডাবল হেডার। অর্থাৎ একইদিনে দুটো করে ম্যাচ। যা দেখাতে গেলে যে কোনও সম্প্রচারকারীরই দুটো ইউনিট অন্তত তৈরি রাখতে হবে। তার থেকেও চ্যালেঞ্জিং বিষয় হল, দেশের বিভিন্ন প্রান্তে দুটো করে ম্যাচ বলে দুটো ইউনিটকেও দ্রুত উঠিয়ে নিয়ে যাওয়া। সেক্ষেত্রে ইউনিট সংখ্যা বাড়ানো ছাড়া কোনও উপায় থাকবে না সম্প্রচারকারীর। ফলে এতরকম সমস্যার পরও অবশ্য বেশ কয়েকটি চ্যানেল এবং ওটিটি প্ল্যাটফর্ম আগ্রহ দেখায় প্রি-বিড আলোচনায় অংশ নেওয়ার ক্ষেত্রে।

শোনা যাচ্ছে, সোনি স্পোর্টস ও জি টিভি এবং ফ্যান কোড ওটিটি প্ল্যাটফর্ম হিসাবে আগ্রহ দেখিয়েছে আইএসএল সম্প্রচারে। এদিনই ছিল সম্প্রচার স্বত্ব জমা দেওয়ার শেষদিন। সোমবার সকাল এগারোটায় খোলা হবে কাগজ। তারপরেই জানা যাবে, একাধিক চ্যানেল আগ্রহ দেখিয়ে বিড-পেপার জমা করেছে কিনা বা আদৌ কোনও চ্যানেল লিগ সম্প্রচার করতে চলেছে কিনা। একান্তই কোনও চ্যানেল এগিয়ে না এলে শেষপর্যন্ত সরকারের মাধ্যমে দূরদর্শনের দ্বারস্থ হতে হবে এআইএফএফ-কে। তবে তাতে যে মান একই থাকবে না তা বলাই বাহুল্য। তাছাড়া লিগ শুরু হতে আর বাকি মাত্র ১৪ দিন। সম্প্রচারকারীর অনুমোদনের পরই লিগের সূচি সরকারিভাবে প্রকাশ করা সম্ভব হবে ফেডারেশনের। তারপরেই অ্যাওয়ে ম্যাচের জন্য টিকিট কাটা, হোটেল বুকিং থেকে যাবতীয় কাজে এগোতে পারবে ক্লাবগুলি।

আইএসএল সম্প্রচার হবে কি না, জানা যাবে আজ

এদিকে, সাম্প্রতিক পরিস্থিতির কথা বিবেচনা করে এফসি গোয়ার পর বেঙ্গালুরু এফসি-র ফুটবলাররাও তাঁদের বেতন হ্রাসে রাজি হয়ে গেল বলে এদিন এক প্রেস বিজ্ঞপ্তি দিয়ে জানান ক্লাবের কর্ণধার পার্থ জিন্দাল। অর্থাৎ এবার চুক্তির থেকে কম পাবেন সুনীল ছেত্রীরা। এর জন্য ফুটবলারদের ধন্যবাদ দেন পার্থ। আশা প্রকাশ করেন, এই কঠিন পরিস্থিতি একযোগে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে পার করবে ক্লাব ম্যানেজমেন্ট এবং ফুটবলাররা।

শুভেচ্ছা
বিবাহবার্ষিকী

☺ Kamal-Durga (Hamiltonganj): Happy Golden Anniversary. Wish you very very happy 50th Anniversary Baba-Aama. Proud to be your children. We love you. Deepak-Sangita and All family.

একদিনে জোড়া ধাক্কা পাকিস্তান ক্রিকেটের

বদলা সম্পূর্ণ করে সেমিতে আয়ুষরা

ব্যাটিংয়ে শূন্য হাতে ফিরলেও ৩ উইকেট নিয়ে জয়ের নায়ক আয়ুষ মাত্রে।

অনূর্ধ্ব-১৯ ভারত – ২৫২ (৪৯.৫ ওভারে)
অনূর্ধ্ব-১৯ পাকিস্তান- ১৯৪ (৪৬.২ ওভারে)

বুলাওয়াও, ১ ফেব্রুয়ারি : যুব এশিয়া কাপ ফাইনালে হারের মধুর প্রতিশোধ নিলেন আয়ুষ মাত্রে-বৈভব সূর্যবংশীরা।

রবিবার অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপে সুপার সিক্সের ম্যাচে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী পাকিস্তানকে ৫৮ রানে হারিয়েছে ভারত। একইসঙ্গে প্রতিযোগিতার শেষ চারের টিকিট নিশ্চিত করেছে আয়ুষের দল। সেমিফাইনালে ভারতের প্রতিপক্ষ আফগানিস্তান।

অর্ধশতরানের পর বেদান্ত ত্রিবেদী। বুলাওয়াওতে রবিবার।

সাম্প্রতিক সময়ে দুই চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী দেশ যতবার মুখোমুখি হয়েছে, ততবারই করমর্দন এড়িয়ে গিয়েছেন দুই দেশের ক্রিকেটাররা। এদিনও তার ব্যতিক্রম হয়নি। টসে জিতে প্রথমে ফিল্ডিং করার সিদ্ধান্ত নেয় পাকিস্তান। হাইভোল্টেজ ম্যাচের শুরু থেকেই মারমুখী মেজাজে ছিলেন বৈভব। এদিনও ভালো শুরু করে বড় ইনিংস খেলতে ব্যর্থ তিনি। ২২ বলে ৩০ রান করে মহম্মদ সায়ামের বলে উইকেটরক্ষক হামজা জাহুরের হাতে ধরা পড়েন বৈভব।

আরেক ওপেনার অ্যারন জর্জ প্যাভিলিয়নে ফেরেন ১৬ রানে। বদলার ম্যাচে শূন্য হাতে ফেরেন অধিনায়ক আয়ুষও। পাওয়ার প্লে শেষ হওয়ার আগেই ৪৭ রানে ৩ উইকেট হারিয়ে চাপে ভারত। এই সময় পরিত্রাতার ভূমিকায় বেদান্ত ত্রিবেদী। পাকিস্তানি তোপের সামনে লড়াই চালিয়ে গেলেন তিনি। ৯৮ বলে ৬৮ রান করে প্যাভিলিয়নে ফেরেন বেদান্ত। ব্যাট হাতে বড় ইনিংস খেলতে ব্যর্থ বিহান মালহোত্রা (২১), অভিজ্ঞান কুণ্ডুরাও (১৬)। শেষদিকে কনিষ্ক চৌহানের (৩৫) ঝোড়ো ব্যাটিংয়ে ভর দিয়ে আড়াইশোর গণ্ডি পার করে ভারত।

জবাবে ব্যাট করতে নেমে শুরুতেই সমীর মিনহাসের (৯) উইকেট হারায় পাকিস্তান। তবে প্রাথমিক ধাক্কা সামলে দেন ওপেনার হামজা (৪২) ও উসমান খান (৬৬)। ব্যাট হাতে ব্যর্থ হলেও বল হাতে ম্যাজিক দেখালেন অধিনায়ক আয়ুষ (২১/৩)। তাঁকে যোগ্য সংগত করলেন খিলান প্যাটেল (৩৫/৩)। উসমান ও হামজা ছাড়া একমাত্র অধিনায়ক ফারহান ইউসুফ (৩৮) রান পেয়েছেন। ভারতীয় বোলারদের দাপটে মাত্র ১৯৪ রানেই শেষ পাকিস্তানের ইনিংস।

এদিকে এই ম্যাচ চলাকালীন পাকিস্তান সরকার জানিয়ে দেয়, টি২০ বিশ্বকাপে অংশ নিলেও ভারতের বিপক্ষে খেলবে না তারা।

বিশ্বকাপ খেললেও ভারত ম্যাচ 'বয়কট'

লাহোর, ১ ফেব্রুয়ারি : জল্পনা ছিলই। আলোচনাও চলছিল শেষ কয়েকদিন ধরেই।

শেষ পর্যন্ত দুনিয়াকে চমকে দিয়ে সেই জল্পনাই আজ সত্যি হল। অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপে ভারত বনাম পাকিস্তানের ম্যাচ যখন চলছে, তার মাঝেই আজ পাকিস্তান সরকারের তরফে এল বিস্ফোরক সিদ্ধান্ত। ঘোষণা করে দেওয়া হল, আসন্ন টি২০ বিশ্বকাপে খেলবে পাকিস্তান। শ্রীলঙ্কাতেও যাবে দল। কিন্তু আগামী ১৫ ফেব্রুয়ারি ভারতের বিরুদ্ধে ম্যাচ খেলবেন না সলমন আলি আঘারা। কেন এমন সিদ্ধান্ত? পাক সরকারের তরফে দেওয়া বিবৃতিতে কোনও কারণ জানানো হয়নি।

শেষ কয়েকদিনের নিয়মিত বদলে যাওয়া পরিস্থিতিতে কিছুটা 'প্রত্যাশিত' সিদ্ধান্ত সামনে আসার পর ক্রিকেট দুনিয়ায় হইচই পড়ে গিয়েছে। পাক সরকারের এমন সিদ্ধান্তের ফলে ক্রিকেট দুনিয়ায় পাকিস্তান একঘরে হয়ে পড়তে পারে। বিশাল আর্থিক ক্ষতির মুখেও পড়তে হবে পিসিবিকে। সঙ্গে ক্রিকেটের নিয়ামক সংস্থা আইসিসি-র তরফেও থাকছে নির্বাসনের চোখরাঙানি। এমন অবস্থার মধ্যে আজ পাকিস্তানের টিম ইন্ডিয়ার বিরুদ্ধে বিশ্বকাপের ম্যাচ না খেলার সিদ্ধান্ত চমকে দিয়েছে দুনিয়াকে। পাকিস্তান সরকারের তরফে এক্স হ্যান্ডলে তাদের সিদ্ধান্তের কথা জানিয়ে বলা হয়েছে, 'পাকিস্তান ক্রিকেট দলকে টি২০ বিশ্বকাপে খেলার অনুমতি দিচ্ছে সরকার। কিন্তু ভারতের বিরুদ্ধে কলম্বোয় আগামী ১৫ ফেব্রুয়ারির ম্যাচে অংশ নেবে না পাকিস্তান।'

আইসিসি পাকিস্তানের সরকারের এই সিদ্ধান্তকে মর্যাদা দিয়েও জানিয়েছে

ঘোষণা পাক সরকারের

তারা পাক বোর্ডের থেকে বিষয়টি জানার অপেক্ষায় রয়েছে। একইসঙ্গে আইসিসি-র আশা ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে পাকিস্তান সর্বসম্মত একটি সিদ্ধান্তে পৌঁছাবে। যা সমস্ত স্টেক হোল্ডার স্বার্থ রক্ষা করবে।

বাংলাদেশকে কুড়ির বিশ্বকাপের আসর থেকে বাদ দেওয়ার পরই শুরু হয় পাকিস্তানের 'নাটক'। যদিও সেই নাটকের বীজ বপন হয়েছিল অনেক আগে। গত বছর পাকিস্তানের মাটিতে হওয়ার কথা ছিল চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি। টিম ইন্ডিয়া যাবে না পাকিস্তানে, তাই প্রতিযোগিতা শেষ পর্যন্ত হয়েছিল দুবাইয়ে। পরবর্তী সময়ে এশিয়া কাপের আসরেও দুই প্রতিবেশির সম্পর্কের জটিলতা চরম তিক্ততায় ভরে গিয়েছিল। দুবাইয়ে এশিয়া কাপ জেতার পর এসিসি তথা পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের শীর্ষকর্তা মহসিন নকভির হাত থেকে ট্রফি নিতে অস্বীকার করে টিম ইন্ডিয়া। সেই ট্রফি এখনও হাতে পাননি সূর্যকুমার যাদবরা। সঙ্গে করমর্দন বিতর্কও ছিল প্রবলভাবে। ফলে দুই প্রতিবেশির ক্রিকেটীয় সম্পর্কের তিক্ততার বিষয়টি ছিলই।

সেই সম্পর্কই আরও আরও চরম আকার নেয় বাংলাদেশের টি২০ বিশ্বকাপে অংশগ্রহণকে কেন্দ্র করে। মুস্তাফিজুর রহমান আইপিএল থেকে ছাঁটাই হওয়ার পর ভারতে নিরাপত্তা নেই, এই কারণে বিশ্বকাপ বয়কটের কথা শুনিয়েছিল বাংলাদেশ। ভারতে না এসে খেলতে চেয়েছিল শ্রীলঙ্কায়। আইসিসি বাংলাদেশের সিদ্ধান্ত মানেনি। লিটন দাসদের বদলি হিসেবে স্কটল্যান্ডের নাম ঘোষণাও আগেই হয়ে গিয়েছিল। ওপার বাংলার সরকার ও ক্রিকেট বোর্ড তাদের কঠিন সময়ে পাকিস্তানকে পাশে পেয়েছিল। পাকিস্তান বাংলাদেশের পাশে থাকার জন্য কতটা মরিয়া ছিল, আজ রাতের দিকে পাক সরকারের সিদ্ধান্তেই তার প্রমাণ মিলল।

লিগে বছরের প্রথম জয় লিভারপুলের

লন্ডন, ১ ফেব্রুয়ারি : ঘরোয়া লিগে বছরের প্রথম জয় লিভারপুলের। চ্যাম্পিয়ন্স লিগে নকআউট নিশ্চিত করলেও প্রিমিয়ার লিগে ভুগছিল লিভারপুল। গোটা জানুয়ারি মাসে জয়ের অপেক্ষায় কাটিয়েছে অল রেডরা। অবশেষে মাসের শেষদিনে প্রতীক্ষার অবসান ঘটল। ৩৪ দিন এবং পাঁচ ম্যাচ পর লিগে জয়ের স্বাদ পেল লিভারপুল। নিউক্যাসল ইউনাইটেডকে ৪-১ গোলে হারাল তারা। শুরুতে অ্যান্থনি গর্ডনের গোলে এগিয়ে গিয়েছিল নিউক্যাসল। সমতায় ফেরাতে খুব বেশি সময় নেয়নি লিভারপুল। মাঝে এক মিনিটের ব্যবধানে দুইটি গোল করে দলকে এগিয়ে দেন হুগো একিটিকে। এরপর দ্বিতীয়ার্ধে

জিতল ম্যান ইউ, ড্র ম্যান সিটির

ফ্লোরিয়ান রিৎজ ও ইব্রাহিমা কোনাতের গোলে জয় নিশ্চিত হয় অল রেডদের। ২৪ ম্যাচে ৩৯ পয়েন্ট নিয়ে ছয় নম্বরে লিভারপুল।

রবিবার ফুলহ্যামের বিরুদ্ধে রুদ্ধশ্বাস লড়াইয়ে ৩-২ গোলে জিতল ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেড। ম্যাচের ১৯ মিনিটে ক্যাসেমিরোর গোলে এগিয়ে যায় ম্যান ইউ। প্রথম ৪৫ মিনিটে আর গোল হয়নি। ৫৬ মিনিটে ব্যবধান বাড়ান ম্যাথিয়াস কুনহা। ৮৫ মিনিটে পেনাল্টি থেকে প্রথম গোলশোধ করে ফুলহ্যাম। সংযুক্তি সময় ম্যাচে নাটকীয় মোড়। ম্যাচে সমতা ফেরায় ফুলহ্যাম। দুই মিনিটের ব্যবধানে ফের গোল করে ইউনাইটেডের জয় নিশ্চিত করেন বেঞ্জামিন সেসকো।

অ্যাওয়ে ম্যাচে ম্যাঞ্চেস্টার সিটি ২-০ গোলে এগিয়েও টটেনহাম হটস্পারের সঙ্গে ড্র করল। ম্যাচের ফল থাকে ২-২। ১১ মিনিটে রায়ান চেরকি এগিয়ে দেন ম্যান সিটিকে। অ্যান্টোনিও সেমেনিও ৪৪ মিনিটে ২-০ করেন। দ্বিতীয়ার্ধে ঘুরে দাঁড়ায় টটেনহাম। ৫৩ ও ৭০ মিনিটে জোড়া গোল করেন ডমিনিক সোলাঙ্কে।

প্লে-অফে দিল্লি

ভদোদরা, ১ ফেব্রুয়ারি : ডব্লিউপিএলের খেতাবি লড়াই থেকে ছিটকে গেল ইউপি ওয়ারিয়র্স ও মুম্বই ইন্ডিয়ান্স। রবিবার লিগের শেষ ম্যাচে ইউপি-কে ৫ উইকেটে হারিয়ে প্লে-অফে চলে গেল দিল্লি ক্যাপিটালস। ফাইনালে ওঠার লড়াইয়ে মঙ্গলবার তারা মুখোমুখি হবে গুজরাট জায়েন্টসের। মারিজানে ক্যাপের (৩০/৩) দুরন্ত বোলিংয়ে ইউপি ৮ উইকেটে ১২২ রানে থেমে যায়। জবাবে দিল্লি ১৮.৪ ওভারে ৫ উইকেটে ১২৬ রান তুলে নেয়। জেমিমা রডরিগজ ১৮ বলে ৩৪ রান করে অপরাজিত থাকেন।

জয়ী মিলন-অসীম

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১ ফেব্রুয়ারি : শিলিগুড়ি কিশোর সংঘের ভূপেন দে, ছায়ারানি দে, সুখেন্দু গুহ ও প্রবীর বসু (নীলু) ট্রফি অকশন ব্রিজে রবিবার অভিজিৎ হালদার-প্রণব দাস, মিলন রায়-অসীম রায়, এসপি বন্দ্যোপাধ্যায়-দিলীপ সাহা ও প্রদীপ রায়-শ্যামল দাস জয় পেয়েছেন।

নাটকীয় জয় রিয়ালের, ছুটছে বার্সেলোনাও

মাদ্রিদ, ১ ফেব্রুয়ারি : শেষবেলায় পাওয়া পেনাল্টি থেকে কিলিয়ান এমবাপের লক্ষ্যভেদ। ওই গোলই ম্যাচে ফারাক গড়ে দিল। রায়ো ভায়োকানোর বিরুদ্ধে ২-১ গোলে জয় নিয়ে মাঠ ছাড়ল রিয়াল মাদ্রিদ। অন্যদিকে লামিনে ইয়ামাল গোল করলেন, গোল করালেন। এলচের বিরুদ্ধে ৩-১ গোলে বার্সেলোনাকে জয় এনে দিলেন তিনিই।

এদিন ভায়োকানোর বিরুদ্ধে ম্যাচের ১৫ মিনিটে গোল করে রিয়ালকে এগিয়ে দেন ভিনিসিয়াস জুনিয়ার। ওই ব্যবধান ধরে রেখেই প্রথমার্ধে মাঠ ছাড়ে মাদ্রিদ জায়েন্টরা। বিরতির ঠিক পরেই সমতা ফেরায় ভায়োকানো। এরপর একের পর এক আক্রমণ চালালেও নির্ধারিত ৯০ মিনিটে আর গোলের দেখা পায়নি রিয়াল। ম্যাচের সংযোজিত সময়ের শেষদিকে ঠান্ডা মাথায় স্পট-কিক থেকে গোল করে দলকে গুরুত্বপূর্ণ তিন পয়েন্ট এনে দিলেন এমবাপে।

এই জয়ে লিগ টেবিলে শীর্ষে থাকার লড়াইয়ে নিজেদের অবস্থান আরও মজবুত করল রিয়াল।

অন্যদিকে, এলচের বিরুদ্ধে ম্যাচ শুরুর ছয় মিনিটের মধ্যেই বার্সাকে

গোলের জন্য মার্কাস র‍্যাশফোর্ডকে অভিনন্দন লামিনে ইয়ামালের।

এগিয়ে দেন ইয়ামাল। ঘরের মাঠে ২৯ মিনিটে এলচেকে সমতায় ফেরান আলভারো রডরিগেজ। প্রথমার্ধ শেষ হওয়ার মিনিট পাঁচেক আগে ২-১ করেন বার্সার ফেরান তোরেস। পরিবর্ত হিসেবে নেমে ৭২ মিনিটে গোল করে কাতালান জায়েন্টদের জয় নিশ্চিত করেন মার্কাস র‍্যাশফোর্ড। এই জয়ের সুবাদে ২২টি ম্যাচে ৫৫ পয়েন্ট নিয়ে লা লিগা পয়েন্ট টেবিলে শীর্ষ স্থান ধরে রাখল বার্সেলোনা। সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে শেষ ১৬ ম্যাচের ১৫টিতেই জয় পেল বার্সা।

এদিকে লা লিগার ম্যাচে আতঙ্ক ছড়াল অ্যাটলেটিকো মাদ্রিদ শিবিরে। লেভান্তের বিরুদ্ধে খেলতে নেমে সংঘর্ষে মাথায় গুরুতর আঘাত পান নরওয়ের স্ট্রাইকার আলেকজান্ডার সোরলথ। মাঠেই অচেতন হয়ে পড়েন তিনি। দ্রুত তাঁকে স্ট্রেচারে করে মাঠের বাইরে নিয়ে যাওয়া হয় এবং অ্যাম্বুল্যান্সে করে নিকটবর্তী হাসপাতালে পাঠানো হয়। তাঁকে পর্যবেক্ষণে রাখা হয়েছে। সম্পূর্ণ সুস্থ না হওয়া পর্যন্ত তাঁকে বিশ্রামে রাখা হবে বলে জানিয়েছে মাদ্রিদের ক্লাবটি।

সামাজিক মাধ্যমে বিদ্রুপ সলমনদের

হারের ভয়েই পালাল

নয়াদিল্লি, ১ ফেব্রুয়ারি : টি২০ বিশ্বকাপে খেলব, কিন্তু ভারতের বিরুদ্ধে ম্যাচে খেলব না। পাকিস্তান সরকারের এমন ঘোষণার পর রীতিমতো বিদ্রুপের ঝড় বয়ে যাচ্ছে সামাজিক মাধ্যমে। অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপে ভারতের ছোটদের কাছে পরাজয়ের উদাহরণ টেনে কেউ বলছেন আরও একটা হারের ভয়ে পালিয়ে গেল পাকিস্তান। কারও খোঁচা, অভিষেক শর্মার আতঙ্ক। পাক বোলাররাই পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের কাছে প্রস্তাব পাঠিয়েছে, যাতে আসন্ন টি২০ বিশ্বকাপে দল ভারতের বিরুদ্ধে না খেলতে হয়। অপারেশন সিঁদুরের উদাহরণ টেনে কারও কটাক্ষ, ওদের দেশের সেনাবাহিনীর মতো অপমানের হাত থেকে বাঁচতে ম্যাচ থেকে সরে দাঁড়াল পাকিস্তান ক্রিকেট দল।

রবিবার অস্ট্রেলিয়াকে ঘরের মাঠে টি২০ সিরিজে হোয়াইট ওয়াশ করে পাক অধিনায়ক সলমন আলি আঘা মেনে নিয়েছেন ভারত ম্যাচ নিয়ে সিদ্ধান্ত ক্রিকেটারদের হাতের বাইরে ছিল। একইসঙ্গে তিনি জানিয়ে দিয়েছেন, দল পাকিস্তান সরকার ও বোর্ডের এই সিদ্ধান্ত মেনে চলবে। সলমন বলেছেন, 'অবশ্যই আমরা মেনে চলব। এটা আমাদের সিদ্ধান্ত নয়। এখানে আমরা কিছু করতেও পারতাম না। আমাদের সরকার ও পিসিবি চেয়ারম্যান যা নির্দেশ দেবেন সেটাই আমরা মেনে চলব।'

চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পর হোসে র‍্যামিরেজ ব্যারেটোকে কাঁধে তুলে উল্লাস। ছবি : সায়ন ঘোষ

সেরা হাওড়া-হুগলি

নিজস্ব প্রতিনিধি, কল্যাণী, ১ ফেব্রুয়ারি : বেঙ্গল সুপার লিগের প্রথম সংস্করণে রয়্যাল সিটি এফসি-কে ৩-২ গোলে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হাওড়া-হুগলি ওয়ারিয়র্স। রবিবার কল্যাণীতে টানটান উত্তেজনাপূর্ণ ফাইনালের সাক্ষী ফুটবলপ্রেমীরা। তবে ম্যাচের প্রথম গোলের জন্য দর্শকদের অপেক্ষা করতে হয় ৩৩ মিনিট পর্যন্ত। কর্নার থেকে বল পেয়ে গোল করে হাওড়া-হুগলিকে এগিয়ে দেন ডিফেন্ডার সাইলা তোরে। ৪৫ মিনিটে গোল করে রয়্যাল সিটিকে সমতায় ফেরান সুখচাঁদ কিসকু।

বেঙ্গল সুপার লিগ

৫৬ মিনিটে ফের এগিয়ে যায় হোসে র‍্যামিরেজ ব্যারেটোর দল। হেডে গোল করেন মিডিও দীপ গুইন। তবে হেড করার সময় রয়্যাল সিটির গোলরক্ষক সৌরভ সামন্তের সঙ্গে সংঘর্ষে নাক ভাঙে তাঁর। সঙ্গে সঙ্গে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় তাঁকে। দ্বিতীয়ার্ধে অন্তিম লগ্নে গোলশোধ করে রয়্যাল সিটি। বক্সের কোণ থেকে দুরন্ত শটে বিশ্বমানের গোল করে যান মহম্মদ সুমিত। ম্যাচের অতিরিক্ত সময়ের প্রথমার্ধে কোনও গোল হয়নি। একটা সময় মনে হয়েছিল, দ্বিতীয়ার্ধেও ফলাফল একই থাকবে। ম্যাচ হয়তো টাইব্রেকারে গড়াবে। তবে ম্যাচের একদম শেষ লগ্নে কর্নার থেকে সরাসরি বাঁক খাওয়ানো শটে বিশ্বমানের গোল করে দলকে খেতাব এনে দেন হাওড়া-হুগলির পরিবর্ত খেলোয়াড় কৌস্তভ দত্ত।

টেবিল টেনিসে সিনিয়ার জাতীয় দলের নির্বাচক কমিটির সদস্য হয়ে শিলিগুড়ি ফিরেই উষ্ণ অভ্যর্থনা পেলেন সুব্রত রায়। রবিবার সকালে এনজেপি স্টেশনেই তাঁকে স্বাগত জানানো হয়।

মোহনবাগানে কোচিং করানো আমার স্বপ্ন, বলছেন ব্যারেটো

সায়ন ঘোষ

কল্যাণী, ১ ফেব্রুয়ারি : সিনিয়ার দলের কোচ হিসেবে প্রথম প্রতিযোগিতাতেই চ্যাম্পিয়ন হোসে র‍্যামিরেজ ব্যারেটো। তবে এখানেই শেষ নয়, তাঁর স্বপ্ন মোহনবাগানের ডাগআউটে দাঁড়ানো। বেঙ্গল সুপার লিগ চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পর উত্তরবঙ্গ সংবাদ-কে দিলেন একান্ত সাক্ষাৎকার।

■ চ্যাম্পিয়ন হওয়ার অনুভূতি

চ্যাম্পিয়ন হয়ে ভালো লাগছে। তবে কাজটা মোটেও সহজ ছিল না। হাওড়া-হুগলি ওয়ারিয়র্সের দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকেই খেতাব জয়টা মূল লক্ষ্য ছিল।

■ কোচ হিসেবে প্রথম খেতাব

সিনিয়ার কোচ হিসেবে এটাই আমার প্রথম খেতাব জয়। খেলোয়াড় হিসেবে সাফল্য পেয়েছিলাম। তাই এবার কোচ হিসেবে নিজেকে প্রমাণ করাই লক্ষ্য ছিল।

■ ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

কোচ হিসেবে এখনও অনেক কিছু শেখার রয়েছে। এখানেই থেমে থাকলে চলবে না। নিজেকে আরও পরিণত করতে হবে।

■ মোহনবাগানে কোচিং

মোহনবাগানে কোচিং করানোটা আমার স্বপ্ন। ক্লাবের থেকে প্রস্তাব পেলে হ্যাঁ বলতে সময় নেব না।

■ এখনও সমর্থকদের মধ্যে জনপ্রিয়

আমি একইরকম রয়েছি। কোনও পরিবর্তন হয়নি। তাই সমর্থকরা আজও আমাকে মনে রেখেছেন।

একদিন পিছোল বাংলার ম্যাচ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১ ফেব্রুয়ারি : সন্তোষ ট্রফিতে মাঠের বাইরেও কম লড়াই করতে হচ্ছে না সঞ্জয় সেনের বাংলাকে। প্রায় ১২ ঘণ্টা বাসযাত্রার ধকল, পরপর ম্যাচ, রিকভারির সময় পর্যন্ত নেই। সব মিলিয়ে এবার অসমে আয়োজিত সন্তোষে চরম বিশৃঙ্খল পরিস্থিতির শিকার ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়নরা।

সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশনকে কড়া চিঠি পাঠিয়ে কোয়ার্টার ফাইনালের ম্যাচ পিছানোর দাবি জানিয়েছিল বাংলার ফুটবল নিয়ামক সংস্থা আইএফএ। সেই দাবি মেনে নিল এআইএফএফ। ২ ফেব্রুয়ারি কোয়ার্টার ফাইনালে নামার কথা ছিল বাংলার। পরিবর্তিত সময়ে সেই ম্যাচ ৩ ফেব্রুয়ারি দুপুর ২টা থেকে হবে। আয়োজকদের তরফে চিঠি পাঠিয়ে তা নিশ্চিত করা হয়েছে। কোয়ার্টারে বাংলার প্রতিপক্ষ সার্ভিসেস।

শিলিগুড়ি মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের সুপার ডিভিশন ক্রিকেটে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার রেশ কাটার আগেই সুব্রত সংঘের সুব্রত কাপ জিতেছে জিটিএসসি। জোড়া ট্রফি জয়ের আনন্দে জিটিএসসি-তে উৎসবের পরিবেশ। তাদের সেই আনন্দে শামিল হতে রবিবার ক্রীড়া পরিষদের কর্মকর্তারা ছাড়াও সুব্রত সংঘ, দেশবন্ধু স্পোর্টিং ইউনিয়ন, সূর্যনগর ফ্রেন্ডস ইউনিয়ন, বিবেকানন্দ ক্লাব, ওয়াইএমএ, স্বস্তিকা যুবক সংঘ হাজির হয়েছিল। জিটিএসসি-র ক্রিকেট সচিব ঋষভ গুপ্তা তাদের সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন।

ডিপিএসের ক্রীড়ায় সেরা ব্লু হাউস

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১ ফেব্রুয়ারি : দিল্লি পাবলিক স্কুল (ডিপিএস), শিলিগুড়ির দুইদিনের বার্ষিক ক্রীড়া প্রোয়েস-২০২৫-'২৬ শেষ হল রবিবার। ২৯৯ পয়েন্ট নিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে ব্লু হাউস। দ্বিতীয় ইয়েলো হাউসের সংগ্রহ ২৮৭ পয়েন্ট। হাউস রেড ২৫১ পয়েন্ট পেয়ে তৃতীয় হয়েছে। উপস্থিত ছিলেন বিদ্যাভারতী ফাউন্ডেশনের প্রেসিডেন্ট এবং ডিপিএস শিলিগুড়ির প্রো ভাইস চেয়ারপার্সন কমলেশ আগরওয়াল, ডিপিএস শিলিগুড়ির চেয়ারম্যান ও ডিপিএস ফুলবাড়ির প্রো ভাইস চেয়ারম্যান শরদ আগরওয়াল, ডিপিএস শিলিগুড়ি ও ডিপিএস ফুলবাড়ির ডিরেক্টর স্নিগ্ধা আগরওয়াল, ডিপিএস শিলিগুড়ির প্রিন্সিপাল অনিশা শর্মা, ডিপিএস শিলিগুড়ির ভাইস প্রিন্সিপাল সুকান্ত ঘোষ, ডিপিএস শিলিগুড়ির প্রধান শিক্ষক অম্লান সরকার, ডিপিএস শিলিগুড়ির সিনিয়ার মিস্ট্রেস মৌমিতা দেবনাথ প্রধান প্রমুখ।

বেলুন উড়িয়ে সূচনা হল ডিপিএস শিলিগুড়ির বার্ষিক ক্রীড়া।

চ্যাম্পিয়ন ট্রফি নিয়ে চায়ে সুপার কিংস।

টি অকশন কমিটির ক্রীড়া

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১ ফেব্রুয়ারি : শিলিগুড়ি টি অকশন কমিটির সপ্তম বর্ষের স্পোর্টস কার্নিভালে চ্যাম্পিয়ন হল চায়ে সুপার কিংস। রানার্স সাভানা হান্টার্স। তৃতীয় স্থানে থাকে বেঙ্গল গোল্ড। পুরস্কার বিতরণি অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিএসএফ-এর উত্তরবঙ্গ সীমান্তের ইনস্পেকটর জেনারেল মুকেশ ত্যাগী, টি ডেভেলপমেন্টের ডেপুটি ডিরেক্টর কমলচন্দ্র বৈশ্য, টি অকশন কমিটির চেয়ারম্যান অরুণকুমার পেরিওয়াল, টি অকশন কমিটির প্রাক্তন চেয়ারম্যান মহেন্দ্রপ্রসাদ বনসল, অনুষ্ঠানের চেয়ারম্যান অমিত আগরওয়াল, অনুষ্ঠানের আহ্বায়ক অনুজ পোদ্দার প্রমুখ। জুগিভিটায় আয়োজিত তিনদিনের এই ক্রীড়া উৎসবে ছিল ক্রিকেট, ফুটসল, টাগ অফ ওয়ার, টানেল বল ও রিলে রেস।

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১ কোটির বিজয়িনী হলেন কোচবিহার-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, কোচবিহার - এর একজন বাসিন্দা মোনা সাহা - কে

05.11.2025 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 61C 08840 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়িনী বললেন " ডিয়ার লটারি আমাকে কোটিপতি করে ক্ষমতায়িত করেছে। এটি আমার জীবনের একটি অসাধারণ অভিজ্ঞতা। আমার এক বন্ধু আমাকে ডিয়ার লটারির সাথে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিল এবং আমি কয়েকটি ডিয়ার লটারির টিকিট কিনেছি। এটি আমাকে এক বিরাট চমক দিয়ে কোটিপতি করে তুলেছে।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয়।

* বিজ্ঞপ্তির তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।